মোগল-পাঠান

পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক

শনিবার ২৪ শে আষাঢ়, ১৩২৩ সাল।

মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-
প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৫ কার্ত্তিক

বাকুলিয়া গ্রাম
জেলা হুগলি।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মেট্‌কাফ্ প্রেস
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উৎসর্গ

গুরুর মত যিনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন

নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য যিনি

আত্মোৎসর্গ ক'রেছেন

সেই উদার-হৃদয় বাণীর একনিষ্ঠ নীরব সাধক

প্রবীণ অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু এম, এ

মহাশয়ের কর-কমলে

এই গ্রন্থ ব্যাকুল আগ্রহে

উৎসর্গীকৃত হইল।

পরিচয়।

শেরশা	...	পরাক্রান্ত আফগান সর্দ্দার পরে পাঠান সম্রাট।
আদিল	...	শেরশার জ্যেষ্ঠ পুত্র।
জালাল	...	ঐ অপর পুত্র।
মুবারিজ	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
গাজিখাঁ	...	ঐ চুণারের সহকারী দুর্গাধ্যক্ষ।
ফকির	...	ঐ গুরু।
রহিম	...	ছদ্মবেশী সোফিয়া।
হুমায়ূন	...	মোগল সম্রাট।
কামরান	...	হুমায়ূনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
হিণ্ডাল	...	ঐ ঐ
বহ্‌লুল	...	ঐ মন্ত্রী।
বাইরাম	...	ঐ সেনাপতি।
রুমিখাঁ	...	ঐ গোলন্দাজ।
আবদার	...	রুমিখাঁর ক্রীতদাস।
নিজাম	...	ভিস্তি।
মল্লদেব	...	যোধপুর-রাণা।
কুম্ভ	...	ঐ সেনাপতি।
কীর্ত্তিসিংহ	...	কালেঞ্জর দুর্গাধিপতি।

চাঁদ	...	শেরশার কন্যা।
সোফিয়া	...	পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোডির কন্যা।
দিলদার বেগম	...	হুমায়ূনের বিমাতা।
বেগা বেগম	...	হুমায়ূনের স্ত্রী।
কমলা	...	মল্লদেবের কন্যা।
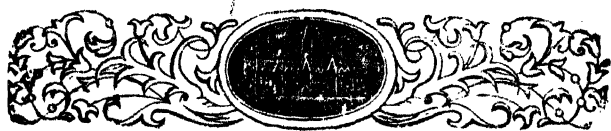
মোগল-পাঠান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চুণার দুর্গ।
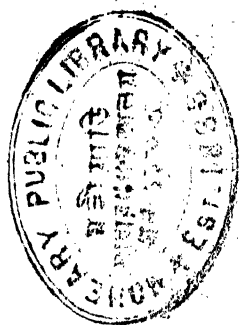
শেরখাঁ ও তাঁহার কন্যা চাঁদ।

চাঁদ। হাঁ বাবা! তোমার কি একটু সবুর সইল না!

শের। কি ক'র্‌ব মা! সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্ষুধায় পেট জ্বলে উঠেছে, তার উপর সম্মুখে পর্য্যাপ্ত আহার প্রস্তুত—তখন কি আর সবুর সয়—অগত্যা কোষ থেকে তলোয়ারখানা বে'র ক'রে তদ্দারাই আহার শেষ ক'র্‌লুম।

চাঁদ। বাবা! তুমি মোগলসম্রাট্ বাবরসার একজন সেনাপতি ছিলে—তুমি বার বার একখানা ছুরি চাইলে কেউ তা দিলে না!

শের। আমি একজন সামান্ত সৈনিকের কার্য্য ক'র্‌তুম মা! তাই বোধ হয় কেউ গ্রাহ্য ক'র্‌লে না।

চাঁদ। আচ্ছা বাবা! তুমি যখন তোমার সেই তিনহাত লম্বা তলোয়ারখানা দিয়ে এক এক টুকরো মাংস কেটে মুখে দিতে লাগলে, তখন বোধ হয় তোমার সঙ্গে আর যাঁরা আহারে ব'সেছিলেন, তাঁরা তোমার মুখপানে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন?

শের। হাঁ মা! আমি যখন শেষ ক'র্লুম, তারা তখন হাঁফ ছেড়ে আরম্ভ ক'র্লে।

চাঁদ। একথা বাবরসার কানে উঠল আর তুমি বুঝি পালিয়ে এলে?

শের। হাঁ মা! সেই দিন থেকে বাবরসা যেন কেমন হ'য়ে গেলো আর আমার উপর নজর রাখতে তার সমস্ত কর্ম্মচারীদের সতর্ক ক'রে দিলেন।

চাঁদ। বাবা সে লোক চিনেছিলেন ঠিক! বাবা! তোমার সেই ফকিরের কথা বিশ্বাস হয়? তুমি হিন্দুস্থানের সম্রাট হবে।

শের। ফকিরের কথা! [illegible]

[illegible]

চাঁদ। সেই ফকিরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল বাবা! আমি তাকে [illegible] দেশের স্বাধীনতা দিয়েছি।

শের। আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে না মা! না, বেশ ক'রেছ— এখন বলত মা! সেই ফকির কি ব'লেছিলো?

চাঁদ। বাবা! তুমি যখন চা'র বৎসরের শিশু— তখন একদিন একটা পয়সার জন্য বড় বায়না ধ'রেছিলে— ঘটনাক্রমে এই ফকির সেই স্থানে উপস্থিত হন, শুনেছি তোমার মুখ পানে তাকিয়ে সেই মহাপুরুষ ব'লেছিলেন "আহা যিনি একদিন হিন্দুস্থানের সম্রাট হবেন— তিনি আজ কি না একটা পয়সার জন্য লালায়িত"! এই কথা ব'লেই ফকির কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

শের। মা মা! সহস্রবার একথা শুনেছি— সহস্রবার আমার…

চাঁদ। বাবা! শুনেছি এই ফকিরের বয়স একশত বৎসরের উপর; কিন্তু কণ্ঠস্বর এখনও কি স্থির, কি গম্ভীর—দেহ কি দৃঢ়!

শের। ভোগবিলাসত্যাগী মহাপুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন মা! (নেপথ্যে তোপধ্বনি) একি! তোপধ্বনি কেন! আবার—আবার!

(জালালের প্রবেশ)

জালাল। পিতা! সম্রাট্ হুমায়ুন আমাদের দুর্গে দূত প্রেরণ ক'রে একশত তোপধ্বনি ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছেন—এইটুকু সময়ের মধ্যে আপনার অভিপ্রায় সম্রাটকে জানাতে হবে—যদি যুদ্ধ করেন—উত্তম—যদি সন্ধি অভিপ্রায় হয়, তাহ'লে পাঁচশত অশ্বারোহীর সহিত আপনার যে কোন একটী পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ তাঁর কাছে প্রেরণ ক'র্‌তে হবে। দূত অশ্বপৃষ্ঠে দুর্গদ্বারে অপেক্ষা ক'র্‌ছে।

শের। জালাল! সম্রাট বাহাদুরসাকে দমন ক'র্‌তে চিতোর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন না?

জালাল। হাঁ পিতা! পথে আমাদের এই দুর্গ গ্রহণের সংবাদ পেয়ে আপাততঃ আমাদের বিরুদ্ধে এসেছেন।

শের। যদি কোন উত্তর না দিই।

জালাল। অশ্বপৃষ্ঠে দূত হুমায়ূনের কাছে ফিরে যাবে।

শের। আর যদি বন্দী করি।

জালাল। তা'হ'লে শেষ তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সসৈন্যে হুমায়ূন দুর্গ অবরোধ ক'র্‌বেন।

শের। তাহ'লে জালাল! আমি যে বড় নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে আছি।

জালাল। পিতা যুদ্ধ করুন।

চাঁদ। হাঁ বাবা! যুদ্ধ কর।

শের। তাইত! কিছু ঠিক ক'র্‌তে পা'র্‌ছিনা জালাল! চিন্তা কর্‌বা

জালাল। যুদ্ধ করুন।

চাঁদ। যুদ্ধ কর। হুমায়ূনের চতুর্দ্দিকে শত্রু, অবশ্যম্ভাবী পরাজয়!

শের। না মা! তুমি বুঝতে পা'র্‌ছনা—হুমায়ূনের বল এখন আমা অপেক্ষা অনেক অধিক, আমি সন্ধি ক'র্‌ব—কিন্তু পিতা হ'য়ে পুত্রকে শত্রুর হাতে সমর্পণ ক'র্‌ব কি ক'রে! জীবন্ত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো কোন প্রাণে—না—যুদ্ধই অবধারিত—কিন্তু জালাল! এ যুদ্ধে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য; উপায় নাই—কে যাবে—কাকে ব'ল্‌ব—না, পা'র্‌বনা। জালাল! যুদ্ধ ক'র্‌ব—হোক পরাজয়।

জালাল। তবে কাজ নাই এ যুদ্ধে পিতা!

শের। সন্ধি! না কিছুতে না—অসম্ভব।

জালাল। অসম্ভব নয়—আদেশ করুন, পাঁচশত অশ্বারোহীর সহিত সম্রাট হুমায়ূনের করে আত্মসমর্পণ করি।

শের। জালাল! জালাল! আমার সমস্ত শক্তি অপহৃত হবে—শত্রুর বিরুদ্ধে একপদ অগ্রসর হব আমি—আর শত্রু তোমার শিরে খড়্গাঘাত ক'র্‌বে! পুত্রের নিধন! উঃ—না জালাল! এ হ'তে পারে না।

জালাল। আপনার মত বীরপুরুষের এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য শোভা পায় না। আমি শত্রু-শিবিরে গমন করি—আপনি স্থিরচিত্তে চিন্তা ক'রে, আপনার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ ক'রে, শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'ন। চির জীবনের আশা সফল করুন পিতা!

শের। চিরজীবনের আশা! ধিক আমায়। জালাল! পুত্রের পিতা ও—তবে বুঝ্‌তে পা'র্‌বে পুত্র-বাৎসল্য ও রাজ্যলিপ্সায় কত প্রভেদ!

জালাল। রাজ্যলিপ্সা নয় পিতা! পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা—নশ্বর জগতে এক অবিনশ্বর কীর্ত্তির সৃষ্টি। পিতা! অধর্ম্মের প্রলয়-বিষাণ বেজে উঠেছে—এই গম্ভীর নির্ঘোষ স্তব্ধ ক'রে ধর্ম্মের জেরী-নাকে বাজা'তে হবে। পুত্রকন্যার কথা ভুলে যান পিতা! তাদের

হয়ত উত্তপ্ত মরুর বক্ষে জন্মের মত পরিত্যাগ ক'রে যেতে হবে—কিম্বা তাদেরই কঙ্কালের উপর সিংহাসন বিস্তৃত ক'রতে হবে। পিতা! অগ্রসর হ'ন—সংসারে পুত্র কন্যা কেউ নয়। সম্মুখে বিরাট কর্ত্তব্য আপনাকে আহ্বান ক'রছে—বজ্র-হস্তে তরবারি ধ'রে অগ্রসর হ'ন।

শের। জালাল! জালাল! একটা বিরাট গরিমায় আমার সমস্ত প্রাণ আপ্লুত হ'য়ে উঠেছে! তবে এস বৎস—তুমি শত্রু-শিবিরে এস—আর আমি নিভৃতে শক্তি সঞ্চয় করি। তারপর জালাল! আমায় শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'তে হ'বে। কিন্তু—না—আমি হৃদয় কঠিন ক'রেছি, পা'র্ব? জালাল! তুমি তবে এস।

জালাল। আশীর্ব্বাদ করুন যেন বিজয়-দম্ভে ফিরে আ'সতে পারি।

শের। খোদা! তুমিই রক্ষাকর্ত্তা। [উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চুণার দুর্গের অপর পার্শ্ব।

(রহিম ও শেরখাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র আদিলের প্রবেশ)

আদিল। থেমোনা রহিম! গাও—এ সংসার অসার—জন্ম বন্ধন পরমায়ু যন্ত্রণা, সুখ স্বপ্নকুহক, মৃত্যু শান্তি। গাও রহিম! তোমার মধুর কণ্ঠে সপ্তসুর উত্থিত ক'রে দিগন্ত প্লাবিত ক'রে খোদার নাম গাও! দুনিয়া তার হিংসাদৃপ্ত কুটিল কটাক্ষ ভুলে গিয়ে নিমীলিত নেত্রে খোদার নাম করুক।

রহিম। আমি ত এ গানের নূতন মর্ম্ম কিছু বুঝ্‌তে পা'রলুম না। গানটি গাইতে বড় ভাল লাগে তাই গাই। এমন হ'য়ে যাবেন বঝলে কি আর এ গান মুখে আনি।

আদিল। দুঃখ ক'রোনা রহিম! হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে এ আলো

অনেক দিন জ্বলেছে। তোমার মধুর সঙ্গীতে সে আলোক আজ একটু উদ্ভাসিত হ'ল মাত্র। গাও রহিম! তোমার মধুর কণ্ঠে খোদার মহিমা গাও। চল রহিম! এ দুর্গ অতিক্রম ক'রে এ কোলাহলময়ী নগরী পরিত্যাগ ক'রে নির্জ্জনে খোদার নাম করিগে চল। রহিম! আঁধার পথে আলোক দেখা'তে তুমি অশ্ব-রক্ষক বেশে আমার পিতার আশ্রয় নিয়েছো—তিনি এখন হিন্দুস্থানের সিংহাসনের জন্য উন্মাদ—চিন্‌তে পারেননি—কিন্তু আমি পেরেছি—তুমি সামান্য বালক নও—তুমি খোদার রাজ্য হ'তে এসেছ।

রহিম। আচ্ছা শুনেছি—আপনার পিতা এক কোপে একটা বাঘ কেটে ফেলেছিলেন।

আদিল। ভুলাচ্ছ রহিম?

রহিম। না না ভুলাইনি—আমার বড় কৌতূহল হয়েছে। আগে আপনি বলুন, তারপর সুন্দর ক'রে একখানি গান গাইব!

আদিল। রহিম! পিতা একদিন সুলতান মামুদের সঙ্গে শীকারে বেরিয়েছিলেন—একটা দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র সুলতানকে লক্ষ্য ক'রে লম্ফ প্রদান করে, কিন্তু পিতা চক্ষের নিমেষে কোষ হ'তে তরবারি বহির্গত ক'রে এক আঘাতে সেই ব্যাঘ্রকে দুখণ্ডে বিভক্ত করেন। আমার পিতার নাম ছিল ফরিদ—সেই দিন হ'তে সুলতান নাম দিলেন শের।

রহিম। সুলতান মামুদ তাহ'লে খুব মুক্তহস্ত ত। অমনি ঝনাৎ ক'রে অতবড় একটা উপাধি সেইখানে দাঁড়িয়েই দিয়ে ফেল্‌লেন! আচ্ছা —আপনি কেন এই রকম একটা—

আদিল। যথেষ্ট হয়েছে—না গাও আমি চল্লুম।

রহিম। না না দাঁড়ান আমি গাইছি—

গীত।

জনম অবধি আমি, তোরে না ডাকিনু স্বামী—
দিন গুলো মিছে গেল কেটে।

আমার যা কিছু ছিল কি জানি কোথায় গেল
হিংসা বুঝি সব নিল লুটে।
তোমায় ডাকিব ব'লে আসিনু মায়ের কোলে
কুহকেতে গেল সব ছুটে।
কর্ণ দাও রুদ্ধ ক'রে কর প্রভু! অন্ধ মোরে
চরণেতে পড়ি আমি লুটে।

(শেরখাঁর প্রবেশ)

শের। অজ্ঞাতকুলশীল বালক! এই মুহূর্ত্তে দুর্গ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হও।

রহিম। দুর্গাধিপতি! অপরাধ আমার?

শের। অপরাধ! তোমার ব্যাকুল আগ্রহে আমি তোমাকে অশ্বরক্ষার ভার দিয়েছিলাম—কিন্তু তুমি নিতান্ত অপদার্থ। কোথায় বীরকার্য্যে তুমি আমার পক্ষের সহায় হবে, না এই সকল গান গেয়ে তার মস্তিষ্ক বিকৃত ক'রে দিচ্ছ। বালক! এ উদাসীনের গৃহ নয়—এ ফকিরের আস্তানা নয়। যাও—এখনই এ স্থান পরিত্যাগ কর।

রহিম। দুর্গাধিপ! বুঝেছি এ সঙ্গীত আপনার মনোমত হয় নাই—বুঝি এর সময় এখনও আসে নাই। খোদা না করুন যখন শত্রু হস্তে পরাজিত হ'য়ে দলসহ অবশেষে দুরারোহ গিরিগুহায় আশ্রয় নেবেন বোধ হয় তখন সে সময় উপস্থিত হবে।

শের। উত্তম—ইচ্ছা হয়, অবশেষে গিরিগুহায় সেই সময়ের অপেক্ষা করগে। যাও—

রহিম। বেশ তবে বিদায় হই। [সেলাম করিয়া প্রস্থান।

আদিল। পিতা! আমায়ও বিদায় দিন।

শের। আদিল! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র—ভবিষ্যৎ উন্নতির সহায়—তোমার কনিষ্ঠদের আদর্শ, তোমার এরূপ নিশ্চেষ্টতা শোভা পায় না—আদিল! অস্ত্র ধর, সহায় হও।

আদিল। আমার ওসব মাথায় আসে না—কিছু ভাল লাগে না।

শের। সুবোধ পুত্র আমার! চেষ্টা কর, ভাল লা'গবে। আদিল! পিপাসার্ত্তকে জল দাও—ক্ষুধার্ত্তকে আহার দাও—আর্ত্তকে রক্ষা কর। শুন্‌তে পা'চ্ছনা আদিল! অত্যাচারী রাজার উৎপীড়নে প্রজার আর্ত্তনাদ। দেখতে পাচ্ছনা আদিল! বিলাসী রাজার সৃষ্টি দুর্ভিক্ষ, মড়ক, হাহাকার খোদার সৃষ্টিকে দলিত ক'রে দিচ্ছে। আদিল—কর্ম্ম কর—ধর্ম্ম এসে নিজে তোমাকে আলিঙ্গন ক'রবে।

আদিল। পিতা!

শের। অবাধ্য হ'য়োনা আদিল! আমি পিতা—আজ্ঞা ক'র্‌ছি পালন কর—নতুবা অধর্ম্ম হবে।

আদিল। অপরাধ হ'য়েছে মার্জ্জনা করুন্! [প্রস্থান।

শের। যাও আদিল—তুমি আমার সুবোধ পুত্র। এত বীতানুরাগ! কিন্তু এ বালকটি কোন শত্রুপক্ষীয় নয় ত! (নেপথ্যে জয়োল্লাস) এ কি! এ জয়ধ্বনি কেন!

(জালালের প্রবেশ)

জালাল। পিতা! আমি ফিরে এসেছি।

শের। এসেছ! আশা করিনি, যুদ্ধ ক'রে তাদের পরাজিত ক'রেছ?

জালাল। না পিতা! ফকিরের আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রতে পা'র্‌লুম না। আমি পালিয়ে এসেছি।

শের। ফকিরের আজ্ঞায় শঠতা করেছ?

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। শঠের সঙ্গে শঠতা অবশ্য কর্ত্তব্য শের! জগতে অধার্ম্মিক বড় প্রবল—যত শীঘ্র পার—ছলে বলে কৌশলে তাদের ধ্বংস ক'রে পীড়িতের পরিত্রাণ কর—তা যদি না পার—তাহ'লে তোমার মত সহস্র বীরের প্রয়োজন হবে একজন অধার্ম্মিককে দমন ক'র্‌তে। এখন ইচ্ছা হয়—স্থির চিত্তে আমার উপদেশ গ্রহণ কর।

শের। প্রভু আজ্ঞা করুন।

ফকির! শুন শের! হুমায়ুন বাহাদুরসাকে পরাস্ত ক'রে আগ্রায় ফিরে গেছে। বিজয়গর্ব্বে স্ফীত মোগল সম্রাট এখন বিলাসে মগ্ন। চতুর্দ্দিক অতর্কিত প'ড়ে আছে। এই সুবর্ণ সুযোগে তুমি তোমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে বিহার পদানত ক'রে বঙ্গদেশ আক্রমণ কর—গৌড়ের অকর্ম্মণ্য রাজা মামুদসা পুরবিকে হত্যা ক'রে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার কর। এই মুহূর্ত্তে অগ্রসর হও শের! না পার—গঙ্গার জলে আত্মহত্যা ক'রে পৃথিবীর ভার লাঘব কর। [প্রস্থান।

শের। জালাল! বিশ্রামের সময় পেলে না, এই মুহূর্ত্তে অগ্রসর হও।

তৃতীয় দৃশ্য।

আগ্রা—প্রাসাদ-কক্ষ।

মোগল সম্রাট হুমায়ুন, মন্ত্রী সেখ বহলুল, গোলন্দাজ রুমিখাঁ।

বন্দীগণ কর্ত্তৃক স্তুতিগান।

জয় জয় প্রভু! জয় হে মহান!
তোমারি হাসি প্রকৃতি হাসে
তোমারি কিরণে ধরণী ভাসে
গাহিছে দুনিয়া তব যশ গান॥
বিজলী ঝলসে, অনন্ত আকাশে
তোমারি নয়নে ভ্রূকুটি প্রকাশে
বারি বরষে, পরম হরষে
সমীর দুলিছে গাহি তব গান॥

(বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। সম্রাট! শেরখাঁ বঙ্গদেশ জয় ক'রে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার ক'রেছে।

হুমায়ুন। একি সম্ভব সেখজী!

বহলুল। তাইত, এ যে বড় অসম্ভব কথা সম্রাট!

বাইরাম। শুধু তাই নয়—শেরখাঁ সমস্ত বিহার দখল ক'রে ফেলেছে।

হুমায়ূন। এতটুকু সময়ের মধ্যে শেরখাঁ এতগুলো কাজ ক'রে ফেলেছে! কি ব'ল্‌ছ বাইরাম?

বাইরাম। সম্রাট! গৌড়াধিপতি মামুদসা অতি কষ্টে পলায়ন ক'রে শেরখাঁর হস্ত হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছে।

হুমায়ূন। সামান্য পাঠানের এত স্পর্দ্ধা হ'য়েছে! রুমিখাঁ!

রুমিখাঁ। সম্রাট! (অভিবাদন)

হুমায়ূন। তুমি একজন প্রকৃত গোলন্দাজবীর। তোমারই রণ-পাণ্ডিত্য একদিন দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতকে স্তব্ধ ক'রে চিতোর দুর্গে প্রতিধ্বনিত হ'য়েছিল। তোমারই প্রতাপে গুর্জ্জর-ভূপতি বাহাদুরসা অসংখ্য লৌহ-কঠিন রাজপুতের রক্তে তাঁর প্রতিহিংসাবহ্নি নির্ব্বাপিত ক'রেছিলেন। রুমিখাঁ! তুমিই একদিন আগ্নেয়গিরির মত মুহুর্মুহুঃ অগ্ন্যুদ্গারে আমার বিশাল বাহিনীকে ভস্ম করেছিলে।

রুমিখাঁ। রুমিখাঁ যত বড়ই বীর হ'কনা, সাহানসার দোর্দ্দণ্ড প্রতা-পের কাছে তার শির নত হ'য়ে গেছে।

হুমায়ূন। বিশ্বাসঘাতক পাঠানকে শাস্তি দিতে হবে, চুনার দুর্গ হ'তে শেরখাঁর প্রতিপত্তি সর্ব্বাগ্রে লোপ ক'র্‌তে হবে! কিন্তু দুর্গ বড় দৃঢ়—গোলন্দাজবীর! চিন্তা কর, যে কোন উপায়ে দুর্গ অধিকার ক'রতে হবে।

রুমি। রুমিখাঁর গোলাগুলোও বড় স্থির—বড় দৃঢ়। কিন্তু সম্রাট! কৌশলে দুর্গ জয় যদি সহজসিদ্ধ হয়—তাহ'লে সাহানসার বোধ হয় আপত্তি হবেনা।

হুমায়ূন। বাইরাম! মন্দ কি!

বাইরাম। কৌশলে যদি জয়লাভ হয়, তবে উভয়তঃ মঙ্গল। প্রথমতঃ

উভয় পক্ষের প্রাণিহত্যার কম হয়; দ্বিতীয়তঃ শত্রুর সংঘর্ষে দুর্ব্বল হ'তে হয় না।

হুমায়ূন। কি কৌশল রুমিখাঁ!

রুমি। অনুমতি করুন, জাঁহাপনার সম্মুখে এ কৌশলের অবতারণা করি।

হুমায়ূন। গোলন্দাজবীর! চুনার দুর্গ জয়ের ভার তোমায় আমি অর্পণ ক'রলুম। যে কোন উপায় অবলম্বন কর। [রুমিখাঁর প্রস্থান। বাইরাম! তুমি আমার সেনাপতি নও—তুমি আমার বন্ধু—রুমিখাঁর উপর অতিরিক্ত বিশ্বাসস্থাপন ক'রে কিছু অন্যায় ক'রেছি কি?

বাইরাম। সম্রাট! রুমিখাঁ কিছু অহঙ্কারী, কিছু উদ্ধত, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সে যতদিন জাঁহাপনার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হবে—তত দিন প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম ক'রবে।

(রুমিখাঁর ক্রীতদাস আবদারকে লইয়া রুমিখাঁর বেত্র হস্তে প্রবেশ)

রুমি। আবদার! আমি তোমার কে?

আবদার। আপনি আমার প্রভু।

রুমি। সম্মুখে যে ভুবন-বিজয়ী সম্রাটকে দেখ্‌তে পাচ্ছ—উনি তোমার কে?

আবদার। আমার প্রভুর প্রভু। (অভিবাদন) ওঁর সেবায় আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

রুমি। তবে চক্ষু বুজে স্থির হ'য়ে দাঁড়াও (রুমিখাঁর বেত্রাঘাত)

হুমায়ূন। রুমিখাঁ! ক'রছ কি—উন্মাদ তুমি—ক্ষান্ত হও—এ কৌশল ত্যাগ কর—তোমার বীরত্বই যথেষ্ট হবে।

রুমি। সম্রাট! এ আঘাতগুলো গোলার আঘাত অপেক্ষা কোমল; নিরস্ত হলুম। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে! আবদার! তোমার বিবর্ণ মুখ দেখে সম্রাট কাতর। তাঁকে তোমার হাসিমুখ দেখিয়ে সান্ত্বনা দাও!

আবদার। (সহাস্যে) সম্রাট! গোলাম আজ বড় ভাগ্যবান—আপনি স্থির হ'ন।

হুমায়ূন। বাইরাম! একি!

রুমি। আবদার! এখনি চুনারে রওনা হবেত? দুর্গদ্বারে উপনীত হয়ে কি ক'রবে?

আবদার। চীৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে দুর্গরক্ষককে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে ব'ল্‌ব—রুমিখাঁ নামে একজন অত্যাচারী গোলন্দাজ মোগল সম্রাটের অধীনে কর্ম্ম করে। আমি তার সহকারী ছিলুম। সেই হিংসুক রুমিখাঁ আমার সুখ্যাতি শুনে বিনা কারণে বেত্রাঘাত ক'রে আমাকে দূর ক'রে দিয়েছে।

রুমি। বেশ তার পর?

আবদার। আমি অরক্ষিত দুর্গ সুরক্ষিত ক'র্‌তে জানি—গোলন্দাজ সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'র্‌তে পারি—যদি একটি কর্ম্ম পাই—দুর্গ সুরক্ষিত ক'রে দেব—গোলন্দাজদের শিক্ষা দেব—তাদের নেতা হ'য়ে মোগল সম্রাট আর রুমিখাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ ক'র্‌ব।

রুমি। মনে কর—সাদরে দুর্গে তুমি গৃহীত হ'লে।

আবদার। বেশ ক'রে অরক্ষিত স্থান গুলি দেখে নিয়ে, যত শীঘ্র পারি পলায়ন ক'র্‌ব—আর আমার প্রভুর তোপধ্বনি সহসা দুর্গের ভিতর প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার পলায়ন বার্ত্তা জ্ঞাপন ক'রে দেবে।

রুমি। চমৎকার! তবে এখনি যাত্রা কর—সম্রাটের আজ্ঞা।

হুমায়ূন। রুমিখাঁ তোমার কার্য্য তুমি কর, কিন্তু শপথ কর—কার্য্য শেষ হ'লে এই গোলামকে আমায় বিক্রয় ক'র্‌বে?

রুমি। রুমিখাঁ জাঁহাপনার গোলাম! বান্দার গোস্তাকি মাপ হয়, গোলাম লয়ে কি ক'র্‌বেন?

হুমায়ূন। [illegible]রে জা'ন্‌বে। [প্রস্থান।

রুমি। আবদার! যথার্থই তুমি ভাগ্যবান—যাও তোমার কার্য্য কর। [রুমিখাঁ ও আবদারের প্রস্থান।

বাইরাম। রুমিখাঁ যেমন বীর, তেমনি কৌশলী কিন্তু বড় অহঙ্কারী— বড় উদ্ধত—বড় অসভ্য। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গৌড়।

শেরখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ।

মুবারিজ। অন্ধকার! আহাহা! কি সুন্দর তুমি! আসমান থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসে তুনিয়ার বুকে জমাট হ'য়ে যাও—তোমার হাসিতে আমার মত নিষ্কলঙ্ক প্রতিভা গুলো এক সঙ্গে সব ফুটে উঠুক। আর বেরসিক খোদা! তুমি কিনা এই অতি শান্ত সুস্থ শুভক্ষণটাকে মোটে অর্দ্ধেক সময় দিয়ে তুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলে! আহাহা! এমন পৃথিবী—আর—

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। কেমন পৃথিবী মুবারিজ!

মুবারিজ। কে—চাঁদ! আহাহা তোমার মত গম্ভীর, তোমার মত অপ্রেমিক নয় চাঁদ—কিন্তু একখানা ফুটন্ত চাঁদের মত ফুটে থেকে স্ফূর্ত্তির জোছনা ঢেলে দিচ্ছে।

চাঁদ। তার চেয়ে বলনা, একটা প্রশস্ত জ্যোৎস্না মোড়া স্ফূর্ত্তির পথ প'ড়ে আছে আর পৃথিবীটা তোমাদের মত রসিক পুরুষের করস্পর্শে সুবর্ণ গোলকের মত সেই পথের উপর দিয়ে গড়া'তে গড়া'তে চ'লেছে।

মুবারিজ। আহাহা! চাঁদ তুমি কবি—না দেখে—না অনুভব ক'রেই বর্ণনা ক'রে ফেলেছ।

চাঁদ। মুবারিজ! ভেবে দেখদিথি কি ছিলে তুমি।

মুবারিজ। কেন? কিছু উলট পালট হয়েছে নাকি! না চাঁদ! আমি স্ফূর্ত্তিরাজ্যের নিরীহ প্রজা, আমার মৌরসীপাট্টা কেউ কেড়ে নিতে পা'র্‌বেনা।

চাঁদ। আমি কে'ড়ে নেব। তোমাকে এমন ক'রে ডুব্‌তে দেবনা। এই বিরাট সংসার-সমরাঙ্গনে বীর বেশে তোমাকে দাঁড়াতে হবে।

মুবারিজ। আহাহা! অনুরাগ! অনুরাগ! চাঁদ! প্রেমে পড়নিত? দোহাই তোমার—আজকার রজনীটা মাপ কর, আজ আর চাঁদ উঠ্‌বেনা চাঁদ! বড় জমকাল অন্ধকার, চাঁদের আলোয় মজে ভাল, কিন্তু বড় গা ছম্ ছম্ করে। (প্রস্থানোদ্যোগ কিন্তু ফিরিয়া) ডংগ ক'রনা চাঁদ! তুমি বীর বেশ গুছিয়ে রাখ, আমি ভোরে এসে প'রে ফে'ল্‌বো। [প্রস্থান।

চাঁদ। মুবারিজ! সত্যই আমি প্রেমে প'ড়েছি! মন্দ কি, তুমি শেরখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি শেরখাঁর কন্যা। কিন্তু তোমার এই পশুমূর্ত্তি কখনও স্পর্শ ক'রব না। মনের মত ক'রে তোমাকে গ'ড়ে নেব।

গীত।

ভাল যদি বাস কেহ মুখে ব'লো না।
নীরবে জানাও প্রেম কথা ক'য়ো না।
নীরব নয়নকোণে নীরব চাহনিটী।
মধুর অধরে ওগো নীরব সে হাসিটী।
আঁখিতে নীরব ভাষা, নীরব নবীন আশা।
হৃদয় দুয়ারে শুধু যাবে গো জানা॥
নীরবে জানায়ো ওগো নীরব প্রাণের ব্যথা।
নীরবে গাহিতে সুখে মিলন বিরহ গাথা॥
নীরবে যেন গো হয়, প্রাণে প্রাণে বিনিময়।
নীরবে রাখিও মনে যেন ভুলো না॥

(শেরখাঁর প্রবেশ)

শের। বিষণ্ণ মনে কি ভা'বৃছ মা?

চাঁদ। একটা বিদ্রোহের কথা বাবা!

শের। বিদ্রোহ! আবার কোথা বিদ্রোহ মা!

চাঁদ। তোমার অন্তঃপুরে বাবা! তোমার বংশমর্য্যাদার শিরে পদাঘাত ক'রেছে।

শের। কি ব'ল্‌ছ কিছু বুঝতে পা'র্‌ছি না যে মা!

চাঁদ। বাবা! যুদ্ধ কর, জয় কর, সম্রাট হও—কিন্তু অবহেলায় তোমার যা আছে তা নষ্ট হ'তে দিও না—মুবারিজকে জাহান্নমের পথে নেমে যেতে দিও না—তাকে শাসন কর।

শের। ঠিক ব'লেছ, দেখেও দেখিনি, অবসর পাইনি, ভুল ক'রেছি।

চাঁদ। বল বাবা! আজ হ'তে তাকে শাসন ক'র্‌বে—তাকে মানুষ ক'রে দেবে।

শের। চেষ্টা ক'র্‌ব—কৃতকার্য্য হব কি না, তা জানি না।

চাঁদ। তোমার মুখে এমন কথা কেন বাবা?

শের। একটা রাজাজয়ের চেয়ে একটা চরিত্র জয় যে শক্ত মা!

চাঁদ। তা হ'ক—তবু তুমি বল চেষ্টা ক'র্‌বে—তাকে ভাল কথা ব'লে বুঝাবে—না শুনে, ভয় দেখাবে—তাতেও যদি না হয়—উৎপীড়নে তাকে ব্যতিব্যস্ত ক'র্‌বে।

শের। প্রতিশ্রুত হলুম মা!

চাঁদ। বুঝতে পা'র্‌ছনা বাবা! মুবারিজকে যদি মানুষ ক'র্‌তে পার, তাহ'লে সে যে তোমার মস্ত বড় একটা সহায় হবে।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। সে যদি সহায় না হয়, কিছু ক্ষতি হবে না শের! কিন্তু বৃথা যুক্তি তর্কে অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে, যদি তুমি তোমার কর্ম্মের অবহেলা কর,—তাহ'লে জগতের ক্ষতি হবে।

শের। আজ্ঞা করুন প্রভু!

ফকির। তবে শুন শের! বিংশ সহস্র সৈন্য নিয়ে হুমায়ুন স্বয়ং

তোমার চুনার অধিকারে অগ্রসর হ'য়েছে। পঞ্চাশ সহস্র মোগল সৈন্য তোমাকে বাংলা হ'তে বিতাড়িত ক'র্‌তে ছুটে আস্‌ছে।

শের। উপায় প্রভু! মোটে বিশ সহস্র সৈন্য যে আমার সহায়!

ফকির। এ অরক্ষিত স্থানে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তুমি জয়ী হ'তে ত পা'র্‌বে না। পরিবারবর্গ নিয়ে বিপদে প'ড়্‌বে। এক কাজ কর—তোমার পরিবারবর্গের ভার আমায় দাও—আর তুমি এই মুহূর্ত্তে কোথায় নিরাপদ স্থান আছে, অনুসন্ধান কর—জঙ্গল হয়, পাহাড় হয়—কিছু ক্ষতি হবে না। আর জালালকে এই বিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে পঞ্চাশ হাজার মোগলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'তে বল। সে যেন সম্মুখ যুদ্ধ একবারে না দেয়—পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে, শুধু অতর্কিতভাবে আক্রমণ ক'র্‌বে আর শত্রুহস্তে বিপর্য্যস্ত হবার পূর্ব্বেই পলায়ন ক'র্‌বে। যতদিন তোমার পরিবারবর্গকে নিরাপদ স্থানে না রা'খ্‌তে পার, ততদিন আর কিছু ক'র্‌তে ব'ল্‌বো না। এমনি ক'রে শুধু হুমায়ুনকে বাধা দিতে হবে। ভীত হ'য়োনা শের! চুনার যদি তোমার হস্তচ্যুত হয়—হোক—এই বিশ সহস্র সৈন্য যদি ধ্বংস হ'য়ে যায়—যা'ক—তথাপি ভীত হ'য়োনা—নূতন ক'রে সৈন্য সৃষ্টি ক'রে আবার অগ্রসর হ'তে হবে—এস—চ'লে এস— [প্রস্থান।

শের। খোদা আমার সহায়—কিসের ভয়। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চুনার দুর্গ।

শেরখাঁর পুত্র আদিল ও সৈনিক গাজিখাঁ শূর।

আদিল। গাজিখাঁ! এরা যে মোগল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গাজি। মোগল ভিন্ন এত ফৌজ কার?

আদিল। কত ফৌজ—আন্দাজ ?

গাজি। বিস্তর—বিশ হাজারের কম হবেনা। তাঁবুই প'ড়েছে হাজার থানেক।

আদিল। এত নিকটে ! আচ্ছা—গতিবিধি কি রকম দেখ্‌লে ?

গাজি। স্থির—যেন কান পেতে কার অপেক্ষা ক'র্‌চে।

আদিল। গাজিখাঁ ! আবদারকে সেলাম দাও [গাজিখাঁর প্রস্থান। মোগলের লক্ষ্য এই চুনার দুর্গ। পিতা বাঙ্গালায়—আমার উপর এই দুর্গের ভার—মোগলের প্রভুত শক্তি—এক ভরসা আবদার।

(নেপথ্যে—দুষ্‌মন—দুষ্‌মন—আবদার পালিয়েছে)

(দ্রুতবেগে গাজিখাঁর প্রবেশ)

আদিল। আবদার পালিয়েছে ! গাজিখাঁ ! ব'ল্‌ছ কি—আবদার পালিয়েছে—বেইমান পালিয়েছে !

গাজি। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি—কোথাও নেই—শোবার ঘরে ঢুকে দেখ্‌লুম—এই চিরকুটটা প'ড়ে রয়েছে—দেখুন ত এটা কি !

আদিল। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি।

(পত্রগ্রহণ ও পাঠ)

"আমি দুষ্‌মন তবু নিমক খেয়েছি—অনেক আদর যত্ন পেয়েছি, সাবধান—আমরা গঙ্গার দিকে আক্রমণ ক'র্‌ব।" বেইমান, বেইমান ! গাজিখাঁ ! সমস্ত অন্ধি সন্ধি জেনে গিয়েছে—সর্ব্বনাশ ক'রেছে। খোদা ! সরল বিশ্বাসের এই পরিণাম ! গাজিখাঁ ! আমার আত্মহত্যা ক'র্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে। কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লুম—কি সর্ব্বনাশ—

গাজি। আমার বোধ হয় বেইমান আমাদের নূতন ক'রে ঠকাতে এই চিরকুট রেখে গেছে।

আদিল। ঠিক ব'লেছ—চতুর্দ্দিকে ফৌজ মতায়েন রাখ—বরং গঙ্গার দিকে অল্প রাখ, এ নূতন কারসাজি—মানুষকে আর বিশ্বাস

ক'র্‌ব না। যাও—সকলকে ব'লে দাও—তারা এখন আহার নিদ্রার সময় পাবেনা। [গাজিখাঁর প্রস্থান।

হায় হায়—কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লুম—কেন বিশ্বাস ক'র্‌লুম! সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝ'রে শুকিয়ে জমাট হ'য়ে গেছে—সেই ভীষণ চীৎকার—ভীষণ যন্ত্রণা—অবিশ্বাস ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না। উঃ কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র! (নেপথ্যে তোপধ্বনি) ইয়া আল্লা! একেবারে ডুবিয়ে দিলে!

(বেগে গাজিখাঁর প্রবেশ)

গাজি। দুষমন গঙ্গার দিক হ'তে আক্রমণ ক'রেছে, কিন্তু উপায় নাই—বারুদ ফুরিয়ে গেছে।

আদিল। কামান দাগ—সমস্ত কামান এক সঙ্গে দাগ।

গাজি। বারুদ ফুরিয়ে গেছে—কামান দাগ্‌ব কি দিয়ে?

আদিল। স্তূপাকার বারুদ ফুরিয়ে গেছে!

গাজি। দুষমন বারুদ ঘরের চাবি নিয়ে পালিয়েছে।

আদিল। দ্বার ভেঙ্গে ফেল।

গাজি। লৌহ কবাট ভেঙ্গে ফেলা অসম্ভব।

আদিল। কামান একটাও নাই? থাকে যদি কামান দিয়ে দরজা উড়িয়ে দাও। গাজিখাঁ! তোপ দেগে সমস্ত বারুদ জ্বালিয়ে দাও—শত্রু না দখল করে। [আদিলের প্রস্থান।

(রুমিখাঁ ও বাইরাম প্রভৃতির প্রবেশ)

গাজি। সেলাম, সেলাম, ঐ শেরখাঁর পুত্র পালাচ্ছে। দোহাই মা'র্‌বেন না, বন্দী করুন। [বাইরামের প্রস্থান।

রুমি। (নেপথ্যে বাইরামকে লক্ষ্য করিয়া) সেনাপতি! শেরখাঁর পুত্রকে হত্যা ক'রনা বন্দী কর।

(হুমায়ুন ও আবদারের প্রবেশ)

হুমা। এই নাও সহস্র আসরফি—দাও, ভিক্ষা দাও।

রুমি। (গ্রহণ করিয়া) জনাব! আজ হ'তে আবদার আপনার।

হুমা। না রুমিখাঁ! আবদার আমারও নয়, তোমারও নয়—আবদার মুক্ত। যাও আবদার! যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।

আবদার। জাঁহাপনা দয়ার সাগর, কিন্তু গোলামী না ক'র্‌তে পেলে ম'রে যাবো যে জনাব! না জনাব! স্বাধীনতা আমার কিছুতেই সহ হবে না—গোলামী চাই—আজ হ'তে আমি সাহান্‌সার গোলাম।

গাজি। জনাব! জনাব! আমার—দশা—

হুমা। তুমি কি ক'রেছ?

আবদার। সম্রাট! আমি অন্ধি সন্ধি জেনে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু এই গাজিখাঁ সাহায্য না ক'র্‌লে বিনা যুদ্ধে এতটা হ'ত না।

গাজি। জনাব! জনাব!

হুমা। ওঃ তাহ'লে বিশ্বাসঘাতক—তোমার পুরস্কার—

গাজি। জনাব! জনাব! (কাঁপিতে লাগিল)

হুমা। না, কিছু ভয় নাই—সে পুরস্কার খোদা দেবেন। আমি তোমায় পুরস্কার দেব—আজ হ'তে তুমি এই দুর্গের সহকারী অধ্যক্ষ।

[প্রস্থান ও পশ্চাতে আবদারের প্রস্থান

রুমি। সৈন্যগণ! বন্দী গোলন্দাজদের সকলের হাত কেটে দাও।

(বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। রুমিখাঁ! তুমি সম্রাট হুমায়ুন নও।

রুমি। স্বীকার ক'র্‌ছি বাইরাম। তুমি না থাক্‌লে আজ রুমিখাঁর বীরত্ব গঙ্গার গর্ভে বিলীন হ'য়ে যে'ত—তথাপি ব'ল্‌ছি উদ্ধত হ'য়ো না—তোমার সৈন্য না পারে—আমায় সৈন্য পা'র্‌বে। রুমিখাঁ বেঁচে থা'ক্‌তে নূতন গোলন্দাজ কেউ সৃষ্টি ক'র্‌তে পা'র্‌বে না। [প্রস্থান।

বাইরাম। স্বার্থে আঘাত লেগেছে! আচ্ছা আরও দিনকতক তোমার উপদ্রব নীরবে সহ ক'র্‌ব। [প্রস্থান।

গাজি। আমিই বারুদ ঘরের চাবি লুকিয়ে রা'খ্‌লুম—চিরকুট রেখে এতটা কারসাজি ক'র্‌লুম—কৌশল ক'রে গঙ্গার ধার থেকে সমস্ত ফৌজ সরিয়ে দিলুম—আমাকেই ফাঁকি! এই আমায় রাজারুজি ক'রে দেওয়া হ'ল! সহকারী দুর্গাধ্যক্ষ! আচ্ছা সহকারীটা ছেঁটে ফে'ল্‌তে কতক্ষণ—ডুব দিয়েছি যখন মাটী তুল্‌তেই হবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ঝাড়খণ্ড জঙ্গল।

(শেরখাঁ জঙ্গলের সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন)

শের। (কিছুক্ষণ জঙ্গলের দিকে তাকাইয়া) এই বন ঠিক আমার মত। দুনিয়ার সভ্যতাকে তুচ্ছ ক'রে, মানুষের প্রতাপকে উপহাস ক'রে—হিংস্রজন্তু বুকে ক'রে স্বাধীন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমারও তাই। আহার নাই—নিদ্রা নাই—নিতান্ত যে দিন জুটল অশ্বপৃষ্ঠেই সমাধা ক'র্‌তে হ'ল। নিদ্রার বেগ যেদিন সহ্য ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না, অজ্ঞাতে অশ্বপৃষ্ঠে শয়ন ক'রে স্বপ্ন দেখ্‌তে হ'ত। এই সুন্দর স্থান, এই জঙ্গলে আশ্রয় নোবো। অশ্বপৃষ্ঠে প্রবেশ করা অসম্ভব—অশ্ব ছেড়ে দেব! না—যদি পথ হারাই—হিংস্রজন্তু যদি—না অশ্বপৃষ্ঠে জঙ্গল পরিষ্কার ক'র্‌তে ক'র্‌তে অগ্রসর হব। অশ্ব শেরখাঁর জীবন—অশ্ব কোথায় রাখ্‌ব!

(সহসা রহিমের প্রবেশ)

রহিম। অশ্বরক্ষক উপস্থিত দুর্গাধিপ!

শের। একি! রহিম তুমি এখানে!

রহিম। আজ সেই সময় উপস্থিত হ'য়েছে। শত্রুহস্তে পরাজিত হ'য়ে আজ আপনি দুর্গম জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'য়েছেন। হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত আজ শীতল হ'য়ে গেছে—প্রশস্ত বক্ষ আজ দারুণ শঙ্কায়

সঙ্কুচিত হ'য়ে গেছে—ললাটের উজ্জ্বলতা আজ আঁধার নৈরাশ্যে ম্লান হ'য়ে গেছে। দুর্গাধিপ! আজ এসেছি সেই সঙ্গীত শুনাতে—মেঘমন্দ্রের মত যার ভাষা গম্ভীর হুঙ্কারে গ'র্জ্জে উঠবে—নিশীথ রাত্রে তুর্য্যধ্বনির মত যার মূর্চ্ছনা বীরের নিদ্রা ভেঙ্গে দেবে।

শের। রহিম! তুমি কে?

রহিম। আমি অশ্বরক্ষক—দিন অশ্ব, আমি যত্নে রেখে দিই।

(অশ্ব লইয়া চলিয়া গেল—শেরখাঁ বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন)।

(রহিমের পুনঃপ্রবেশ ও নেপথ্যে উদ্দেশ করিয়া)

রহিম। গাও বীরগণ! তোমাদের গম্ভীর কণ্ঠে এই নিস্তব্ধ জঙ্গল প্রতিধ্বনিত ক'রে সেই গান গাও।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

আবার পেয়েছি ফিরে
গলিত মূর্ত্তি, দলিত কান্তি, আবার তুলিব শিরে
আবার গাহিব গান
ফিরিয়া যাইব মায়ের কুটীরে ভেঙ্গে দেবো অভিমান,
মায়ের দাঁড়াব ঘিরে
কাঁদাবো মায়েরে, হাসাব মায়েরে, ভাসিয়া নয়ননীরে।

শের। ভস্মের আবরণ উন্মোচন কর! স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকটিত হ'ক

রহিম। পাঠানবীর! আমি শত্রু—একদিন শরণাপন্নকে বিনাদোষে আশ্রয়চ্যুত ক'রেছিলেন, আজ তার প্রতিশোধ নেবো। দুর্গাধিপ। আজ আপনি আমার বন্দী।

(বংশীতে ফুৎকার ও দ্বাদশ বীরের প্রবেশ)

শের। রহিম! এ আবার কি!

রহিম। এই দুর্ভেদ্য জঙ্গল আমাদের দুর্গ—এই দ্বাদশ অনুচর এই দুর্গের রক্ষী। (অনুচরদের প্রতি) বন্দী কর।

শের। সাধ্য কি! শেরখাঁর হস্তে তরবারি থা'কৃতে সে কারও বন্দিত্ব স্বীকার করে না। (অসি নিষ্কাষণ)

রহিম। উত্তম, যুদ্ধকর, হত্যা ক'রনা, বন্দী ক'রে নিয়ে এস। [প্রস্থান।

শের। শেরখাঁ জীবিত থাকৃতে না—এস—আক্রমণ কর, শঙ্কা হয়, পথ ছেড়ে দাও—না দাও, নিরীহ প্রাণী হত্যা ক'র্‌তেও শেরখাঁ কুণ্ঠিত হ'বেনা। এস (আক্রমণ উদ্যোগ ও নিজবেশে রহিমের পুনঃ প্রবেশ)

সোফিয়া। পাঠান সর্দ্দার! ক্ষান্ত হও।

শের। তুমি আবার কে মা ?

সোফিয়া। নারী, না, না, দলিতা ফণিনী—শেরখাঁ! বীর তুমি, সহস্র বীরের প্রাণবধ ক'র্‌তে পার, কিন্তু প্রতিহিংসা-পরায়ণা রমণীর রোষ সহ্য ক'র্‌তে সাহস কর ?

শের। সহ্য করা দূরে থা'ক, আমি তাকে খোদার রোষাগ্নি ব'লে মনে করি। এই আমি অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌লুম—শেরখাঁর সর্ব্বস্ব গেছে—আজ তার দেহের স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত যা'ক।

সোফিয়া। পাঠান সর্দ্দার! এই জঙ্গল তোমার—এই সব অনুচর, যাদের বিক্রমে বাবরসার দৃঢ়সঙ্কল্পও একদিন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল, এও তোমার; কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর—জীবনের ব্রত কখনও ভুল্‌বে না।

শের। জীবনের ব্রত বুঝি নিষ্ফল হয় মা! আমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছি। দুর্ব্বৃত্ত মোগলসম্রাট বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমার চুনার ধ্বংস ক'রেছে। নিষ্ঠুর হুমায়ূন আমার, পাঁচশত সুশিক্ষিত গোলন্দাজের হাত কেটে দিয়ে জন্মের মত অকর্ম্মণ্য ক'রে দিয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র কারাগারে—মধ্যম বাঙ্গলার পথে হুমায়ূনকে আটক ক'রে বিপদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। পরিবারবর্গ আশ্রয়াভাবে পথে ব'সে আছে। আর আমি—আশ্রয় অন্বেষণে—নিঃসহায় ঘুরে বেড়া'চ্ছি। মা! মা! জীবনের ব্রত বুঝি নিষ্ফল হয়।

সোফিয়া। পাঠানবীর! কোমল হ'য়োনা। পিতৃ-সম্বোধন শুন্‌তে পৃথিবীতে এস নাই—জীবনের ব্রত নিষ্ফল হ'তে দিওনা। নূতন ক'রে সৈন্য সৃষ্টি কর—পুত্র কন্যা ভুলে যাও। পাঠান তুমি—প্রতিজ্ঞা কর, দেহে যতক্ষণ একবিন্দু শোণিত থা'কবে, ততক্ষণ মোগলের পশ্চাতে ফির্‌বে।

শের। মা! মা! শপথ ক'র্‌ছি।

সোফিয়া। আর একটী কথা—তোমার অশ্বরক্ষককে পূর্ব্ব পদে নিয়োজিত কর।

শের। মা—তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য—রহিম তোমার কে মা?

সোফিয়া। তবে চল শের! তুমি শত্রুর বিরুদ্ধে ঘোড়া ছুটিয়ে দাও—আমি তোমার পেছু পেছু ছুটি—তুমি শত্রু ধ্বংস ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম কর—আমি অশ্বের বল্গা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকি।

শের। কে মা তুমি?

সোফিয়া। আমিই তোমার সেই অশ্বরক্ষক—আমিই তোমার রহিম।

শের। একি প্রহেলিকা! খোদা! মা! মা! অপরাধ মার্জ্জনা কর—ধারণা ছিল—এ পৃথিবীতে, শুধু আমিই হুমায়ূনের শত্রু—বল মা! সন্তানকে বল—মোগলের উপর তোমার এ বিদ্বেষ কেন?

সোফিয়া। কেন? আকাশকে জিজ্ঞাসা কর—বজ্রনিস্বনে সে উত্তর দেবে। বাতাসকে জিজ্ঞাসা কর—প্রলয়-ঝটিকায় সে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌বে। পৃথিবীর কাছে উত্তর চাও—ভূমিকম্পে ন'ড়ে উঠে সমস্ত সৃষ্টি তার বুকের উপর থেকে ফেলে দিতে চাইবে। পাঠান বীর! আমার অনুসরণ কর—রোটাস দুর্গে তোমার সুন্দর বাসস্থান নির্দ্দেশ ক'রে দেব এস। (প্রস্থানোদ্যোগ)

শের। না মা! আগে উত্তর দাও।

সোফিয়া। তবে শুন শের! হুমায়ুন—হুমায়ুন আমার—উঃ—চোখ ফেটে জল বেরুতে চাইছে।

শের। তবে কাজ নাই—যথেষ্ট হ'য়েছে।

সোফিয়া। না, ব'ল্‌ব—হৃদয় দৃঢ় ক'রেছি—সেই অতীতের ঘটনা স্মরণ ক'রে আজ অট্টহাস্য ক'র্‌ব। যেদিন চক্ষের সমক্ষে জগতের সমস্ত আলোক নিবে গেল—খোদার মধুর সৃষ্টি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মলিন হ'য়ে গেল—সেই অভিশপ্ত দিনের কথা শুনাব। শের! প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাম্রাজ্য শাসনে তোমার শত্রু হুমায়ুন; কিন্তু আমার কে জান? আমার স্বজনহন্তার পুত্র হুমায়ূন—আমার পিতৃহন্তার পুত্র হুমায়ূন। শের! এখনও দেখ্‌তে পাচ্ছি—বিস্তীর্ণ পাণিপথক্ষেত্রে আমার পিতার ছিন্নমুণ্ড প'ড়ে আছে—এখনও দেখ্‌তে পাচ্ছি—দিল্লীর পাঠান সম্রাটের রাজমুকুট পাঠানের রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এখনও শুন্‌তে পাচ্ছি—পাঠান সম্রাট ইব্রাহিমলোডী—জনক আমার ছিন্ন মস্তকে গগনভেদী চীৎকার ক'রে ব'ল্‌ছেন—"পাঠান! একত্রিত হও মোগলকে ধ্বংস কর—মোগলকে ধ্বংস কর"।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[হুমায়ূনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিণ্ডাল হুমায়ূনের দরবার গৃহে বিলাসে মগ্ন—নৃত্যগীত চলিতেছে।]

নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত।

আয় আয় ভেসে যাই প্রেম-তরঙ্গে।
প্রণয় সাগর তীরে ভাবি মিছে বসিয়া।
যা হবার হবে আর, যাই সবে ভাসিয়া
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণে প্রাণে মিশিয়া
প্রেমের তরণীখানি, বাহি নানা রঙ্গে।
দূরে ফেলে, অবহেলে লাজভয় অভিমান—
হৃদয়ে হৃদয়ে তুলি প্রণয়ের সুখতান—
প্রণয় সুধার ধারা, পানে হ'য়ে মাতোয়ারা—
আবেশে অবশ হয়ে ভাসি এক সঙ্গে।

নর্ত্তকীগণ। সেলাম-সাজাদা! [সকলের প্রস্থান।

হিণ্ডাল। সাজাদা! সাজাদা! চিরকালই কি সাজাদা থা'কতে হবে? কেন? সিংহাসনে কারও নাম লেখা আছে! কই তা ত নাই! যে উপযুক্ত হবে, যার বাহুতে শক্তি থা'কবে, সেই সিংহাসনে ব'সবে। এই ত সৃষ্টির নিয়ম—এই ত খোদার অভিপ্রায়। তবে কেন পৃথিবীর এ অত্যাচার—এ উন্মত্ততা!

(আবদারের প্রবেশ)

আবদার। পৃথিবীটা যে ঘুর্‌ছে, মাথা কি আর ঠিক থাকে।

হিঙ্গাল। কে—আবদার!

আবদার। আবদার বাপ মার কাছে আবদার—সাজাদার কাছে সাজাদার লেজ ছাড়া আর কিছু নয়।

হিঙ্গাল। তবে কি তুমি আমাকে জানোয়ার ব'ল্‌তে চাও?

আবদার। সে দুঃসাহস কি ক'র্‌তে পারি সাজাদা! প্রকৃতির জটিল রহস্যের কথা ছেড়ে দিন—যে অতি অজ্ঞান, সেও দেখ্‌তে পাবে—আকৃতিতে আপনাতে আর জানোয়ারেতে রীতিমত দুপায়ের তফাৎ।

হিঙ্গাল। তাহ'লে কি ক'রে, তুমি আমার লেজ হ'লে?

আবদার। সরলার্থ কি জানেন সাজাদা! খোদার মর্জিতে যদি মানুষের লেজ গজা'ত—কিংবা সেই লেজওলা সৃষ্টিটাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে ভেবে নেবার শক্তি খোদা যদি মানুষকে দিতেন—তাহ'লে সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু হ'তেন আপনি—আর আমি হ'তুম এই লেজ।

হিঙ্গাল। জানোয়ারকেই তাহ'লে তুমি শ্রেষ্ঠ ব'ল্‌তে চাও আবদার!

আবদার। না ব'লে খোদার কাছে অপরাধী হই কেন। আপনিই কেন দেখুন না—এই প্রথমে আকৃতিটাই ধরুন। একটা লেজ ত বেশী আছেই—তার উপর কারও দুট শিং, কারও বড় বড় দাঁত। শক্তির কথা ধরুন—মানুষ যখন কোন রকমে একটা জানোয়ারকে পরাস্ত ক'র্‌তে পারে, তখনি তার শক্তির কথা নিয়ে হৈ চৈ প'ড়ে যায়। জানোয়ার মানুষের চেয়ে দৌড়য় বেশী, লাফ দেয় বেশী, ভার বয় বেশী, সাঁতার দেয় বেশী। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য, এ সকল বিষয়ে মানুষ জানোয়ারকে পরাস্ত ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রছে বটে, কিন্তু পে'রে উঠছে না। মানুষের চেয়ে পণ্ডিত বেশী জানোয়ার, কারণ তারা রীতিমত একটা জটিল ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়।

হিঙ্গাল। সব স্বীকার ক'র্‌ছি—কিন্তু জানোয়ারের হিতাহিত জ্ঞান কোথায় আবদার ?

আবদার। তা সাজাদা ! জানোয়ারেও ত মানুষের মত বুড়ো বাপ মার সঙ্গে লড়াই ক'রে—ভাইকে তাড়িয়ে দেয়, পেটের ছেলেকে খেয়ে ফেলে।

হিঙ্গাল। তা'হলে তোমার মত দার্শনিকের মতে আমি হ'চ্ছি জানোয়ার—কিন্তু প্রমাণ কর যে তুমি আমার লেজ।

আবদার। কেন সাজাদা ! আপনার ঠিক পেছুনটিতে ত আছি।

হিঙ্গাল। আমার পেছুনে ঢের লোক ঘুরে বেড়ায়।

আবদার। ঘুরে বটে—কিন্তু সাজাদা ভয়ের কথা মুখে আন্‌তে পারি না—আপনি যখন সাহস না পান, তখন যে আমি একেবারে কুণ্ডলি পাকিয়ে যাই। হাকিম যদি আপনার নাড়ী দেখে, তাহ'লে আমার শরীরের উত্তাপ কত বেশ ব'ল্‌তে পারে।

হিঙ্গাল। আবদার ! তুমি আমার হিতৈষী।

আবদার। কথাবার্ত্তায় টের পা'চ্ছেন না সাজাদা ! কথাবার্ত্তায় টের পাচ্ছেন না !

হিঙ্গাল। তবে জেনে রাখ আবদার ! আজ হ'তে এ সিংহাসন আমার—অযোগ্য হুমায়ূনের নয়।

আবদার। অযোগ্য না হ'লে সিংহাসন খালি ফেলে রেখে লড়াই ক'র্‌তে ছুটে ! কিন্তু একটা অনুরোধ সাজাদা ! সিংহাসন খানা উল্‌টে নিয়ে ব'স্‌বেন।

হিঙ্গাল। রহস্য কোরোনা আবদার ! চিন্তা ক'র্‌তে দাও।

আবদার। রহস্য নয় সাজাদা ! প্রথমতঃ অযোগ্য লোকগুলো সোজা দিক্‌টায় ব'সেছিল—দ্বিতীয়তঃ গোলামের একটু দরাজ জায়গা চাইত। সাজাদা যখন বিনাকারণেই হঠাৎ গরম হ'য়ে উঠ্‌বেন—আমি

অমনি দরাজ হ'য়ে ফুলে উঠে আপ্‌সাতে থা'ক্‌ব। শুধুই যে কুণ্ডলি পাকা'তে হবে, এমন কথা নাইত সাজাদা!

হিঙাল। দেহে শক্তি থাক্‌'তে চক্ষুলজ্জার খাতিরে পরম শত্রু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে সিংহাসন ছে'ড়ে দেব!

আবদার। তা কি দেয়! খুড়তুতো মাস্‌তুতো হ'লেও বা কথা ছিল—একে আপনার পিতার পুত্র, তাতে আবার বৈমাত্রেয় ভাই।

হিঙাল। যাও আবদার! ঘোষণা কর,—এ রাজ্য আজ হ'তে আমার।

আবদার। আজ্ঞে এই চ'ল্‌লুম। [প্রস্থান।

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। আমিও তাহ'লে আজ হ'তে তোমার হিঙাল!

হিঙাল। একি! তুমি কি ক'রে এখানে এলে রূপসী?

সোফিয়া। সেকি হিঙাল! ভুলে গেলে! এই যে তোমার সাঙ্কেতিক চিহ্ন—তুমি যখন বাদশার প্রতিনিধি হ'য়ে রাজধানীতে র'য়েছ তখন এ হুকুম কে অমান্য ক'র্‌বে! তুমি এই সেদিন লাহোরে আমাকে ব'ল্‌লে যে তুমি যদি বাদসা হও, তাহ'লে আমি হব তোমার প্রধানা বেগম—এত শীঘ্র সে কথা ভুল্‌লে চ'ল্‌বে কেন!

হিঙাল। না না ভুলিনি—তুমি এসেছ বেশ ক'রেছ।

সোফিয়া। এসেছি একটা মস্ত বড় কথা তোমাকে ব'ল্‌তে—দেখ সিংহাসন যদি নিতে চাও, তবে এই মুহূর্ত্তে ঐ বৃদ্ধ বহলুলকে হত্যা কর; তা না হ'লে কোন কার্য্য সিদ্ধ হবে না।

হিঙাল। সেকি ব'ল্‌ছ—বৃদ্ধ যে আমাদের কোলেপিটে ক'রে মানুষ ক'রেছে।

সোফিয়া। তাহ'লেই তুমি বাদশা হ'য়েছ—না—তোমার পেছু এতদিন বৃথা ঘুরিছি।

হিণ্ডাল। রাগ ক'রনা প্রিয়তমে! একটা অপরাধও ত পেতে হবে।

সোফিয়া। বিনা অপরাধে হত্যা ক'র্‌তে হবে। আর যদি অপরাধ তুমি চাও—একটু অনুসন্ধান কোরো—পাবে—তার পর দিল্লী আক্রমণ—এখন আমি চল্‌লুম—আবার দেখা হবে— [প্রস্থান।

হিণ্ডাল। তা ঠিক ব'লেছে—অপরাধ যদি খোঁজা যায়—নিরপরাধীরও অপরাধ একটু অনুসন্ধানে পাওয়া যায়—ঠিক ব'লেছে।

(আবদারের প্রবেশ)

আবদার। ঘোষণা ক'রে এলুম জনাব!

হিণ্ডাল। কোথায় ঘোষণা ক'র্‌লে?

আবদার। আজ্ঞে রান্নাঘরে যে যেখানে ছিল—এই ভাঁড়ার ঘরে—

হিণ্ডাল। আবদার! সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে দুন্দুভিধ্বনিতে ঘোষণা কর—মোগল সম্রাজ্ঞী দিলদার বেগমের পুত্র হিণ্ডাল থা'ক্‌তে ভিখারিণীর পুত্র অকর্ম্মণ্য হুমায়ূন এ সিংহাসনের কেউ নয়। যে প্রশ্ন ক'র্‌বে, আমি তার শিরশ্ছেদ ক'র্‌ব।

(সেথ বহলুলের প্রবেশ)

বহলুল। রাজ্যে কে তাহ'লে থাক্‌বে সাজাদা?

হিণ্ডাল। তুমি থা'ক্‌লেই যথেষ্ট হবে। সেখজী! সহায় হও—পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থা'ক্‌বে।

বহলুল। মোগল সম্রাটের জয় হ'ক—সেখজীর পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণই আছে।

হিণ্ডাল। মোগলের উন্নতি অবনতি তোমার অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'র্‌বে—আমার সহায় হও—

বহলুল। মোগলের গোলাম আমি—

হিণ্ডাল। নূতন ক'রে রাজ্য গ'ড়ে দোব—তুমি তার স্বাধীন অধিপতি হবে। সহায় হও—

আবদার। হ'ন সেখজী! সহায় হ'ন। আপনি মন্ত্রী—আমি সেনাপতি—

বহলুল। তার আগে যেন চিরজনমের মত স্বাধীনতা লাভ হয়—

হিঙ্গাল। তবে তাই হ'ক—সিংহাসনের একমাত্র অন্তরায় দূর হ'ক (ছোরা বাহির করিয়া আঘাত)

বহলুল। উঃ (পতন) খোদা! খোদা! (পুনঃ আঘাতের চেষ্টা)

আবদার। একেবারে মা'র্‌বেন না—দ'গ্ধে মারুন।

[ছোরা কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান।

বহলুল। সাজাদা! বড় প্রবল অন্তরায় একজন আছেন—আশীর্ব্বাদ যাঁর মুক্ত আকাশের মত উদার প্রসারে ছড়িয়ে আছে—অভিসম্পাত যাঁর ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝার মত অধার্ম্মিককে ধ্বংস ক'রে দেয়। উঃ সাজাদা! কোলে পিঠে ক'রে তোমাদের মানুষ ক'রেছি—এই তার প্রতিদান!

হিঙ্গাল। কুক্কুর—কুক্কুর—এখনও স্পর্দ্ধা! (পদাঘাত)

বহলুল। আর না—আর না—কে আছ হুমায়ূনকে রক্ষা কর।

হিঙ্গাল। চীৎকার করিস্ না কুক্কুর! (পদাঘাত)

বহলুল। উঃ উঃ—খোদা—(মৃত্যু)

(বেগে হিঙ্গাল-জননী দিল্‌দার বেগম, আবদার ও দুইজন খোজা প্রহরীর প্রবেশ)

দিল্‌দার। হিঙ্গাল! তোর মস্তকে এখনও বজ্রাঘাত হ'য়নি। ক'রেছিস্ কি? সেখজী! সেখজী! হায় হায় ফুরিয়ে গেছে! (খোজারদের প্রতি) যাও—তোমরা এই মৃতদেহ আমার পালঙ্কে রক্ষা করগে। আমি এ পবিত্র দেহ পুষ্পে সজ্জিত ক'রে মোগলের সম্মুখে ধ'র্‌ব—দুন্দুভিধ্বনিতে তা'দের ব'লে দেব—এই মহাত্মা মোগলের সিংহাসন রক্ষা ক'র্‌তে রাক্ষস হিঙ্গালের হস্তে প্রাণ দিয়েছেন। যাও—(তথাকরণ)

হিণ্ডাল। জননী! এই বিশ্বাসঘাতক শেরখাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রেছিল।

দিল্‌দার। হিণ্ডাল! মার সম্মুখে মিথ্যা বলিস্ না, জিহ্বা খ'সে যাবে। যৌবনে তোদের জনকের মত উপদেশ দিয়েছে—সেই নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ সেখজীকে যখন তুই হত্যা ক'রেছিস্, তখন তুই আমাকেও হত্যা ক'র্‌তে পারিস্।

হিণ্ডাল। জননী, আজ হ'তে তুমি সম্রাট্-জননী।

দিল্‌দার। হুমায়ুন সুখে থা'ক—তোর অনুকম্পায় আমি পদাঘাত করি।

হিণ্ডাল। জননী! হুমায়ূন তোমার সপত্নী-পুত্র—আমার শত্রু—

দিল্‌দার। হুমায়ূন যদি আমার পুত্র হ'ত, আমি তা'হলে ভাগ্যবতী হ'তুম। হিণ্ডাল! ঘাতক! পিতৃহারা হ'য়ে যে ভাইয়ের স্নেহে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলি—সাম্রাজ্যের হানি ক'রে—নিজ প্রতিপত্তি হ্রাস ক'রে—যে ভাই তোদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, সেই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আজ অস্ত্র ধ'রেছিস্! হিণ্ডাল, তোর জননী আমি—তথাপি অভিসম্পাত ক'র্‌ছি, সারাজীবন সিংহাসন সিংহাসন ক'রে যেন ছট্‌ফট্ ক'র্‌তে হয়। [প্রস্থান।

হিণ্ডাল। নারী! এই বুদ্ধি নি'য়ে তুমি মোগল সম্রাট্-মহিষী হ'য়েছিলে! কিন্তু আবদার! তুমিও আমার শত্রু—হাত থেকে ছোরা কেড়ে নি'য়েছ—এই উন্মত্তা রমণীকে ডেকে এনেছ।

আবদার। বান্দার গোস্তাকি মাপ হয়—সে ছোরার আর এক ঘা খেলেই জননি শেষ হ'য়ে যেত, দগ্ধা'তে পে'তে না—আর এমন জিনিস—পাঁচজনকে না দেখা'তে পা'র্‌লে কি আমোদ হয়!

হিণ্ডাল। বেশ ক'রেছ—কিন্তু নারী! যাও, নির্ব্বোধ তুমি—কাজ নাই তোমার আশীর্ব্বাদে। [প্রস্থান।

আবদার। নির্ব্বোধ ত হবেই সাজাদা! একে মা—তাতে তোমার মা—কিন্তু উঃ কি ভীষণ আঘাত—রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চুনার দুর্গ ভ্যন্তর।

(গাজিখাঁ তামাক খাইতে খাইতে প্রবেশ করিল)

গাজি। ছিলুম সহকারী—কেমন কৌশল ক'রে দুর্গাধ্যক্ষকে ফতে ক'র্‌লুম—এখন আমায় ধ'রে কে! হুমায়ূন এখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত—হাঃ—হাঃ—এখন আমি সর্ব্বেসর্ব্বা। (নেপথ্যে সঙ্গীত)

ঐ ঐ বুঝি আ'স্‌ছে—আহাহা—যদি সম্ভব হ'ত—এ গানের ছবি তুলে রা'খ্‌তুম। কিন্তু বাদসাই তামাকটা পুড়ে গেল—যা'ক্—তামাক আর মেয়ে মানুষ—অনেক তফাৎ—

(মোগল সৈনিকবেশে সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। না সাহেব! দুটই প্রায় এক রকম—দুটতেই দুনিয়াটাকে ভারি মজ্‌গুল ক'রে রেখেছে। বেশ ক'রে ভেবে দেখ দেখি সাহেব! কুণ্ডলি পাকান ধোঁয়াটুকু ঠিক মেয়েমানুষের কোঁকড়া চুলের মত কি না—একটু রংয়ের তফাৎ বটে। সেই ডাকটুকু ঠিক মেয়েমানুষের গানের মত কি না—আর সেই মুহুর্মুহুঃ চুমুকটুকু রমণী অধর চুম্বনের মত কি না। বল সাহেব! বল—তবু আমি তামাকও খাই না—মেয়েমানুষের চুমুও খাই না।

গাজি। হাঃ হাঃ—এসেছো—এসেছো! আমি মনে ক'রেছিলুম—দুটিদিন মাত্র এসে, আমায় মজিয়ে রেখে—আমার গলায় ফাঁস পরিয়ে, পায়ে বেড়ী পরিয়ে—আমায়—আমার—

সোফিয়া। (স্বগত) তোমার গোরের ব্যবস্থা ক'রে—

গাজি। আমায় জ্যান্ত গোরে দিয়ে—

সোফিয়া। ও কি কথা সাহেব!

গাজি। বুঝি ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলে,—আর এ'লেনা।

সোফিয়া। না এসে কি থা'কৃতে পারি—

গাজি। বিবি—বিবি—বিবি—

সোফিয়া। চুপ চুপ—বিবি বিবি ক'রে চেঁচিও না।

গাজি। কুচ পরোয়া নেই। মোগল বাদশা আমাকে দুর্গের মালিক ক'রে দিয়ে গেছে, আমি ডরাই কাউকে? তোমায় এ পোষাকটা দিয়ে ভাল ক'রিনি বিবি! তোমার জৌলস ঢাকা প'ড়েছে।

সোফিয়া। এই পোষাকটা না পেলে, তোমায় দেখ্‌তে না পেয়ে আমি পাগল হ'য়ে যেতুম।

গাজি। কুচ পরোয়া নেই—আর তোমায় কষ্ট ক'র্‌তে হবে না—তুমি এলো চুলে আলুথালু হ'য়ে ছুটে এসে আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌বে। বিবি! মুখ শুকিয়ে গেছে—একটু সরাপ বিবি! মুখের টোল টাল গুলো তুলে নাও, গালের গোলাপি আভা ফুটে উঠুক।

সোফিয়া। (স্বগত) এইবার মজা'লে।

গাজি। (এক গ্লাস পূর্ণ ক'রে) এস বিবি এস। (মুখের কাছে ধরিল)

সোফিয়া। (হাত ধরিয়া) সাহেব! আহা! তোমার হাত কি নরম সাহেব! আহা তোমার দাঁতগুলি মুক্তোর মত।

(সাহেব আহ্লাদে হাঁ করিয়া ফেলিল, সোফিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিল)

গাজি। মিছরির পানা, মিছরির পানা, বিবি! তোমার হাত যে আমার চেয়ে মিষ্টি,—আমার চেয়ে নরম।

সোফিয়া। কথা কি রা'খবে! আমার রূপও নেই—যৌবনও নেই।

গাজি। বিবিজান! তোমার কথা রা'খ্‌ব না! আর এক গেলাস খেতে ব'ল্‌বে ত—বলনা—বলনা!

সোফিয়া। এত ভালবাস আমাকে সাহেব! মুখের কথাটা টেনে নিয়ে ব'লেছ—তোমায় আমি খেতে ব'ল্‌ব! ছিঃ তোমার মুখে তুলে দেব—এস দাও। (তথাকরণ)

গাজি। দাও জান! আমি হাঁ ক'রে থাকি—তুমি ঢা'ল্‌তে থাক।

সোফিয়া। যত তুমি হাঁ ক'র্‌ছ সাহেব! তত তোমার দাঁতগুলো ঝক্ ঝক্ ক'র্‌ছে। আচ্ছা—সাহেব! এক নিশ্বাসে সবটা শেষ ক'র্‌তে পার?

গাজি। ধর জান! তোমার আতোর মাথা তুলোর হাতে আমার নাকটা টিপে ধ'রে ঢেলে দাও—দেখ—তোমার কথায় আমি কি না পারি।

সোফিয়া। আচ্ছা তুমি আমায় কেমন ভালবাস দে'খ্‌ব আজ। (গাজিখাঁর ক্রমাগত পান) হাঁ—তুমি আমার কথায় সব পার। আচ্ছা সাহেব! নাচ্‌তে পার? নাচ দেখি—আমি একখানা গান ধরি—

গাজি। বেশ বেশ—এই আমি আরম্ভ ক'র্‌লুম (নৃত্য)!

সোফিয়া। তাইত কি গান গাই—আচ্ছা—

(গীত)

নাচে আমার মিঞা
যেমন দুধ ছোলা দেখে নাচে দাঁড়ে ব'সে টিয়া।
বাঁশীর রবে নাচে ফণী আর হ'রিণ ছানা
তালে তালে নাচে হাতী বাজিলে বাজনা॥
আবার দড়ির টানে নাচে ভালুক হেলিয়া দুলিয়া।
তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নাচে আমার মিঞা।

গাজি। বিবিজান! বিবিজান! (পতন ও অজ্ঞান হওন)

সোফিয়া। এই আমি চাই—(পরিধেয় অনুসন্ধান) পেয়েছি পেয়েছি—বন্দীর ঘরের চাবি পেয়েছি—যাই, থাক্ তুই শয়তান। [প্রস্থান।

গাজি। (শুয়ে শুয়ে) নাচে আমার মিঞা—নাচে আমার মিঞা—বেশ বিবিজান! আরও কাছে এস—আরও কাছে—নাচে আমার মিঞা! নাচে আমার— (আদিলকে লইয়া সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। চ'ল্লুম সাহেব—সেলাম—

গাজি। ও আবার কে বিবিজান!

সোফিয়া। ও তোমার যন্ত্র। (পিস্তল উত্তোলন)

গাজি। এ্যাঃ এ যে বন্দী—বন্দী—

সোফিয়া। চেঁচিয়োনা শয়তান—অনেক উপকার ক'রেছ—এই তার পুরস্কার।

আদিল। না না, মে'রোনা—শয়তানকে তার শয়তানির চরম সীমায় দাঁড়া'তে দাও—

সোফিয়া। আচ্ছা মা'র্‌বনা—উপস্থিত তুমি যাতে আমাদের পেছু নিতে না পার— সেইজন্য তোমার একটা পায়ে একটু দরদ দিয়ে যাই।

[গুলিকরণ ও উভয়ের প্রস্থান।

গাজি। উঃ হুঃ হুঃ—শয়তানি—শয়তানি—পালা'ল, পালা'ল—আওরাৎ আওরাৎ—(উত্থান ও কিঞ্চিদ্দূর যাইয়া পতন) উঃ হুঃ হুঃ—পালা'ল—পালা'ল—আওরাৎ আওরাৎ (উত্থান ও কিঞ্চিদ্দূর যাইয়া পতন) পালা'ল—পালা'ল—

[উত্থান—ও প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর উপকণ্ঠ।

শিবির।

হিণ্ডাল, কামরান ও আব্‌দার।

হিণ্ডাল। স্পর্দ্ধা দেখ্‌লে দাদা!

আবদার। শুধু দেখ্‌লেন—একেবারে হাঁ হ'য়ে গেছেন।

কামরান। দিল্লীর প্রভুত্ব পেয়ে সেই রাফি-উদ্দিনের এতদূর ঔদ্ধত্য!

আবদার। গাধা বলে কিনা—সম্রাটকে পরাস্ত ক'র্‌লেও দিল্লী ছেড়ে দেব না। নিতান্ত বালক—এত ক'রে ভয় দেখালেম—একটু ভয় খেলে না।

সাজাদা! এমন একটা আহাম্মুককে কি ব'লে হুমায়ুন দিল্লী দুর্গ রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন তা ত বুঝলুম না।

হিণ্ডাল। যা'ক্—আমাদেরও এখন দরকার নাই।

আবদার। তা যা ব'লেছেন সাজাদা! যখন কিছুতেই হ'লনা—তখন কি দরকার। গাধা দিল্লী নিয়ে ধুয়ে খা'ক।

হিণ্ডাল। আমি কিন্তু ছা'ড়ছি না দাদা? তোমাকে আগ্রার সিংহাসনে ব'সিয়ে তোমার হুকুম নিয়ে দিল্লী ধ্বংস ক'র্ব্বই।

কামরান। না ভাই—আমি সিংহাসন চাই না। বেশ ক'রে ভেবে দেখেছি—তুমিই সিংহাসনের উপযুক্ত—আমি শুধু ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন ক'রেছি ভাই! আমাকে রেহাই দিও।

হিণ্ডাল। তা কি হয় দাদা! বৈমাত্রেয় হ'লেও তুমি আমার জ্যেষ্ঠ তুমি থা'ক্‌তে—না—তা আমি পা'র্‌ব না।

কামরান। তবে আমায় বিদায় দাও ভাই! রাজ্যের বোঝা মাথায় নিতে পা'র্‌ব না।

আবদার। মারামারিতে কাজ নাই সাজাদা! আমার মাথায় চাপিয়ে দিন—ঘাড় ভেঙ্গে যায়—আমারই যাবে

কামরান। বরং পারিশ্রমিক স্বরূপ তোমার আবদারকে আমায় দিও—তা'হলেই যথেষ্ট হ'বে।

আবদার। সাজাদা! রক্ষা করুন, দু'রকম জল হাওয়ায় পেটের অসুখ ক'র্‌বে।

হিণ্ডাল! না দাদা—বোঝা মাথায় নিতে হয়—আমি নেব—তোমাকে আমি ছা'ড়্‌বো না।

কামরান। ছা'ড়্‌তেই হ'বে—দুনিয়ার বাদসাগিরিতেও কামরান নারাজ। কিন্তু ভাই! রাফিউদ্দিনকে শাস্তি দিয়ে ত'বে দিল্লী ছে'ড়ে যাওয়া উচিত।

আবদার। ঠিক ব'লেছেন সাজাদা! ভয় খেতে কি আছে?—দুচারটে ফাঁকা আওয়াজও করুন।

হিণ্ডাল। বেশ—তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমার সৈন্য বড় ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে, তাদের একবার আমি জিজ্ঞাসা করি। [প্রস্থান।

কামরান। আবদার! অবাক্ হ'য়ে দেখছ কি?

আবদার। ইঁদুরে বেড়াল ধ'রেছে সাজাদা!

কামরান। কি রকম! কোথা হে?

আবদার। আজ্ঞে ঠিক ধ'রেছে—বেড়ালটা বেশ বড় রকমের—নিজের শরীর নিজে ভাল ক'রে দেখ্‌তে পায় না; তার উপর ঘুমিয়ে প'ড়েছে, আর ইঁদুরটা যেমন ছোট তেমনি চালাক, ল্যাজের আড়াল থেকে ল্যাজ কামড়ে ধ'রেছে—এই কেটে নিয়ে পালায় আর কি।

কামরান। বেড়ালটাকে জাগিয়ে দাও না আবদার!

আবদার। বেড়ালটা বড় ম্যাদা। পেটের জ্বালায় লাহোর থেকে ছুটে এসেছ, কিন্তু ল্যাজের জন্য বুঝি—

কামরান। আবদার! হেঁয়ালী রাখ—স্পষ্ট বল!

আবদার। তা'তে আমার লাভ।

কামরান। লাভ যথেষ্ট হ'বে। তুমি যা চাইবে তাই দেব।

আবদার। তা'হলে আগ্রার সিংহাসনখানা।

কামরান। রহস্য ক'রনা আবদার! আমাকে বিশ্বাস কর।

আবদার। রহস্য নয় সাজাদা! এ আবদার—আর বিশ্বাসের কথা কি জানেন—তেমন হয় না। কিন্তু আপনার উপর আমার কি একটা বড় শক্ত টান প'ড়েছে—দে'খবেন গরীব যেন না মারা যায়।

কামরান। কামরান থা'কৃতে তোমার ভয় নাই—বল শীঘ্র বল।

আবদার। সাজাদা! আপনি বোধ হয় বন্দী হ'য়েছেন।

কামরান। কি রকম (চতুর্দ্দিক চাহিয়া) আমি বন্দী!

আবদার। সেই জন্যই শিবিরে আপনাকে আহ্বান করা হ'য়েছে। সিংহাসনের একমাত্র কণ্টক এখন আপনি।

কামরান। এ কি সত্য!

আবদার। মিথ্যা মনে হয়, একটু দাঁড়িয়ে পরক করুন। আর সত্য মনে হয়, এখনও পথ থা'ক্‌লেও থাক্‌তে পারে—পালান।

কামরান। বটে! হিণ্ডাল! আমার উপর এক চা'ল! আবদার! যদি আজকার যুদ্ধে জয়ী হই, তবেই—নতুবা এই শেষ। [প্রস্থান।

(বিপরীত দিক হইতে হিণ্ডালের প্রবেশ)

হিণ্ডাল। আবদার! দাদা কই—

আবদার। স'রে পড়ুন সাজাদা! বড় বেগতিক—সাজাদা আপনাকে বন্দী ক'র্‌বার জন্য ফৌজ আ'ন্‌তে গেছেন—শীঘ্র পালান।

হিণ্ডাল। সেকি!

আবদার। স'রে পড়ুন সাজাদা! বড় বেগতিক—আপনি উপযুক্ত থা'ক্‌তে তিনি কি সিংহাসনে ব'স্‌তে পারেন—তাই পরিষ্কার ক'রে নিচ্ছেন। স'রে পড়ুন—ল্যাজ কুণ্ডলি পাকিয়েছে।

হিণ্ডাল। তাইত! আমি যে আগ্রায় নিয়ে গিয়ে শেষ ক'র্‌ব মনে ক'রেছিলুম।

আবদার। স'রে পড়ুন—স'রে পড়ুন।

হিণ্ডাল। স'রে পড়্‌ব কি হে—হিণ্ডালের দেহেও শক্তি আছে।

আবদার। তবে কোমর বেঁধে দাঁড়ান। (বন্দুক শব্দ) ঐ ঐ এসে প'ড়েছে—আপনার ল্যাজটা আগে বাঁচিয়ে রাখি। [প্রস্থান।

(কামরানের প্রবেশ ও অসির আঘাত—হিণ্ডালের আঘাত প্রতিহত করণ)

কামরান। হিণ্ডাল! কুক্কুর! মোগল-সিংহাসন আমার।

হিণ্ডাল। সাবধান কামরান! প্রাণ হারাবে—সিংহাসন আমার।

(যুদ্ধ ও কামরানের ফৌজের প্রবেশ)

কামরান। বন্দী কর—সিংহাসনের সম্মুখে হত্যা ক'র্‌ব।

(সকলে চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া হিণ্ডালের পলায়ন)

চলাও—চলাও— [সকলের প্রস্থান।

(আবদারের প্রবেশ)

আবদার। কেয়াবাৎ—আবদার কেয়াবাৎ! হিণ্ডাল! শয়তান! তোমাকে তাড়িয়েছি—আগ্রার অনেককে হাত ক'রেছিলে—আর কামরান! তুমি এবাব আগ্রায় যাবে। চল—তোমাকেও তাড়াব—যতদিন সম্রাট না ফিরে আসেন, ততদিন আবদারের বিশ্রাম নাই। খোদা! খোদা! তুমিই রক্ষাকর্ত্তা—তুমিই রক্ষাকর্ত্তা! [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রোটাস্ দুর্গ।

শেরখাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ।

শের। মুবারিজ! আদর ক'রে তোমায় বুকে জড়িয়ে ধ'রেছিলুম, এই তার পুরস্কার! তুমি অলস লম্পট মদ্যপায়ী—এই কিশোর বয়সে তুমি ব্যভিচারের প্রতিমূর্ত্তি। সহস্রবার তোমাকে আমি নিষেধ ক'রেছি—সহস্রবার তুমি তা উপেক্ষা ক'রেছ। প্রতিমুহূর্ত্তে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি—তোমার পিতার মুখ মনে প'ড়েছে—আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও ভেসে গেছে—কিন্তু আর না—

মুবারিজ। আমাকে বিদায় দিন—

শের। বিদায় দেব! কোথায় যাবে মুবারিজ?

মুবারিজ। যে দিকে দুচক্ষু যায়।

শের। কি খাবে মুবারিজ?

মুবারিজ। খোদা যা মিলিয়ে দেন।

শের। খোদার নাম মনে আছে তোমার! কিন্তু অলস লম্পটকে খোদা সাহায্য করেন না।

মুবারিজ। অনশনেও ত অনেক লোক মরে।

শের। সেও ভাল! মুবারিজ! মানুষ হ'য়ে জন্মেছ—এতবড় পৃথিবীটা একদিন চোখমেলে দেখ্‌লে না! এমন কর্ম্মের জীবন—নিশ্চিন্ত আলস্যে কাটিয়ে দিলে! খাদ্যের ভাণ্ডারে ব'সে অনশন বেছে নিলে। তা হবে না—চিন্তা কর—অমৃত আস্বাদে পরমায়ু বৃদ্ধি ক'র্‌বে? না বিষপান ক'রে আত্মহত্যা ক'র্‌বে?

মুবারিজ। আমাকে বিদায় দিন।

শের। তোমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলুম! কোন্‌ হ্যায়।

(প্রহরীর প্রবেশ)

মুবারিজ। কারাদণ্ড! কেন? আপনার কি অধিকার—

শের। যাও—এই দুর্ব্বৃত্তকে কারারুদ্ধ কর—অবাধ্য হয়—বল প্রয়োগ কর! এই রোটাস দুর্গ যতদিন আমার অধিকারে থা'ক্‌বে, মুবারিজ এ দুর্গের বন্দী। যে মুক্ত ক'রে দেবে, তাকে এই কারাগারে প'চে ম'র্‌তে হবে। যাও—

প্রহরী। আইয়ে জনাব! [প্রহরীর সহিত মুবারিজের প্রস্থান।

শের। আমার কি অধিকার! মুবারিজ! তুমি আমার সেই নিজামের পুত্র—আমার কি অধিকার! না মুবারিজ! এ অধিকার নয়—এ আমার স্নেহের কর্ত্তব্য।

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। বাবা! মুবারিজ নিতান্ত অবোধ।

শের। যথেষ্ট সময় দিয়েছিলুম মা! বুঝ্‌তে একটু চেষ্টা পর্য্যন্ত ক'র্‌লে না।

চাঁদ। বাবা! মুবারিজ মাতৃপিতৃহীন অনাথ।

শের। মা! তাই তার অত্যাচারগুলি এতদিন স্নেহের আবদার ব'লে নীরবে সহ্য ক'রে এসেছি।

চাঁদ। ক্ষমার চেয়ে কঠিন দণ্ড বুঝি বিধাতা সৃষ্টি করেননি—দণ্ড ঘৃতাহুতির মত হিংসাগুনে জ্বলে উঠে—ক্ষমা বহ্নিতেজে শয়তানের প্রাণ গলিয়ে প্রেমের উৎস প্রবাহিত করে।

শের। এ বিধান অন্ধের জন্য নয় মা! চক্ষের জ্যোতিঃ আছে যার— শুধু একটা আবরণে সে দীপ্তি যার ঢাকা আছে—এ বিধান তার জন্য! চাঁদ! যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শুনেও মুবারিজ আমার বিরুদ্ধে তার হাত দুটো পর্য্যন্ত তুল্‌লে না! সে যদি আমার কটাক্ষ উপেক্ষা ক'রে সদর্পে একবার সোজা হ'য়ে দাঁড়া'ত—বুঝ্‌তেম—কীটে দংশন ক'রেছে মাত্র— অন্তঃসার শূন্য করেনি। আনন্দে আমি ক্ষমা ক'র্‌তেম চাঁদ!

চাঁদ। আজ হ'তে মুবারিজের ভার আমায় দাও বাবা!

শের। না না, তা হয় না—তুমি ত ব'লেছ—উৎপীড়ন নইলে—

চাঁদ। বাবা! তুমি ভীরু—

শের। কন্যার মুখে এ বড় মিষ্ট ভৎর্সনা! তুমিই ত একদিন মুবারিজের বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করেছিলে মা! না মা—তোমার অপরাধ কি! এ যে স্নেহের কর্তৃত্ব!

চাঁদ। বেশ ক'রেছ বাবা। তুমি দুর্ব্বলকে শাস্তি দিতে বড় ভালবাস; কিন্তু ভয়ে মোগলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'চ্ছ না।

শের। ভয়ে! না মা! বড় ক্লান্ত আমি—একটু বিশ্রাম ক'র্‌ছি— চিন্তা ক'র্‌ছি—চুণারে হুমায়ুনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ, নির্ম্মম অত্যাচারের কঠিন শাস্তি, কঠোর হ'তে কঠোরতর কি ক'রে হবে।

চাঁদ। বর্ষায় দেশ ভেসে গিয়েছে; একপা এগুবার বা একপা পেছুবার

শক্তি হুমায়ুনের নাই। দিল্লীতে বিদ্রোহ, আগ্রায় বিশৃঙ্খলা। এ সুযোগ যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে আর আ'সবে না।

শের। না মা! ছেড়ে দেব না—আমার চিন্তার শেষ হ'য়েছে। অতর্কিতে আমি মোগল-শিবির আক্রমণ ক'রব। চাঁদ! ছিন্ন হস্ত আমার সেই গোলন্দাজ সৈন্যের মূর্ত্তি দেখ্তে পাচ্ছি। চক্ষের জল মুছ্বার শক্তি নাই—পরিশ্রম ক'রে উদর পূর্ত্তি ক'র্বার সামর্থ টুকু মোগল কেড়ে নিয়েছে। চাঁদ! এই মুহূর্ত্তে আমি আক্রমণ ক'র্ব—ঘুমন্ত দেশের উপর দিয়ে প্রবল বন্যার মত শুধু প্রলয়-চিহ্ন রেখে ভেসে যাব। হত্যার মত দুর্ব্বার বিক্রমে মুহূর্ত্তে সহস্র মোগলকে ধ্বংস ক'রে হুমায়ূনকে দেখাব—মোগল পাঠানে কত প্রভেদ—পাঠানের প্রতিহিংসা কত ভয়ঙ্কর।

(সোফিয়া আদিলের হস্ত ধরিয়া প্রবেশ করিল)

সোফিয়া। তাই কর পাঠান বীর! এই দেখ তোমার পুত্র—

শের। আদিল! আদিল! (বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন)

চাঁদ। দাদা! (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

শের। মা মা—মৃত্যুর মুখ হ'তে কেমন ক'রে ফিরিয়ে আ'ন্লে?

সোফিয়া। খোদা ফিরিয়ে দিয়েছেন সর্দ্দার! (জালালের প্রবেশ)

জালাল। দাদা! তুমি এসেছ! ভাই ভাই! (আলিঙ্গন)

আদিল। ভাই—এই রমণীর অনুকম্পা—এই রমণীর দুর্জ্জয় শক্তি।

জালাল। কে মা তুমি! নিস্তেজ পাঠানের দ্বারে শক্তি মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়িয়েছ—ভক্তিহীন পাঠানের হস্তে ভক্তির ডালা বিনামূল্যে তুলে দিচ্ছ?

সোফিয়া। জালাল! খোদার করুণা—

শের। মা মা—বুকের ভেতর তরঙ্গ উঠেছে—ভাষা নাই—ফুটে বেরুতে পা'র্ছে না—চেয়ে দেখ মা! পাষাণ ফেটে আজ জল ঝ'র্ছে! তোমায় কি দেব মা!

সোফিয়া। পাঠান বীর! আমায় কি দেবে! তা কি পা'র্বে?

না—তা পা'র্‌তেই হবে। সর্দ্দার! আমি কি চাই জান? আমি চাই—একটা যুগের কীর্ত্তির মাথা কেটে দিতে—একটা বিরাট স্ফূর্ত্তির গায়ে আগুন ঢেলে দিতে। পাঠান বীর! ছিন্নমুণ্ড চাই—আমার পিতৃহন্তাপুত্রের ছিন্নমুণ্ড চাই—দাও—এনে দাও—আমি সেই তপ্তরক্তমাখা মুণ্ডের উপর পাঠানের সিংহাসন পা'ত্‌ব—আমি হুমায়ূনের শিরে পাঠানের কীর্ত্তি গ'ড়্‌ব। [বেগে প্রস্থান।

চাঁদ। খোদার আলো আগে চ'লে গেল—অগ্রসর হও বাবা! হিন্দুস্থানের রাজা হবে এস। [প্রস্থান।

শের। তবে চল আদিল! চল জালাল! দ্বার দিয়ে খোদার করুণা বুকের ভেতর সৃষ্টি লুকিয়ে রে'খে বন্যার জোরে ভে'সে চ'লেছে। চল আদিল—চল জালাল—সেই প্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়ি—অগাধ গভীরতা—অসংখ্য রত্ন—ডুব দিতে হবে—খোদার নিহিত সৃষ্টি মাথায় ক'রে তু'ল্‌তে হবে। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মোগল শিবির—

হুমায়ূনের শয়ন-কক্ষ।

হুমায়ূন। (স্বপ্ন) হিণ্ডাল! কেঁদনা। কামরান! হিণ্ডাল! ভাই!
(বেগাবেগমের প্রবেশ) তাকি পারি! হিণ্ডাল! ভাই!

বেগা। জাঁহাপনা! (হুমায়ূন চমকিয়া উঠিলেন)

হুমায়ূন। আল্লা! আল্লা! কে? সম্রাজ্ঞী! (উঠিয়া বসিলেন)

বেগা। আজ একি ঘুমের ঘটা জনাব! দামামার ছোট ছোট মেঘমন্দ্রগুলি উষার বাতাসকে কর্ম্মের পথে নাচিয়ে দিয়ে চ'লে গেল—সানাইয়ের কতগুলি কাকুতি প্রজার প্রতিভূ হ'য়ে রাজার দ্বারে গুটিকতক

অশ্রুবিন্দু রেখে গেল—কতগুলি সমবেদনা দুনিয়ার ক্ষত বক্ষে শান্তি প্রলেপ ঢেলে দিয়ে চ'লে গেল—

হুমায়ূন। তবু আমার ঘুম ভাঙ্‌লো না—নয়! না, ঘুম অনেক্ষণ ভেঙ্গেছিল—স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম। সম্রাজ্ঞী! সে আমার সোণার স্বপ্ন—মনে হ'চ্ছে আবার দেখি—আবার দেখি।

বেগা। সে স্বপ্ন সত্য হ'ক জাঁহাপনা!

হুমায়ূন। না তা ব'লনা—অধর্ম্ম হ'বে। বল—সে স্বপ্ন স্বপ্নই থা'ক—সে আমার সোণার স্বপ্ন! (সহসা বন্দুকধ্বনি)
একি! এখনও যে জগতের অর্দ্ধেক প্রাণী ঘুমিয়ে আছে!

বেগা। তাইত—বোধ হয় আপনি হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন।

হুমায়ূন। হুকুম! কেন? না—এযে এলোমেলো—এলোমেলো—
(নেপথ্যে তূরীধ্বনি)
একি! এ যে বাইরামের তূরী! এ যে মোগলের রণভেরী (অসি লইয়া প্রস্থান) (নেপথ্যে—পাঠান—পাঠান) (প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। চ'লে আসুন সম্রাজ্ঞী! বড় বিপদ—

বেগা। সাবাস্ মোগল সাবাস্! বড় বিপদ—বড় বিপদ।

প্রহরী। পালিয়ে আসুন—পালিয়ে আসুন - মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র্‌লে আর রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌বনা।

বেগা। বাহবা বীর! বাহবা—বড় বিপদ—বড় বিপদ—যেখানে মোগল সেখানে বিপদ—যেখানে শত্রু সেখানেই মোগলের পলায়ন।

প্রহরী। সম্রাজ্ঞী! পাঠান চতুর্দ্দিকে আক্রমণ ক'রেছে। অনেক কষ্টে এখানে আ'স্‌তে পেরে'ছি—চ'লে আসুন।

বেগা। বল, বল, অনেক কষ্টে, অক্ষতদেহে, পর্ব্বত লঙ্ঘন ক'রে—

প্রহরী। চেয়ে দেখুন সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গিয়েছে।

বেগা। এনাম পাবে—ভয় কি।

প্রহরী। জাঁহাপনার হুকুম—পালিয়ে আসুন—পাঠান এ'সে প'ড়েছে।

বেগা। চ'লে যা গোলাম। তোদের ভীরু সম্রাটকে ব'ল্‌গে—শত্রু মোগল সম্রাজ্ঞীকে ছিড়ে কুটে খেয়েছে। [প্রস্থান ও প্রহরীর প্রস্থান।

(নেপথ্যে—আল্লা হো ধ্বনি) (ঘুমন্ত তনয়াকে লইয়া সম্রাজ্ঞীর প্রবেশ।)

বেগা। কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লুম—কে আছ—আমার দুলারীকে রক্ষা কর—কে আছ রক্ষা কর— (বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। চ'লে এস মা। এখনও বাইরাম আছে।

বেগা। বাইরাম! তুমি আমার দুলারীকে রক্ষা কর।

বাইরাম। দাও মা—চ'লে এস—খোদা রক্ষা ক'র্‌বেন।

[দুলারীকে লইয়া বেগে প্রস্থান।

বেগা। না—আমি যাবনা—দুজনকে তুমি রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌বে না। আমার দুলারীকে তুমি রক্ষা কর—আমি ম'র্‌ব— (জালালের প্রবেশ)

জালাল। আপনি আমার বন্দিনী।

বেগা। কে? পাঠান! শত্রু! বন্দী ক'র্‌তে এসেছ? মোগল সম্রাজ্ঞীকে বন্দী ক'র্‌তে এসেছ? কিন্তু পাঠান এই ছুরি খানা যদি বুকে বসিয়ে দিই। (নিজবক্ষে স্থাপন)

জালাল। তা'হলে বুঝি পাঠানের বীরত্বকে মুগ্ধ ক'রে একটা আস্‌মানের রাগিণী আস্‌মানে মিশে যাবে। কিন্তু তাতে কাজ নাই মা! আমি চ'ল্লুম—

বেগা। না—তবে না—আমি বন্দিত্ব স্বীকার ক'র্‌ছি। পাঠান! মোগলের মথিত শির দলিত কর—যন্ত্রণায় মোগল জোর ক'রে একবার যদি মাথা নাড়া দেয়।

জালাল। তবে এস মা! [উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বর্ষা সমাগমে—তরঙ্গায়িত জাহ্নবীর তীর।

(বক্ষে ঘুমন্ত শিশু—অসি নিষ্কোসিত করিয়া বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। এই মোগল বাবরসার সঙ্গে এসেছিলো! অসম্ভব—পাণিপথেই তাহ'লে শেষ হ'য়ে যে'ত। সিক্রীর রণভেরীতে মোগলের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যে'তনা। সে গুলো ছিল প্রাণ—এগুলো শুধু তার কঙ্কাল। মোগল! মোগল! প্রাণ নাই—সাড়া দেবে কে! দুলারী! দুলারী! ওহোহো—এযে হাসির রাশি, ফুলের বোঝা! কা'কে দেব? কোথায় নামাব! বাইরাম! এ আস্‌মানের চেরাগ মাটীতে নামিয়ো না। [বেগে প্রস্থান।

(জালাল ও একদল পাঠানের প্রবেশ)

জালাল। ডুবিয়ে মার—ডুবিয়ে মার। হাজার পাঁচেক শেষ করা গেছে—আর হাজার তিনেক। তাহ'লেই বাস—ঐ পালাচ্ছে—চালাও। [প্রস্থান।

(এই সময়ে দেখা গেল গঙ্গাবক্ষে একজন ডুবিতেছে ও উঠিতেছে)

হুমায়ুন। খোদা! (ডুবিয়া গেলেন—একটু পরে উঠিলেন) যে হাতে হিন্দু গ'ড়েছ—সেই হাতে মুসলমান গ'ড়েছ—গঙ্গায় যে হাতে জল ঢেলেছ—মক্কায় সেই হাতে মাটী ছড়িয়েছ।

(এই সময়ে একটা ভিস্তি মসক নিয়ে সেই স্থানে ভাসিল)

ভিস্তি। এটার উপর ভর দাও—এটার উপর ভর দাও।

হুমায়ুন।—কে—কে তুমি? (ডুবিলেন ও উঠিলেন)

ভিস্তি। কোন ভয় নাই—বেশ ক'রে ভর দাও।

হুমায়ুন। তুমি কি মানুষ! না—মানুষ মানুষকে ডুবিয়ে মারে। তুমি খোদার প্রেরিত—যে হও—আমাকে বাঁচাও—আমার বাঁচ্‌তে বড় সাধ

(ভিস্তি সাঁতার দিয়া মসক টানিয়া কিনারায় লাগাইল ও তীরে দাঁড়াইল। হুমায়ুন কোনরূপে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন।) খোদা! বেঁচেছি না ম'রেছি। (দুই একপদ যাইতে না যাইতে অচেতন অবস্থায় ভূপতিত হইলেন, ভিস্তি বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল—কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অৰ্দ্ধোত্থিত অবস্থায়, ভিস্তির দিকে তাকাইয়া)

হুমায়ুন। মানুষ! ভিস্তির প্রাণে এত দয়া! (উত্থান ও তন্ময় ভাবে) তোমার নাম?

ভিস্তি। আমার নাম নিজাম।

হুমায়ুন। নিজাম! বল কি চাই? বল? অর্থ চাই? মণি মুক্তা পান্না জহরৎ—কি চাই? বল—বল—তাই দেব।

ভিস্তি। একেবারে বদ্ধ পাগল—তুমি ত নাচার—ফকির। এ সব কোথায় পাবে?

হুমায়ুন। আমি নাচার! আমি ফকির! নিজাম! আমি কে জান? আমি—আমি—না, নিজাম! তুমিই বল—বেশ ক'রে ভেবে দেখে বল আমি কে! না—তুমি ত জান না—তবে! না—আকাশ! ব'লে দাও আমি কে—আমার নাম্ উচ্চারণ ক'রে আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়। বাতাস! তোমার প্রলয়শ্বাসে একবার আমি কে ব'লে দাও। মাটী! আমার নাম ক'রে একবার কেঁপে উঠে ফেটে যাও—আমি তোমার গর্ভে নেমে যাই। নিজাম! আমি কে জান? ওঃ—আসমানে গড়া বিরাটকীর্ত্তি! নিজাম! আমি মোগল সম্রাট হুমায়ুন। হুমায়ুন! অর্থ কি জান? ভাগ্যবান্—ওঃ দেখ্‌লে—ভাগ্য দেখ্‌লে—ঐ বর্ষাস্ফীতা উন্মত্তা গঙ্গাকে জিজ্ঞাসা কর—ব'ল্‌তে পা'র্‌বে। (হস্ত হইতে অঙ্গুরী খুলিয়া প্রদান) নিজাম—এই নাও—আগ্রায় যেও—প্রাণদাতা! আমি তোমার নাম—মোগলের ইতিহাসে সোণার অক্ষরে খুদে রেখে দেব।

[বেগে প্রস্থান।

ভিস্তি। তাইত—এত আলো—আরে বা—বা—বা ?

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। হাঁতে কি ! এ্যাঃ—এ আংটী কোথায় পেলি ? চুরি ক'রেছিস্ বুঝি ?

ভিস্তি। না না—আমায় দিয়ে গেল।

সোফিয়া। দিয়ে গেল ! কে দিয়ে গেল—কেন দিয়ে গেল ?

ভিস্তি। একটা লোক গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিল—আমি তা'কে তুল্লুম—তাই ব'ল্লে আমি মোগল-সম্রাট হুমায়ুন।

সোফিয়া। হুমায়ুন ! কোন্ দিকে গেল ? এতক্ষণ কত দূর গেছে ব'ল্‌তে পারিস্ ?

ভিস্তি। তা অনেকটা গেছে—ছুটে চ'লে গেল—

সোফিয়া। তোকে কি ব'লে গেল—

ভিস্তি। ব'ল্লে—এই আংটিটা নিয়ে আগ্রায় যা'স্—তুই যা চাইবি—তাই দেব।

সোফিয়া। এই ব'লে গেল ! দেখ্—বড় ভাল বাদশা। তুই যা'স্—গিয়ে বাদশাই চাইবি—বুঝ্‌লি—ঠিক দেকে—একধার থেকে সোণা রূপো মণি মুক্তো যেখানে যা আছে, সব আ'ন্‌তে ব'ল্‌বি—তার পর তোর যে যেখানে আছে—সবাইকে ডেকে বিলিয়ে দিবি। তাহ'লে আর তোদের ভিস্তিগিরি ক'র্‌তে হবে না। আর তোর মসকটাকে টাকার মত গোল গোল ক'রে কাটিয়ে ব'ল্‌বি যে আমি এগুলো সোণার দামে চালা'তে চাই—বুঝ্‌লি—তাহ'লে তোর একটা নাম থেকে যাবে। এই দিকে গেল ব'ল্‌লি না ? [বেগে প্রস্থান।

ভিস্তি। হাঁ—হাঁ—মাগী ত বেশ ব'লে গেল—যে'তে হবে—যা'ক্—আপাততঃ পিদ্দীম জ্বাল্‌বার তেল খরচটাত বেঁচে গেল—উঃ এত আলো—এত আলো ! [প্রস্থান।

(ভিস্তি সাঁতার দিয়া মসক টানিয়া কিনারায় লাগাইল ও তীরে দাঁড়াইল। হুমায়ুন কোনরূপে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন।) খোদা! বেঁচেছি না ম'রেছি। (দুই একপদ যাইতে না যাইতে অচেতন অবস্থায় ভূপতিত হইলেন, ভিস্তি বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল—কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অৰ্দ্ধোত্থিত অবস্থায়, ভিস্তির দিকে তাকাইয়া)

হুমায়ুন। মানুষ! ভিস্তির প্রাণে এত দয়া! (উত্থান ও তন্ময় ভাবে) তোমার নাম?

ভিস্তি। আমার নাম নিজাম।

হুমায়ুন। নিজাম! বল কি চাই? বল? অর্থ চাই? মাণ মুক্তা পান্না জহরৎ—কি চাই? বল—বল—তাই দেব।

ভিস্তি। একেবারে বদ্ধ পাগল—তুমি ত নাচার—ফকির। এ সব কোথায় পাবে?

হুমায়ুন। আমি নাচার! আমি ফকির! নিজাম! আমি কে জান? আমি—আমি—না, নিজাম! তুমিই বল—বেশ ক'রে ভেবে দেখে বল আমি কে! না—তুমি ত জান না—তবে! না—আকাশ! ব'লে দাও আমি কে—আমার নাম উচ্চারণ ক'রে আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়। বাতাস! তোমার প্রলয়শ্বাসে একবার আমি কে ব'লে দাও। মাটী! আমার নাম ক'রে একবার কেঁপে উঠে ফেটে যাও—আমি তোমার গর্ভে নেমে যাই। নিজাম! আমি কে জান? ওঃ—আসমানে গড়া বিরাটকীর্ত্তি! নিজাম! আমি মোগল সম্রাট হুমায়ুন। হুমায়ুন! অর্থ কি জান? ভাগ্যবান্—ওঃ দেখ্‌লে—ভাগ্য দেখ্‌লে—ঐ বর্ষাস্ফীতা উন্মত্তা গঙ্গাকে জিজ্ঞাসা কর—ব'ল্‌তে পা'র্‌বে। (হস্ত হইতে অঙ্গুরী খুলিয়া প্রদান) নিজাম—এই নাও—আগ্রায় যেও—প্রাণদাতা! আমি তোমার নাম—মোগলের ইতিহাসে সোণার অক্ষরে খুদে রেখে দেব।

[বেগে প্রস্থান।

ভিস্তি। তাইত—এত আলো—আরে বা—বা—বা ?

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। হাঁতে কি! এ্যাঃ—এ আংটী কোথায় পেলি? চুরি ক'রেছিস্ বুঝি ?

ভিস্তি। না না—আমায় দিয়ে গেল।

সোফিয়া। দিয়ে গেল! কে দিয়ে গেল—কেন দিয়ে গেল ?

ভিস্তি। একটা লোক গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিল—আমি তা'কে তুল্লুম—তাই, ব'ল্লে আমি মোগল-সম্রাট হুমায়ুন।

সোফিয়া। হুমায়ুন! কোন্ দিকে গেল? এতক্ষণ কত দূর গেছে ব'ল্‌তে পারিস্ ?

ভিস্তি। তা অনেকটা গেছে—ছুটে চ'লে গেল—

সোফিয়া। তোকে কি ব'লে গেল—

ভিস্তি। ব'ল্লে—এই আংটিটা নিয়ে আগ্রায় যা'স্—তুই যা চাইবি—তাই দেব।

সোফিয়া। এই ব'লে গেল! দেখ্—বড় ভাল বাদশা। তুই যা'স্—গিয়ে বাদশাই চাইবি—বুঝ্‌লি—ঠিক দেকে—একধার থেকে সোণা রূপো মণি মুক্তো যেখানে যা আছে, সব আ'ন্‌তে ব'ল্‌বি—তার পর তোর যে যেখানে আছে—সবাইকে ডেকে বিলিয়ে দিবি। তাহ'লে আর তোদের ভিস্তিগিরি ক'র্‌তে হবে না। আর তোর মসকটাকে টাকার মত গোল গোল ক'রে কাটিয়ে ব'ল্‌বি যে আমি এগুলো সোণার দামে চালা'তে চাই—বুঝ্‌লি—তাহ'লে তোর একটা নাম থেকে যাবে। এই দিকে গেল ব'ল্‌লি না ? [বেগে প্রস্থান।

ভিস্তি। হাঁ—হাঁ—মাগী ত বেশ ব'লে গেল—যে'তে হবে—যা'ক্—আপাততঃ পিদ্দীম জ্বাল্‌বার তেল খরচটাত বেঁচে গেল—উঃ এত আলো—এত আলো! [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(মোগল সম্রাজ্ঞী বেগা বেগম)।

বেগা। হাতে ক'রে বিষ খেয়েছি—ম'র্‌তেই হবে। সাধ ক'রে দস্যুর হাতে ধরা দিয়েছি—মান মর্য্যাদা সব যাবে। হায়—হায় কি সর্ব্বনাশ ডেকে আন্‌লুম।

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। কি ভাব্‌ছ বেগম সাহেবা?

বেগা। ভাব্‌ছিলুম একটা অতীতের ইতিহাস—এখন ভাব্‌ছি শেরখাঁই বা কে—তুমিই বা কে—আমিই বা কে?

সোফিয়া। এ আর বুঝ্‌তে পা'র্‌লে না মোগল সম্রাজ্ঞী! শেরখাঁ একজন অত্যাচারী দস্যু—আমি সেই দস্যুকে তুনিয়ার রত্নের ভাণ্ডার দেখিয়ে দিই—আর তুমি—মোগল সম্রাজ্ঞী! আজ আমাদের লুণ্ঠিত রত্ন, ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে মোগলের হাত হ'তে তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি।

বেগা। স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার ক'রেছি—শেরখাঁর সাধ্য কি।

সোফিয়া। গর্ব্ব ক'র্‌বার বিষয় বটে! তা ভালই ক'রেছিলে বেগমসাহেবা! তা না হ'লে গঙ্গায় ডুবে জাহান্নমের পথ পরিষ্কার ক'র্‌তে হ'তো।

বেগা। কেন?

সোফিয়া। শুননি? তোমার সমস্ত সৈন্য আমরা গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিয়েছি। আগ্রায় ফিরে যেতে কাউকে দিইনি। একটা পুরুষ একটা ঘুমন্ত শিশুকে নিয়ে পালা'চ্ছিল। তাদের তুজনকে এক সঙ্গে জলে ডুবিয়েছি—পুরুষটার জান্ বড় কঠিন; কোন রকমে উদ্ধার পেলে—কিন্তু সেই ঘুমন্ত শিশু—আহা! ঘুম ভাঙ্গ্‌তে না ভাঙ্গ্‌তে জাহান্নমের পথে নেমে গেল।

বেগা। ঘুমন্ত শিশু!

সোফিয়া। আহা! এক গোছা ফুলের মত ফুটফুটে—শুনলুম নাকি—দুলারী ব'লে বাদসার এক মেয়ে ছিল।

বেগা। কি নাম—কি নাম—দুলারা? সত্য ব'লছ—সত্য ব'লছ?—

সোফিয়া। আহা! তোমার সে কি কেউ হয় বেগম সাহেবা?

বেগা। দুলারী! দুয়ারী! মা আমার—মা আমার—আমায় ফেলে কোথা গেলি মা!

সোফিয়া। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমার প্রাণের ভেতর কিন্তু কোথা হ'তে একটা জৌলস ফুটে উঠ্‌ল বেগম সাহেবা! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বেগা। মা! মা! কেন তোকে ছেড়ে দিলুম। দুলারী! দুলারী! আমায় ফেলে কোথা গেলি মা!

সোফিয়া। হাঃ—হাঃ হাঃ—দুলারী তোমায় বুঝি মা ব'লে ডা'কৃত বেগম সাহেবা! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বেগা। তুমি কি পিশাচী!

সোফিয়া। হাঃ হাঃ—ধ'রেছ—ঠিক—পিশাচী ছিলুম না—মানুষে ক'রেছে। যেদিন একটা নূতন জগতের আলো তোমাদের মুখে এসে প'ড়্‌ল—একটা কীর্ত্তির সূর্য্য আমাদের মাথার উপর দিয়ে রক্তের সমুদ্রে ডুবে গেল—যেদিন তোমাদের বিজয়বাদ্যে একটা ঘুমন্ত সমারোহ নেচে উঠ্‌ল—পাঠানের জাগ্রত গরিমা হাহাকারে কেঁদে উঠে মূর্চ্ছা গেল— সেই দিন—মোগল সম্রাজ্ঞী! সেই দিন হ'তে পিশাচী হ'য়েছি।

বেগা। দুলারী! দুলারী! আর কাঁ'দ্‌ব না—তুই ত এ পৃথিবীর ন'স্। তুই যে আস্‌মানের তারা—আস্‌মানে চ'লে গেছিস্। দে মা! খোদার রাজ্য থেকে মোগলের দেহে শক্তি দে—মোগল প্রতিশোধ নিক্।

সোফিয়া। পাঠান সে শক্তি ছাপিয়ে উঠেছে বেগম সাহেবা! কিন্তু সম্রাজ্ঞী! তুমি বড় ভাগ্যবতী—ছিলে আঁধারে—এসেছ আলোকে। মোগল সম্রাজ্ঞী! একবার আমার পায়ে ধর—আমি তোমাকে পাঠান সম্রাজ্ঞী ক'রে দেব।

বেগ। দূর হ রাক্ষসী। দূর হ—আমায় কাঁ'দ্‌তে দে।

সোফিয়া। হাঃ হাঃ হাঃ—যথেষ্ট সময় দেব—কেঁদে ফুরুতে পা'র্‌বে না। বেগম সাহেবা! এখনও ব'ল্‌ছি সাবধান হও—এই উত্থান-পতনের সূক্ষ্ম ব্যবধানে, এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে, সব ভুলে যাও। চিন্তা কর—বেছে নাও—আকাশ না পাতাল—অমৃত না গরল—বেহেস্ত না জাহান্নম।

বেগ। জাহান্নম—জাহান্নম—দূর হ শয়তানি! আমার সুমুখ থেকে দূর হ'য়ে যা।

সোফিয়া। যাব—যাব—তোমাকে একটু একটু ক'রে জাহান্নমের পথে নামিয়ে দিয়ে তবে যাব। মোগল সম্রাজ্ঞী! পায়ে ধ'র্‌তে লজ্জা হ'চ্ছে! হাঃ হাঃ হাঃ—ভাগ্যচক্র ভাগ্যচক্র! একদিন আমি ছিলুম উপরে, তুমি নিম্নে—তারপর তুমি উঠেছিলে উপরে—আমি প'ড়েছিলাম নিম্নে—এখন আবার শিখর হ'তে তোমায় নামিয়েছি—এবার তোমায়—হাঃ হাঃ হাঃ—দাঁড়াও—দাঁড়াও—এখনও অনেক বাকি। শোন বেগম সাহেবা—স্থির হ'য়ে শোন—শেরখাঁ তোমায় দেখে উন্মাদ হ'য়েছে। তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর—যদি না পার—তাহ'লে—উঃ—ভাব্‌তে পা'র্‌ছি না, কি বিষম সেই শাস্তি।

বেগ। খোদা! তোমার শাস্তি কি শুধু দুর্ব্বলের জন্য! শক্তিমান্ যে,—অত্যাচারী যে,—তার কাছে তোমার শক্তিও কি নীরব, নিথর—শেরখাঁকে অভিসম্পাত দিতে তুমিও কি ভয় ক'র্‌ছ খোদা!

সোফিয়া। শেরখাঁর শক্তি খোদার শক্তিকে তুচ্ছ ক'রেছে বেগম

সাহেবা! সাবধান—সহস্র রমণী তোমার মত খোদাকে ডা'কৃতে ডা'কৃতে শেরখাঁর অত্যাচারে ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে।

(বেগে শেরখাঁর প্রবেশ)

শের। মিথ্যাকথা—মিথ্যাকথা। সম্রাজ্ঞী! মোগল সম্রাট্ আগ্রায় পৌঁছেচেন। অনুমতি করুন, সসম্মানে আপনাকে সেখানে পাঠিয়ে দিই।

সোফিয়া। সর্দ্দার! উন্মাদ তুমি—হাতে পেয়ে ছেড়ে দিও না—প্রতিশোধ নাও।

শের। প্রতিশোধ! রমণীর উপর অত্যাচার! খোদার বিপক্ষে বিদ্রোহ! চুপ কর মা! শেরখাঁ শঠ, খল, বিশ্বাসঘাতক; কিন্তু সে যেদিন রমণীর উপর অত্যাচার ক'র্‌তে হাত বাড়া'বে, সেদিন যেন তার দেহের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে যায়—হৃদয়ের সমস্ত শোণিত যেন জমাট হ'য়ে যায়।

সোফিয়া। শেরখাঁ! আমি তোমার পুত্রকে উদ্ধার ক'রেছি—আমার আদেশ—প্রতিশোধ নাও।

শের। স্থির হ'য়ে দাঁড়াও মা! দেহের সমস্ত শোণিত তোমার পায়ে ঢেলে দিই।

সোফিয়া। আমি ছাড়্‌ব না, মুঠোর মধ্যে পেয়েছি—প্রতিশোধ নেব।

শের। সাবধান ভুজঙ্গিনি! বিষ-নিশ্বাস ছেড় না। মোগল সম্রাজ্ঞী! (জানুপাতিয়া) মাতৃস্নেহ কেমন তা ভুলে গিয়েছি—উৎপীড়নের কোলে তুলে দিয়ে জননী আমার অকালে এ জগৎ ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন। পিতা অবিচার ক'রেছিলেন—বিমাতা অত্যাচার ক'রেছিলেন—বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা ষড়যন্ত্র ক'রে পদাঘাতে শেরখাঁকে দূর ক'রে দিয়েছিলো। সংসারের উপর দারুণ বীতশ্রদ্ধায় তাই সেই বাল্যের ফরিদ আজ এই নির্ম্মম শেরখাঁর মত পাষাণ হয়ে গেছে। মোগল সম্রাজ্ঞী! মার মুখ মনে প'ড়েছে—মাতৃহীন আমি—তুমি আমার মা, আমি তোমার সন্তান।

বেগা। পাঠানবীর! পাঠানবীর! এত উচ্চে তুমি! কে বলে তুমি শঠ—তুমি বিশ্বাসঘাতক—তুমি ত মানুষের মত আমার সুমুখে এসে দাঁড়াওনি! একটা বিরাট তীর্থের মত পুণ্যের জ্যোতিঃ মেখে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছ। রমজানের চাঁদের আলোর মত আমার চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছ। পাঠানবীর! আমি যে সব ভুলে যাচ্ছি—আমি যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ না ক'রে থাকৃতে পার্ছি না। শেরখাঁ! তোমার জয় হ'ক—মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ ক'র্ছি মোগলের সিংহাসন তোমার হ'ক—মোগলের মুকুট তোমার শিরে শোভিত হ'ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হুমায়ূনের কক্ষ।

(হুমায়ূন, কামরান, হিণ্ডাল, দিল্‌দার বেগম।)

দিলদার। হুমায়ূন! মৃত্যু দণ্ড দাও।

হুমায়ূন। মা, মা!

দিলদার। হিণ্ডাল নরহন্তা। বিচার কর, মৃত্যু দণ্ড দাও।

হুমায়ূন। একি মূর্ত্তি তোমার মা!

দিলদার। কর্ত্তব্যের দ্বারে স্নেহের এ পাষাণ-মূর্ত্তি। হুমায়ূন! হিণ্ডালের অপরাধে তোমার আজ এই দশা—হিণ্ডালের অত্যাচার ব্যাধির মত সাম্রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়েছে।

কামরান। দাদা! হিণ্ডাল বালক, কুমন্ত্রণায় বিজ্ঞের প্রাণ—

দিলদার। সাবধান কামরান! পাপের পথ অবলম্বন কোরো না।

হুমায়ূন। কোন্ নির্জীব দেশের পাষাণ কেটে খোদা তোমাকে গ'ড়েছেন মা! মা! মা! তুমি যে হিণ্ডালের জননী! চক্ষে জল কই, বক্ষে বেদনা কই মা?

দিলদার। হুমায়ূন! কে বড়? পুত্র না ধর্ম্ম? পুত্র-বাৎসল্য? না কর্ত্তব্যের আহ্বান? স্বার্থের সেবা? না সহস্রের আশীর্ব্বাদ? হুমায়ূন!

চক্ষে জল দে'খ্‌তে পা'চ্ছনা? হয়ত তপ্ত অশ্রুপাতে চক্ষু গ'লে যাবে। বেদনা খুঁজ্‌ছ? হয়ত বক্ষ ফেটে যাবে। তথাপি হুমায়ুন! এ খোদার পরীক্ষা—সাবধান।

হুমায়ুন। খোদার পরীক্ষা! মা! মা! তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি শাস্তি দেব। তবু একটু অবসর দাও মা! আমি একবার চিন্তা ক'র্‌ব—

হিণ্ডাল। খোদা! এমন ভাই আমাকে দিয়েছ! দাদা! নরহন্তা আমি—মোহবশে তোমার মত ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রেছি—মৃত্যু দণ্ড দাও—আমি হাস্‌তে হাস্‌তে [illegible]। মার কথা শুন ভাই! মৃত্যু দণ্ড দাও। (ক্রন্দন)

হুমায়ুন। হিণ্ডাল! ভাই! ভাই! দুনিয়ার পায়ে ধ'রে তোমার প্রাণ ভিক্ষা ক'রে নেবো। মা! মা! হিণ্ডাল যে আমার ভাই, আমার যত্নে গড়া স্নেহ। মা! মা! এরা যে আমার ভাই। আমার দেহের শক্তি, সাম্রাজ্যের ভিত্তি, মুকুটের জ্যোতিঃ। সেখজী! মহাপুরুষ! স্বর্গ হ'তে ক্ষমা কর। খোদা! তোমার কার্য্য তুমি কর। অক্ষম আমি আমায় শাস্তি দাও। আর মা! তোমাকে কি ব'ল্‌ব মা! তুমিও ক্ষমা কর। একবার কাঁদ মা! আমার দুলারী নাই, কিন্তু আমার ভায়েরা আছে। আমার কামরান, আমার হিণ্ডাল—আমার দুর্ভাগ্যের চতুর্দ্দিকে ভাবী সৌভাগ্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। আয় হিণ্ডাল! আয় কামরান! শত্রুকে দেখাই—আজ আর আমি একা নই। [হিণ্ডালকে লইয়া প্রস্থান।

দিলদার। হুমায়ুন! হুমায়ুন! শাস্তি দিলে না! (কাঁদিয়া ফেলিলেন) তুমি যে প্রজার রক্ষক—খোদা! হুমায়ুন আজ স্নেহের দ্বারে কর্ত্তব্যের বোঝা নামিয়ে দিলে—তুমি ক্ষমা কর। (চক্ষে বস্ত্র প্রদান, পরে) কামরান! কই কাঁদ্‌ছ না? কাঁদ—কাঁদ—আর মনে মনে ঈশ্বরকে জানাও, জন্মে জন্মে যেন এমন ভাই পাও। [প্রস্থান।

কামরান। তাইত কি হ'ল!

(আবদারের প্রবেশ)

আবদার। আজ্ঞে, বো'ড়ের কিস্তি মাৎ—

কামরান। আবদার! ফাঁ'স্‌ল না—শেষে কিনা কেঁদে জিত্‌লে!

আবদার। আজ্ঞে জনাব! সংসারে কেঁদে জেতাটা ঠিক বো'ড়ের চা'ল। একবার কেঁদে ফেল্‌লে আর পেছু ফের্‌বার জোটি নেই। গেল—গেল—থা'ক্‌ল থা'ক্‌ল। একবার কাণ ঘেঁসিয়ে যদি ফেল্‌তে পারেন—তাহ'লে আর দেখে কে—আপনার ষড়্‌যন্ত্রও ঘুরে গেল—অশ্বচক্রও ফেঁসে গেল—বিনা খরচায় রাজা কায়দা।

কামরান। আচ্ছা ফিরে পাটে দেখা যাবে। [প্রস্থান।

আবদার। ঘাব্‌ড়াবেন না—একধার থেকে সব তাড়াবে তবে আবদার আগ্রা ছা'ড়্‌বে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রোটাসদুর্গ।

(কারাগারে—মুবারিজ, অন্তরালে চাঁদ)

মুবারিজ। ওঃ—গেল—সমস্ত একহ'য়ে গেল—দুদিন পরে বুঝি মাথাটাও মাটীতে ঠেকে যাবে। তাহ'লে কি হবে! মৃত্যু যে তার চেয়ে ভাল; কিন্তু মৃত্যুত হবেনা। চাঁদ যে আমায় রাজার ভোগে রেখেছে—সে যে বন্দীর আহারের আবরণে বাদসার খানা পাঠিয়ে দেয়—সে যে আমায় মানুষ ক'র্‌তে চেয়েছিলো। ধিক্ মুবারিজ! জ্যেষ্ঠতাতের উপদেশ মনে প'ড়্‌ছে? কাঁদ কাঁদ, মৃত্যুকামনা কর পশু! না—আমি ম'র্‌ব—লৌহ কপাটে আছড়ে প'ড়ে ম'র্‌ব—তাতে যদি না ম'র্‌তে

পারি—অনাহারে ম'র্‌ব—রমণীর অনুগ্রহে আর বেঁচে থাক্‌তে চাইনা—ম'র্‌ব এখনই ম'র্‌ব। (লৌহকপাটে আছড়াইতে উদ্যোগ)

(বেগে চাঁদ প্রবেশ করিলেন)

চাঁদ। মুবারিজ! মুবারিজ!

মুবারিজ। কে? চাঁদ! তফাৎ যাও—আমি ম'র্‌ব।

চাঁদ। আমি তোমাকে মুক্ত ক'রে দিতে এসেছি।

মুবারিজ। চাইনা—রমণীর অনুগ্রহ চাইনা। আমি ম'র্‌ব—

চাঁদ! মৃত্যুত তোমার হাতে নয় মুবারিজ! তার অমিত তেজ মানুষকে যখন দগ্ধ ক'র্‌তে চায়—সাধ্য কি মানুষের—সে প্রকোপ সহ করে। আবার সে যখন উদাসীন থাকে, তখন সাধ্য কি মুবারিজ তাকে ডেকে আনে—এই লৌহ-কপাট হয়ত ভেঙ্গে গুঁড়ো হ'য়ে যাবে

মুবারিজ। তা যদি যায়—আমি তাই'লে একবার আলোয় গিয়ে দাঁড়াব—চীৎকার ক'রে সকলকে ডেকে ব'লব—মুবারিজের দেহে শক্তি আছে—তবে তার প্রাণে বড় জ্বালা—সে ম'র্‌বে তোমরা দেখ।

চাঁদ। আবার ঐ কথা মুবারিজ! প্রাণে এত অনুতাপ জেগেছে!

মুবারিজ। এতটা বুঝি হ'ত না! প্রাণ বুঝি এত কাঁ'দ্‌ত না তুমিই কাঁ'দ্‌তে শিখিয়েছ। চাঁদ! কারাগারের অন্ধকারে তোমার করুণা, তোমার আদর, তোমার যত্ন যখন দেখ্‌তে পাই, তখন না কেঁদে থা'ক্‌তে পারি না। চাঁদ! বড় নেমে গেছি—মানুষের শক্তির বাইরে গিয়ে প'ড়েছি—উপায় নাই—আমি ম'র্‌ব—নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'র্‌ব—লম্পট মুবারিজের জন্য কেউ কাঁদবে না।

চাঁদ। কাঁদ্‌বে বই কি মুবারিজ! কেউ না কাঁ'দুক একজন কাঁ'দ্‌বে।

মুবারিজ! চাঁদ! সে বুঝি তুমি! চাঁদ! শেরখাঁর কন্যা তুমি—সাবধান পশুর সঙ্গে সংস্রব রে'খনা। মান মর্য্যাদা সব যাবে। কিন্তু

চাঁদ। যদি ফির্‌তে পা'র্‌তুম—তাহ'লে—না—গেছে—যা'ক—আর না—আমি ম'র্‌ব।

চাঁদ। কিছু যায় নি মুবারিজ! পুরুষ তুমি—দেহে শক্তি আছে, বক্ষের সাহস ফিরে এসেছে, চক্ষের দীপ্তি ফুটে উঠেছে—আর ভয় কি মুবারিজ! পুরুষ তুমি ঘুমিয়ে ছিলে—উঠে ব'সেছ। বিবেক বুদ্ধি সব জেগেছে—আর কাকে ভয় মুবারিজ!

মুবারিজ। সত্য ব'ল্‌ছ? ফি'র্‌তে কি পা'র্‌ব?

চাঁদ! শুধু ভুলে যাও—যা চ'লে গেছে—শুধু ছেড়ে ফেল—জীর্ণ বস্ত্রের মত তোমার দেহের আলস্য—শুধু মুছে ফেল চক্ষের জল—শুধু কান পেতে শুন কর্ত্তব্যের ডাক। মুবারিজ—যাও মুক্ত তুমি—

মুবারিজ। কোথায় যাব? আমি যে কারাগারে!

চাঁদ। তুমি মুক্ত—যাও—জ্যেষ্ঠতাতের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাওগে—দয়ালু পিতা আমার, তোমাকে ক্ষমা না ক'রে থাক্‌তে পা'র্‌বেন না।

মুবারিজ। আর তুমি চাঁদ! আমার জন্য এই কারাগারে প'চে ম'র্‌বে?

চাঁদ। ক্ষতি কি? আমি নারী, তুমি পুরুষ—তুমি বেঁচে থা'ক্‌লে দেশের অনেক কাজ হবে।

মুবারিজ। চাঁদ! চাঁদ! এত ভালবাস তুমি আমাকে (হস্তধারণ)

চাঁদ। বাসি—বুঝি এত ভাল কেউ বাসে না।

মুবারিজ। আর আমি—তোমার মাথার উপর একটা অত্যাচারের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স'রে দাঁড়াব! না—তাই যাব, তা না গেলে—আমার পশুবৃত্তি পরিস্ফুট হবে না ত! তাই যাব—চাঁদ! তুমি প'চে মর আর আমি—আমিও আর ফির্‌ব না চাঁদ! আমি একবার মোগলকে দেখাব,—মুবারিজ যুদ্ধ ক'র্‌তে পারে কিনা। তারপর যদি শত্রুর হাতে ম'রতে পারি, তবেত বেহেস্ত পেলুম—না পারি—নিজের বুকে নিজে ছুরি

মা'র্ব। আমি ম'র্ব—আর ফির্ব না। তাই যাবার আগে চাঁদ! এস একটিবার— (চুম্বন করিতে উদ্যত ও শেরখাঁর প্রবেশ)

শের। সাবধান মুবারিজ! চাঁদ! জান আমি তোমার দুর্দ্দান্ত পিতা—জান এ মুক্তিদানের পরিণাম কি?

চাঁদ। জানি বাবা! এই কারাগারে আমাকে প'চে ম'র্তে হবে।

শের। পা'র্বে? বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে বল—পা'র্বে?

চাঁদ। দুর্দ্দান্ত পিতার দুর্দ্দান্ত কন্যা আমি—কেন পা'র্ব না বাবা?

শের। মুবারিজ! নারীর অনুকম্পায় মুক্তি চাও?

মুবারিজ। বড় যন্ত্রণা—উঃ মানুষে বুঝি সহ্য ক'র্তে পারে না!

শের। তাই বুঝি অবোধ রমণীর স্কন্ধে সে যন্ত্রণার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে চোরের মত স'রে যাচ্ছ?

চাঁদ। না বাবা! স্বেচ্ছায় এ বোঝা আমি মাথায় নিয়েছি।

মুবারিজ। না না—আমি জোর ক'রে—না—মিথ্যা ব'লে ভুলিয়ে রেখে চোরের মত পালাচ্ছি। কিন্তু আমি আর সে মুবারিজ নই। প্রাণের ভেতর থেকে কে যেন ব'ল্ছে মুবারিজ মানুষ হয়েছে,—চাঁদের ডাকে তার বিবেক বুদ্ধি সব জেগেছে।

শের। মুবারিজ! কঠোরতর যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত হও।

মুবারিজ। উঃ উঃ, ম'রে যাব—এর চেয়ে যন্ত্রণা বুঝি পশুতেও সহ্য ক'র্তে পারে না—পশুর ন্যায় ছট্ ফট্ ক'রে ম'রে যাব। আমায় মুক্তি দিন! আমি মৃত্যুর ভয়ে মুক্তি চাইছিনা—আমি ম'র্ব, মানুষের মত ম'র্ব, দেশের জন্য, জাতের জন্য মানুষ যেমন মাটির উপর শুয়ে তলোয়ারের উপর মাথা রেখে মরে—সেই রকম ম'র্ব—আমায় মুক্তি— (জানুপাতিল)

শের। অসম্ভব মুবারিজ! তোমার পাপে নিরীহ অবলার কারাদণ্ড হ'ল।

মুবারিজ। আমার পাপে! তাহ'লে—না, সহ্য ক'র্ব। কঠোরতর

যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌ব। চাঁদকে মুক্তি দিন। সে যে আমার দেহে শক্তি এনে দিয়েছে—হৃদয়ে ভক্তি এনে দিয়েছে—আমার মুক্তির পথে আলো ধ'রেছে।

চাঁদ। বাবা! চাঁদ সাধ ক'রে এ কারাদণ্ড বেছে নিয়েছে। সে পাঠানের মেয়ে, যন্ত্রণাকে ভয় খায় না। কিন্তু বাবা! তার মঞ্জরিত বাসনা,—তার মুকুলিত সাধনা—নষ্ট ক'রে দিও না। সে যে একটা লুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধার ক'রেছে—একটা সুপ্ত প্রাণকে অনেক ডাকে জাগিয়েছে। বাবা! সে যে একটা গলিত বিবেকের শুশ্রূষা ক'রে তাকে বিচারের পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাবা! তার এ কীর্ত্তিটুকু জগৎকে জান্‌তে দাও—নষ্ট ক'রে দিওনা। বাবা! মুবারিজকে মুক্তি দাও—চাঁদ সাধ ক'রে কারাগার বেছে নিয়েছে।

শের। না, তা হবেনা। আমি বিচার ক'রে শাস্তি দেব। কাউকে মুক্তি দেব না। এক কারাগারে দুজনকে আবদ্ধ ক'র্‌ব—এক দণ্ডে দুজনকে দণ্ডিত ক'র্‌ব! চাঁদ! চাঁদ! এই নাও মা! (উভয়ের হস্ত ধরিয়া) যে আঁধারের বুকে তুমি আলোর সমারোহ তুলে দিয়েছ—যে পাথরের বুকে তুমি দেবতার মূর্ত্তি এঁকেছো—যে দেহে তুমি নূতন ক'রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রেছ—এই নাও মা! সে দেহ আজ হ'তে তোমার। মুবারিজ! ভ্রাতুষ্পুত্র আমার—নিষ্ঠুর নই আমি—কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্নেহের এই অত্যাচার—অভিমান ক'রনা বাপ! আজ পূর্ণ আমার কামনা—সফল চাঁদের সাধনা। [প্রস্থান।

মুবারিজ। চাঁদ! চাঁদ! (আলিঙ্গন)

চাঁদ। মুবারিজ! মুবারিজ!

(গীত)

বাহুতে দাও ধরা বাহু বাড়ায়ে,
ওগো সাধনার ধন, মাণিক রতন, অঙ্গে রহোগো জড়ায়ে।
আজি পুলকে ভূলোক কাঁপিয়া, জানাক জগৎ ব্যাপিয়া
হৃদয়ের প্রীতি, মিলনের গীতি, যা'ক গো বিশ্বে ছড়ায়ে॥
(আজি) বাঁধনে মিলন, মিলনে বাঁধন, অটুট হ'ক ধরায় এ।
তুমি জনমে জনমে, জীবনে মরণে, রেখ রেখ তব চরণ ছায়ে।

তৃতীয় দৃশ্য।

আগ্রা দরবার-গৃহ।

(হুমায়ূন, কামরান, হিণ্ডাল, বাইরাম, মন্ত্রী প্রভৃতি সভাসদ ও নিজাম)

হুমায়ূন। বল, কি চাই? তোমার যা প্রাণ চায়—মণি, মুক্তা, পান্না, জহরৎ—না, তা কেন—তোমার যা ইচ্ছা বল, প্রাণ খুলে বল—ভয় ক'রনা—সঙ্কুচিত হয়োনা—নিজাম! তুমি আমায় প্রাণ দিয়েছো—যা চাইবে, তোমায় তা দিতে পা'র্‌ব না! নিশ্চয় পা'র্‌ব।

নিজাম। তাইত কি নিই—মণি মুক্তো কত নেব। না—সেই মাগী ব'লেছিলো রাজ্য নিতে—যা নিলে ধন দৌলতও আ'স্‌বে—বাদসাই স্ফূর্তিও হবে। বেশ ব'লে দিয়েছে।

হুমায়ূন। ভাবছ? ভাব, বেশ ক'রে ভেবে বল—ভয় ক'রনা, সঙ্কুচিত হ'য়োনা।

নিজাম। জনাব! আমাকে বাদসাই দিন।

হুমায়ূন। বাদসাই কেন?—মণি মুক্তা পান্না জহরৎ—যত ইচ্ছা চাও না নিজাম!

নিজাম। জনাব! ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছি বটে কিন্তু—

হুমায়ূন। না না—অপরাধ হ'য়েছে। নিজাম! বন্ধু! অভিমান ক'রনা। আমি শুধু ভা'ব্‌ছিলুম—মোগলের সিংহাসন আর—না, আমায় ক্ষমা কর। নিজাম! তোমায় অর্দ্ধদিনের জন্য সিংহাসন ছেড়ে দিলুম, আজকার রাজকার্য্যের ভার তোমার উপর—এস—(বসাইয়া দিলেন)

মন্ত্রী! রাজার আজ্ঞা পালন কর। [প্রস্থান।

কামরান। মূর্খ, মূর্খ তুমি মোগল সম্রাট! [কামরানের প্রস্থান।

বাইরাম। সব যদি যায়, এটুকু কীর্ত্তি বুঝি কখনও যাবে না! [প্রস্থান।

হিণ্ডাল। এত উচ্চে! এযে ধারণার অতীত! ধন্য সম্রাট! ধন্য ভাই! [প্রস্থান।

নিজাম। এইবার একটু স্ফূর্ত্তির জোগাড় দেখ মন্ত্রী! গোল গাল টুক্‌টুকে এক ঝাঁক মেয়ে মানুষ—গালে টোকা মা'র্‌লে রক্ত ফেটে প'ড়্‌বে। আহাহা! হুকুম কর,—হুকুম কর। এত গুলো লোক এসেছে, এরাও একটু আরাম পাবে।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা! [প্রস্থানোদ্যত।

দরবারস্থিত ব্যক্তিগণ। হায়! হায়! আমাদের দশায় কি হবে।

মন্ত্রী। ব্যস্ত হয়োনা সব—সবুর কর। [প্রস্থান।

নিজাম। (চারিদিকে তাকাইয়া) বা, বা, বা—দিনের বেলায় চাঁদের আলো! ঝুড়ি ঝুড়ি নক্ষত্র যেন কে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। বাহবা কি বাহবা! দেওয়াল গুলো অবধি হাঁসছে! বাবা একেই বলে বাদশাই—ভাবনা নেই—চিন্তা নেই,—সোণার বিছানায় শুয়ে—মণি মুক্তোর বালিস মাথায় দিয়ে, পান্না জহরের হাওয়া খেতে খেতে—কেবল মেয়ে মানুষের গান শোনো—কেবল মেয়েমানুষের গান শোনো—কেবল মেয়েমানুষের গান শোনা। (গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীদল আসিল)

(গীত)

আমরা প্রেমের ভিখারিণী।
বিয়োগে মিলনে, কুটীরে ভবনে, তোমাদের অনুগামিনী॥
(আমরা) প্রখর রবির কিরণ পারা।
(মোরা) বরিষার মেঘ ঢালগো (অমিয়) ধারা॥
(আমরা) আঁধারে ভ্রমি হয়ে দিশে হারা।
(মোরা) আলো ধ'রে ডাকি "এসো পথহারা॥"
কত সাধিয়ে, কত কাঁদিয়ে, শেষে ভুলায়ে সবারে পথে আনি।
(মোরা) বিনামূল্যে করি যা কিছু দান।
(আমরা) প্রতিদানে শুধু শিখায়েছি অভিমান॥
ভালবাসা বাসি, প্রাণে মেশামিশি।
(ছুটো) মিষ্টি কথার কাঙ্গালিনী।

ও হো হো—কোতল কর, কোতল কর, ধর ধর—তোমরা আমায় ধর।

নর্ত্তকী। বক্‌সিস্ জনাব।

নিজাম। আহাহা—তা আর ব'লতে। মণি মুক্তো পান্না জহর দিয়ে বড় বড় গরুর গাড়ী বোঝাই ক'র্‌ব আর এক এক থানার উপর এক এক জনকে বসিয়ে নিয়ে যাব।

নর্ত্তকী। তবে আমরা চল্লুম জনাব। [প্রস্থান।

নিজাম। আহাহা! গেলে গা গেলে! তা যাও—শুধু রূপে ত পেট ভ'র্‌বে না—কিছু দানা যোগাড় ক'রে নিই, তারপর তোমাদের সঙ্গে চিঁহি ক'র্‌ব। মন্ত্রী! মন্ত্রী! (মন্ত্রীর প্রবেশ) আমি খয়রাত ক'র্‌ব, গরীব দুঃখীকে আমি বিলুব। দুথলে মণি—চা'র থলে মুক্ত, ছথলে পান্না, আটথলে জহর, দশথলে সোণার ট্যাকা আমাকে এনে দাও। আমি নিজের জন্য কিছু চাই না।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা। (যাইতে উদ্যত)

নিজাম। আর একটা কথা—আমার ষাঁড়টা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তার পিঠে একটা মসক চাপান আছে—সেইটা থেকে সোণার ট্যাকার মাপে গোল গোল ক'রে কেটে নিয়ে এস—আমি সেগুলোকে সোণার দামে চালা'তে চাই। [মন্ত্রীর প্রস্থান।

এ সব আমার চাই ব'ল্‌লেও পা'র্‌তুম—সেটা ভাল দেখায় না। বেড়ে ফন্দি খাটান গেছে—দেওয়া যাক ফাঁক ক'রে মাগী খাসা ব'লে দিয়েছে—কিন্তু বাবা! ছুঁড়ী কটাকে না বাগিয়ে যাচ্ছিনা। যাক—(দরবারস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রতি) ওহে, তোমরা আর ব'সে কেন? আর গান হবে না আজ—স'রে পড় সব—দে'খ্‌তে এসেছ মিনি পয়সায় তামাসা—পেট ভরিয়ে খেতে চাও যে। স'রে পড়—

১ম ব্যক্তি। তামাসা দেখ্‌তে আসিনি সম্রাট! আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

২য় ঐ। প্রাণের দায়ে এ'সেছি জাঁহাপনা!

তৃতীয় ঐ। আমরা ধনে প্রাণে ম'র্‌তে ব'সেছি জনাব! তামাসা দেখ্‌তে আসিনি।

বহুব্যক্তি। বিচার করুন জনাব! বিচার করুন—আমাদের রক্ষা করুন। (মন্ত্রী ও অর্থের থলি লইয়া দুইতিন জন প্রবেশ করিল)

নিজাম। এনেছ? বেশ ক'রেছ; কিন্তু এই লোকগুলো বড় চীৎকার ক'র্‌ছে মন্ত্রী! এদের বিদেয় ক'রে দাও।

মন্ত্রী। এরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজা, দরবারে প্রাণের বেদনা জানা'তে এসেছে।

নিজাম। বাদশার কাছে!

মন্ত্রী। তবে কার কাছে আ'স্‌বে জনাব! প্রজার কর্ম্মসূত্র যে রাজারই কর-ধৃত।

(বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। জনাব! শেরখাঁ মোগল রাজ্য আক্রমণ ক'রে দেশ ধ্বংস ক'র্‌ছে—আদেশ করুন।

নিজাম। শেরখাঁ! সে কে? না না এসব আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না; আমাকে জব্দ ক'র্‌বার জন্য এ সব মত্‌লব। বাদশার কার্য্য এসব নয়—এই সব ঝাঁক ঝাঁক মেয়ে মানুষের গান শুন্‌তেই ত দিন রাত ফুরিয়ে যাবে—সময় পাবে কোথায়?

বাইরাম। এ সব বাদশার কাজ নয়! তবে কার? লক্ষ লক্ষ প্রাণের শুভাশুভ যাঁর আজ্ঞাধীন এ কাজ তাঁর নয়! না—একাজ সেই মহাপুরুষের। বড় গুরুভার বাদশার দায়িত্ব—

নিজাম। মন্ত্রী! মন্ত্রী! তোমাদের বাদশাকে ডাক।

মন্ত্রী। জনাব! (ইতস্ততঃ করিলেন)

নিজাম। এই রকম ক'রে বুঝি তোমরা বাদশার হুকুম তামিল

কর? যাও—ডাক—কেন শুন্‌বে? তোমাদের বাদশাকে আমি কোতল ক'র্‌ব। (হুমায়ূনের প্রবেশ)

হুমায়ূন। এই আমি এসেছি—হুকুম কর নিজাম! (নিজামের দ্রুত অবতরণ ও হুমায়ূনের পদধারণ)

নিজাম। জনাব! জনাব! আমায় রক্ষা করুন।

হুমায়ূন। একি! একি!

নিজাম। পায়ে ধরি—মাপ করুন জনাব! আমায় এক মাগী শিখিয়ে দিয়েছিল জনাব! আমি চোর ডাকাত মিথ্যাবাদী।

হুমায়ূন। নিজাম! বন্ধু! একি তুমি এমন ক'র্‌ছ কেন?

নিজাম। দোহাই জাঁহাপনা! ছোট লোক আমরা, মনে ক'র্‌তুম রাজা রাজড়ারা পরের পয়সায় কেবল স্ফূর্ত্তি করে—তা নয়—তাঁদের মাথায় বড় ভারি বোঝা—সে বোঝা প'ড়্‌লে শুধু রাজার ঘাড় ভাঙ্গে না—সেই বোঝার চাপে হাজার হাজার প্রজা প্রাণে মারা যায়। দোহাই জনাব! রক্ষা করুন। আমি শুধু আপনাকে ফাঁকি দিইনি, আপনার অমূল্য সময় নষ্ট ক'রেছি—হাজার লোকের অনিষ্ট ক'রেছি—আপনার জিনিষ আপনি ফি'রে নিন—আমায় বিদায় দি'ন।

হুমায়ূন। না নিজাম! ঠিক ব'লেছ—যথার্থই রাজা রাজড়ারা প্রজার রক্তপাতে অনন্দ করে। মন্ত্রী! শুধু এ ধন রত্ন নিজামের নয়—তাকে জায়গীর দাও। সমাগত প্রজাদের ব'লে দাও—আমি অপরাহ্নে দরবার ক'র্‌ব—আর দেখ তা'দের যেন কোন কষ্ট না হয়—নিজাম! এস কোন ভয় নাই—

নিজাম। না জনাব! আমার কিছু চাইনা— [সকলের প্রস্থান।

দরবারস্থিত ব্যক্তিগণ। জয় হ'ক—বাদশার জয় হ'ক। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

জঙ্গল মধ্যস্থিত ভগ্ন মস্‌জিদ

(সোফিয়া ও আদিল আসিয়া প্রবেশ করিল)

আদিল। এ যে নিবিড় জঙ্গল।

সোফিয়া। ভয় হ'চ্ছে ? হাতে তলোয়ার র'য়েছে—বাঘ যদি বেরোয় কা'ট্‌তে পা'র্‌বে না ?

আদিল। এ জঙ্গলে বাঘের চেয়ে তোমার আমার মত মানুষকেই ভয়।

সোফিয়া। কে— এ কথা কেন আদিল! আমি কি তোমার কখনও কোন উপকার করিনি ?

আদিল। তুমি উপকার করনি! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছ।

সোফিয়া। তবে আমায় অবিশ্বাস কেন আদিল ?

আদিল। তবে কাকে অবিশ্বাস ক'র্‌ব ? সুলতান-কন্যা! সরল উদার সেই বালকের মোহনমূর্ত্তি ভুল্‌তে পারিনি। সাহাজাদি! সে কি তুমি ? সে যে মুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল—তুহিনের মত শীতল—দর্পণের মত স্বচ্ছ—ফুলের একটি গুচ্ছ। সাহাজাদি! সেই তুষারের মাথার উষার মুকুট, আগুনের ফুল্কি দিয়ে কি ক'রে সাজালে! সেই সুরভি সিক্ত স্নিগ্ধ শ্বাসে বিষের জালা কি ক'রে মেশালে!

সোফিয়া। এই কথা আদিল! এস আমায় বিশ্বাস কর। এখানে শুধুই যে বাঘ ভালুক থাকে, তা নয়।

আদিল। বুঝেছি সাহাজাদি! একটা অতীত গরিমা খোদার আশীর্ব্বাদ বুকে ক'রে পড়ে আছে। কিন্তু আমায় এখানে কেন ?

সোফিয়া। তোমায় দেখাতে, যে প্রাণে শুধু হিংসার কোলাহল—বিষের গর্জ্জন শুনেছ—লহরে লহরে সেই প্রাণে কত [illegible] উৎসব, কত প্রেমের রাজ্য, কত মিলন গীতির সৃষ্টি হ'চ্ছে।

আদিল। বিচিত্র কি নারী! স্বজন প্রভাতে সমস্ত বৈচিত্র্যটুকু যে তুমিই চেয়ে নিয়েছিলে। আশ্চর্য্য কি নারী! বক্ষের কটাহে, স্নেহের উত্তাপে হৃদয়ের সমস্ত শোণিত গলিয়ে সুধার উৎসে তুমিই ত সৃষ্টির মুখে ঢেলে দাও—তরুণ সৃষ্টি আকণ্ঠ পান ক'রে তোমারই করুণায় অরুণ কিরণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে। আবার তুমিই ত নারী! সৃষ্টির বুকের উপর দাঁড়িয়ে তাণ্ডব নৃত্য কর—হিংসার গর্জ্জনে প্রলয়কে ডেকে আন।

সোফিয়া। আদিল! আমি তোমায় ভালবাসি।

আদিল। হৃদয়ের সমস্ত রক্ত দিয়ে পূজা ক'র্‌লেও বুঝি তার প্রতিদান হয় না। প্রাণদাত্রী! আমিও তোমায় ভালবাসি।

সোফিয়া। ভালবাস? ভালবাস? (উঠিয়া দাঁড়াইলেন)।

আদিল। এ দেহ যে তোমার সাহাজাদি! ভালবাস্‌ব না।

সোফিয়া। তবে এস আদিল! পায়ের তলায় এ মাটী নয়—এ তীর্থের রেণু মক্কার মাটী—সম্মুখে এই ধর্ম্মরাজের জয়পতাকা। এস আদিল! শপথ করি—আজ হ'তে আমি তোমার—তুমি আমার।

আদিল। সে কি—অসম্ভব—(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

সোফিয়া। অসম্ভব কেন আদিল? অতীতই একদিন বর্ত্তমান ছিল—ভিখারিণীরই একদিন ঐশ্বর্য্য ছিল।

আদিল। সম্রাট-নন্দিনী! আজ যদি প্রথম দেখা হ'ত, তাহ'লে হয়ত আদিল ভুলে যেত। কিন্তু সুন্দরী! আমি যে দেখেছি—এক চক্ষে তোমার উদাস দৃষ্টি—অন্য চক্ষে ভ্রূকুটী সৃষ্টি। এক চক্ষে ধারা তোমার—এক চক্ষে হাসি। আমি যে শুনেছি—লক্ষ গীতির মধুর ঐক্যতান—আবার পাছে পাছে লক্ষ যুগের প্রলয়ের গান। কেমন ক'রে বিশ্বাস ক'র্‌ব—কেমন ক'রে তোমায় জীবনের সঙ্গিনী ক'র্‌ব নারী! না—তা পা'র্‌ব না।

সোফিয়া। আদিল! আদিল! ভেঙ্গে দিও না।

আদিল। ভুলে যাও—শক্তিস্বরূপিণী নারী! এস পাঠানকে জাগাবে এস।

সোফিয়া। আদিল! যাও—চ'লে যাও।

আদিল। তাই যাই—বৈচিত্রময়ী নারী! তোমাদের এক এক কণা বৈচিত্র নিয়ে পৃথিবীর বিস্ময় গুলি বুঝি গড়া! [প্রস্থান।

সোফিয়া। ভেঙ্গে গেল—ছিঁড়ে গেল—আদিল! আদিল! না—কেন? অশ্রু ঝ'রো না—পুড়ে যাবে সব। কিসের দুঃখ—কিসের হাহা-রব—হাস হাস—আনন্দ কর।

(গীত)

ভেঙ্গে গেছে মোর সোণার স্বপন
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
(আজি) হৃদয় ভরিয়া উঠিছে কেবল
মরণভেদী হাহাকার।
যেদিকে তাকাই (শুধু) নাই নাই নাই
সকলি গিয়াছে চলিয়া।
আছে বাকী শুধু জীর্ণ স্মৃতিটুকু
তাই লয়ে মরি কাঁদিয়া।
টুটে গেছে আশা, মিছে কেন আশা
ফিরে আসা আশা নাহিক আর।

একি গান গাইলুম! এ যে ব্যথায় বেজে উঠ্‌ল—ক্ষোভে কেঁদে উঠ্‌ল। আদিল! আদিল!

(পিস্তল হস্তে গাজিখাঁর প্রবেশ)

গাজি। এই যে এসেছি—শয়তানি! খুঁজে পেয়েছি—কে তোকে রক্ষা করে। (পিস্তল লক্ষ্য)

সোফিয়া। কে? চিনেছি—চিনেছি—মা'র্‌বে, না ম'র্‌তে চাও?

(কটিবন্ধ হইতে পিস্তল বাহির করিল) না—না—(পিস্তল নিক্ষেপ) মার মার—বড় জ্বালা—(নিজের বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন)

গাজি। মা'র্‌ব না! শয়তানি! এই মর—

(পিস্তলের ঘোড়া টিপিতে গেল, সহসা আদিল আসিয়া গাজিখাঁকে গুলি করিলেন)

গাজি। ইয়া—আল্লা—(মৃত্যু)

সোফিয়া। কে? আদিল! কেন আমায় বাঁচা'লে—কেন আমায় ম'র্‌তে বাধা দিলে? না—আদিল! না—আমি ম'র্‌ব—তোমায় ভালবাসি আমি—এস—সঙ্গে যাবে এস—সঙ্গে যাবে এস—

(পিস্তল কুড়াইয়া আদিলের প্রতি লক্ষ্য করিলেন)

বিস্মিত হ'য়োনা—নারী আমি—বল—কেন আমায় বাঁচালে?

আদিল। হত্যায় ক্ষেপেছ উন্মাদিনী! শুন নারী! আজ ঋণ পরিশোধ। [প্রস্থান।

সোফিয়া। (কিছুক্ষণ পরে) কই—কই হাতের পিস্তল হাতে র'য়ে গেল—মা'র্‌তে ত পার্‌লুম না। না—না—যাও—একা আমি সহস্র হ'য়ে তোমাকে অনুসন্ধান ক'র্‌ব—বিভিন্ন মূর্ত্তিতে তোমার সুমুখে দাঁড়াব—প্রয়োজন হয় ঘৃণ্য বারবিলাসিনীর বেশে তোমার গায়ে ঢ'লে প'ড়্‌ব। দেখ্‌ব সে আক্রমণ তুমি কেমন ক'রে প্রতিহত কর—দেখ্‌ব আদিল! তুমি তখন আমার পায়ে ধর কি না।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। প্রেমে প'ড়েছ মা!

সোফিয়া। হাঁ বাবা! অন্যায় হ'য়েছে কি?

ফকির। কাজ বাকী র'য়েছে যে মা!

সোফিয়া। কাজ সেরে এসেছি—আর যাব না।

ফকির। (ক্রুদ্ধভাবে) সেরে এসেছিস্! তোর সমস্ত চেষ্টা বৃথা

হয়েছে। এতদিন যে হিণ্ডালকে তুই হুমায়ুনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রেছিলি, সেই হিণ্ডাল আবার ভাইয়ের সঙ্গে মিলেছে—তাদের মিলিত শক্তিতে কাল্পীর রণক্ষেত্রে শেরখাঁ পরাজিত হয়েছে। হুমায়ুনের অর্থবল হানি ক'র্‌তে ভিস্তিকে তুই পাঠিয়েছিলি—সে রাজ্য হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছে—সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে।

সোফিয়া। বেশ হ'য়েছে—কাজ সেরে এসেছি, আর যাবনা।

ফকির। অভিমান ক'রেছিস্! আবার ব'ল্‌ছিস্ সেরে এসেছিস্—পাঠান যে অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে—শেরখাঁ যে উন্মাদ। মোগল যে পাঠানের প্রতিপত্তি একেবারে নষ্ট ক'র্‌তে মহাসমারোহে যুদ্ধ আয়োজন ক'রেছে।

সোফিয়া। যা'ক, ডুবে যা'ক—কিসের দুঃখ।

ফকির। কিসের দুঃখ! সুলতান-কন্যা! পাণিপথের রক্তছবি মনে প'ড়্‌ছে না! পিতার ছিন্ন মুণ্ড!

সোফিয়া। চুপ কর—চুপ কর, ফকির—চেঁচিও না—

ফকির। চেঁচাব না! অভিমানে সব পণ্ড ক'র্‌ছিস—কাজ সেরেছিস্! একি! কাঁদছিস্ যে! কাঁদ—কাঁদ—দূর হ'য়ে যা—

সোফিয়া। বাবা! কি করি! অভিমান ভুলে যাব?

ফকির। আগুন ছোটা—

সোফিয়া। তাই যাই বাবা! একবার দেখি যদি ফিরা'তে পারি।

ফকির। যা মা! পাঠানের এ জীবন মরণের সন্ধিস্থল। যেটা ছেড়েছো, সেটা গ্রহণ কর; যেটা ধ'রেছ, সেটা ছেড়ে দাও।

সোফিয়া। না বাবা! হুকুম কর—দুটোই নিয়ে কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

ফকির। ডুবে যাবি।

সোফিয়া। ডুবে যাব! কিন্তু এ যে বড় কঠিন—

ফকির। কঠিনটাই সহজ ক'রে নিতে হবে। যাও মা! সময় ব'য়ে যায়।

সোফিয়া। তাই হোক ফকির, কঠিনটাই বেছে নিলুম—পারি কি হারি। [প্রস্থান।

ফকির। যাও নারী— [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

যুদ্ধ ক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

(জালাল ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুবারিজ আগমন করিলেন)

জালাল। ধন্য তোমার সাহস মুবারিজ! ধন্য তোমার যুদ্ধ কৌশল। আজ তুমি পাঠানকে রক্ষা ক'রেছ।

মুবারিজ। কোথায় রক্ষা ক'রেছি—এখনও দুর্দ্দান্ত গোলন্দাজ রুমিখাঁর সাক্ষাৎ পাওনি জালাল! এস দাঁড়িয়োনা—হুমায়ূন কোথায়, অনুসন্ধান কর, বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে হবে। আজকার যুদ্ধ জয়ে পাঠানের অভ্যুত্থান—পরাজয়ে পতন—এস ছুটে এস! [প্রস্থান।

(হুমায়ূনের প্রবেশ)

হুমায়ূন। ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! লক্ষ বীরের জন্মভূমি! লক্ষ-কীর্ত্তি-কিরীটিনী! তুমি না কবির কবিতা, যুগের প্রতিভা! তুমি না পুণ্য জ্যোতিঃর হিরণ কিরণ—তরল স্নেহের পূত ক্ষরণ! আজ এ কি মূর্ত্তি! তুফানে বিমানে একি এ নৃত্য—রন্ধ্রে, রন্ধ্রে একি এ ধ্বনি! ওঃ—বুঝেছি—আজ তুমি একটা যুগ পাল্‌টে দিতে ব'সেছ—একটা জাতিকে চির বিদায় দিতে সেজেছ। বুঝেছি—আজ মোগলের পালা এসেছে—তাই বুঝি আকাশে বাতাসে আজ বিষের জ্বালা—তুফানে তুফানে অভিসম্পাত। (ছদ্মবেশী একটী সৈনিকের প্রবেশ)

সৈন্য। জনাব! হাতী তৈয়েরি।

হুমায়ুন। কে তুই? হাতী সাজাতে কে তোকে ব'ল্লে?

সৈন্য। পাঠানের গুলিতে ছুট্‌তে ছুট্‌তে ঘোড়াটা ম'রে গেল দেখে গোলাম জনাবের জন্য—

হুমায়ুন। না না চ'লে যা গোলাম, অনেক জানোয়ার মেরেছি—আর না—

সৈন্য। আপনাকে দেখ্‌লে ছত্রভঙ্গ মোগল প্রাণ দি'য়ে যুদ্ধ ক'র্‌বে।

হুমায়ুন। ক'র্‌বে? ঠিক ব'ল্‌ছিস? তবে চল্‌—তবে চল্‌।

(যাইতে উদ্যত ও পিস্তল হস্তে আবদারের প্রবেশ)

আবদার। যাবেন না। ও হাতী পাঠানের—আপনাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র হ'য়েছে। এ লোকটা পাঠান—

(আবদার গুলি করিলেন)

সৈন্য। (নেপথ্যে) ইয়া আল্লা—(পতন ও মৃত্যু)

আবদার। দেখ্‌লেন জনাব! চ'লে আসুন—

হুমায়ুন। তাইত—কিন্তু আমি ঐ হাতী চ'ড়্‌ব—আমায় দেখ্‌তে না পেলে বিশ্বাসঘাতক মোগল প্রাণ দি'য়ে যুদ্ধ ক'র্‌বে না। না না আমি ধরা দেব—আমি ঐ হাতী চ'ড়্‌ব—বড় জ্বালা। [প্রস্থান।

আবদার। জনাব, জনাব, দাঁড়ান। মাহুতটা ম'ল বটে—শত্রু লুকিয়ে আছে কি না দেখতে হ'বে। (প্রস্থান ও রুমিখাঁ আসিল)

রুমি। মোগল পালাচ্ছে—আগে ভীরু মোগলগুলোকে গুলি কর—তা নইলে শৃঙ্খলা আ'স্‌বে না। তারপর পাঠানকে দেখাও রুমিখাঁ কেমন গোলন্দাজ সৃষ্টি ক'রেছে। (তুর্য্যধ্বনি) দাসত্ব ক'র্‌তে বড় ভালবাসি আমি, কিন্তু শুধু ঘৃণ্য দাসত্বের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মেখে ফিরে যেতে চাই না। আমি চাই—প্রভুর উন্নতির প্রত্যেক সোপানটিতে বীরের পায়ের চিহ্ন রেখে যেতে—অবনতির প্রত্যেক স্তরটিতে পরাজয়ের গরিমা মাখিয়ে রেখে যেতে।

(নেপথ্যে) বাইরাম—বাইরাম—রুমিখাঁ—রুমিখাঁ—

রুমি। একি ! জাঁহাপনার কণ্ঠস্বর ! জনাব ! জনাব ! (প্রস্থানোদ্যোগ)

(সোফিয়ার প্রবেশ ও পশ্চাৎ হইতে রুমিখাঁকে আহ্বান)

সোফিয়া। রুমিখাঁ ! রুমিখাঁ !

রুমি। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) রূপ, না এ ছবি !

সোফিয়া। রুমিখাঁ ! চিন্‌তে পা'র্‌ছ না বুঝি ? তা পা'র্‌বে কেন— পুরুষ যে তুমি—

রুমি। কণ্ঠস্বর, না এ বংশীধ্বনি ! রুমিখাঁ ! কই—এত রূপ ত আমি কখন দেখিনি—তবে কেমন ক'রে ব'ল্‌ব চিনি—না—সাবধান—(প্রকাশ্যে) সুন্দরী !

সোফিয়া। তাই কি ! সে চক্ষু কি তোমার এখনও আছে রুমিখাঁ।

রুমি। (স্বগত) একি ! এ যে প্রেমের ছবি—ছবির গান ! রুমিখাঁ ! বুঝি কঠিন জীবনের অবসান আজ !

সোফিয়া। বাহাদুরসাকে মনে প'ড়ে ?

রুমি। পড়ে বই কি সুন্দরী ! (স্বগত) কিন্তু কই এ রূপ ত সেখানে দেখিনি—না—তা কেন—এ অযাচিত সৌভাগ্য—মাথা পেতে নাও রুমিখাঁ ! (প্রকাশ্যে) সুন্দরী ! মনে প'ড়েছে—মনে প'ড়েছে—

সোফিয়া। কাকে ধন্যবাদ দেব ! তোমাকে না খোদাকে ?

রুমি। তুমি এখানে কেন সুন্দরী ?

সোফিয়া। তুমি এখানে কেন রুমিখাঁ ?

রুমি। গোলাম আমি—প্রভুর আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে এসেছি।

সোফিয়া ! তোমার বাহাদুর সা থা'ক্‌তে পারে—হুমায়ুন থা'ক্‌তে পারে—আমার কি কেউ থা'ক্‌তে নেই পাষাণ !

রুমি। (স্বগত) বুঝেছি আমায় উপলক্ষ্য। (প্রকাশ্যে) বেশ —আর কিছু ব'ল্‌বার আছে ? সুন্দরী ! থাকে প্রাণ খুলে বল

আমি দাঁড়িয়ে শুন্‌তে প্রস্তুত আছি। না থাকে বল—আমার বড় তাড়াতাড়ি।

সোফিয়া। তাত হবেই—না—যাও আর কিছু ব'ল্‌বার নাই।

রুমি। বেশ তাহ'লে (প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া) সুন্দরী! বেশ ক'রে ভেবে দেখে তোমার যা প্রাণ চায় আমাকে বল—

(সোফিয়া গম্ভীর হইলেন, রুমিখাঁ দুচার পা যাইয়া ফিরিল)

সুন্দরী! আমার বিবেক বুদ্ধি সব আছে বল—প্রাণ খুলে বল—কিছু যদি ব'ল্‌বার থাকে—একটু ভাব, হয় ত মনে প'ড়বে।—তাহ'লে—

(যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিল)

তাহ'লে—তাহ'লে—(প্রায় বাহির হইয়া যায় এমন সময়ে)

সোফিয়া। শোন শোন—আমার মনে প'ড়েছে।

রুমি। (দ্রুত আসিয়া) বল—বল—তাইত বল্লুম-ভাব'লেই মনে প'ড়বে।

সোফিয়া। বিবেক বুদ্ধিহীন রুমিখাঁ! প্রভু যে তোমায় আর্ত্তকণ্ঠে আহ্বান ক'র্‌লে! কই গোলাম! প্রভুর উদ্ধারে গেলে না! বিবেক যে তোমার তুচ্ছ রমণীর রূপের পায়ে তার কর্ত্তব্যের বোঝা নামিয়ে দিলে! মূর্খ রুমিখাঁ! এই বিবেক নিয়ে তুমি গোলামি ক'র্‌তে এসেছ! গোলাম! এই বুদ্ধি নিয়ে মোগলকে রক্ষা ক'রতে এসেছ!

রুমি। একি!

সোফিয়া। ভয় নাই কামান্ধ কুকুর। মিত্র নই আমি—শত্রু। আমি মোগলের শত্রু—তোমার শত্রু। যাও মূর্খ। এখনও যাও—দেখ তোমার কর্ত্তব্য ত্রুটীতে হুমায়ূন বুঝি গঙ্গার জলে ডুবে যায়। (নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি—রুমিখাঁ চমকিয়া উঠিল) পাঠান! পাঠান! রুমিখাঁকে বন্দী কর। [বেগে প্রস্থান

রুমি। এঁ্যাঃ-এঁ্যাঃ—শয়তানি—শয়তানি—(গুলি করিল)

(নেপথ্যে—হাঃ হাঃ হাঃ—ব্যর্থ ব্যর্থ রুমিখাঁ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জাহ্নবীতীর।

(হুমায়ূনের প্রবেশ)

হুমায়ূন। আবার জেগেছিল—হাতীর পিঠে বাদশাকে দেখে ভীরু মোগল আবার যুদ্ধে মেতেছিল—আবার পাঠান ডুবছিল—হাতী ম'রে গেল—অপদার্থ মোগল আবার ডুবে গেল। মোগল! যুদ্ধ কর—হুমায়ূন মরেনি এখনও বেঁচে আছে—যুদ্ধ কর।

(শের শার প্রবেশ)

শের। এইবার পেয়েছি—এস হিন্দুস্থানের ভাগ্যবিধাতা! অস্ত্র ধ'রে আজ শেরখাঁর হস্ত হ'তে তোমার সাধের সাম্রাজ্য রক্ষা কর।

(আক্রমণ উদ্যোগ)

না—না—অস্ত্রাঘাত ক'রব না—তুমি ত শুধু মোগল সম্রাট নও—তুমি যে সেই হুমায়ূন—বিলাসী হ'লেও তুমি সৎ, মহৎ। সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনে অসমর্থ হ'লেও—তুমি উদার, মহাপুরুষ। তুমি এত সৎ, এত মহৎ যে এই অভিশপ্ত সংসারে বিমাতার অশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হ'য়েছ—বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের দেহের শোণিতের মত যত্ন ক'রেছ। মহান্ উদার বাদসা! নগণ্য ভিস্তিকে তুমি মোগলের সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছো—না—এ আদর্শ আমি নষ্ট ক'রে দিতে চাই না। এস বাদসা! সন্ধি করি—আজ হ'তে এ মোগল রাজ্য অর্দ্ধেক মোগলের—অর্দ্ধেক পাঠানের।

হুমায়ূন। আর—তুমি—পাঠানবীর তুমি! তুমি যে শত্রুপত্নীকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও একটু সুবিধা নাওনি—মা ব'লে ডেকেছো—শত্রু হ'য়েও শত্রুর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছো। অর্দ্ধবিজয়ী বীর! খোদা যখন আজ দু'হাত ধ'রে তোমাকে সিংহাসনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন—তখন সন্ধি

ক'রে তোমার এ বিজয় গরিমার হ্রাস ক'র্‌তে চাই না—এস পাঠানবীর! অস্ত্রধর—যুদ্ধ ক'রে আজ পূর্ণ বিজয়ের অধিকারী হও।

শের। মা ব'লে ডেকেছি—না—তোমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌তে পা'র্‌ব না। মোগল সম্রাট্! এ বুকে বড় জ্বালা—যাকে স্পর্শ ক'র্‌বো সেই জ্বলে যাবে—না—আমি এই নিশ্চেষ্ট দাঁড়িয়ে রইলুম।

হুমায়ুন। কিন্তু শত্রু তুমি—আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না।

শের। কর সম্রাট্! তবে আক্রমণ কর—এই আমি স্থির দাঁড়িয়ে রইলুম—যখন বড় অসহ্য হ'বে—শুধু আত্মরক্ষা ক'র্‌ব—তোমাকে হত্যা ক'র্‌ব না।

হুমায়ুন। তাহ'লে আমিই বা তোমাকে কি ক'রে আক্রমণ করি।

শের। তবে কাজ নাই—আক্রমণ প্রতিআক্রমণে সম্রাট্! যাও বাদসা। ভবিতব্যতার উপর নির্ভর ক'রে আবার মোগলকে উত্তেজিত করগে—এস ভাই! মোগল পাঠানকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবার দুজন দুজনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হই—ভাগ্যে যা আছে, তাই হ'ক। পাঠান! পাঠান! মোগলকে আক্রমণ কর। [প্রস্থান।

হুমায়ুন। ভাগ্যবান্ হুমায়ুনকে এ আবার কি এক নূতন দৃশ্য দেখালে খোদা! না না—শত্রুর মহত্বে মুগ্ধ হ'য়ে শক্তি হারিয়ো না হুমায়ুন। মোগল! মোগল! আক্রমণ কর, পাঠানকে ধ্বংস কর।

(প্রস্থান ও মুবারিজের প্রবেশ)

মুবারিজ। সৈন্যগণ! এখনও সম্পূর্ণ বিজয়ী হ'তে পারনি। এখনও একবার মোগল জিতছে, একবার পাঠান জিতছে—এখনও পাঠান জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছে—কর—আক্রমণ কর, জীবিত বা মৃত হুমায়ুনকে বন্দী ক'রে নিয়ে চল।

(মুবারিজের প্রস্থান ও সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। পাঠান! পাঠান! আবার বাদশা হাতী চ'ড়েছে.

আবার মোগল প্রাণ পেয়েছে। কোন দিক লক্ষ্য ক'র না—সমস্ত শক্তিতে শুধু বাদশাকে আক্রমণ কর। তাহ'লেই জয়। [প্রস্থান।

(রুমিখাঁ ও বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। বাদশাকে আর দে'খতে পাচ্ছ রুমিখাঁ ?

রুমি। কই আরত দে'খতে পাচ্ছি না। (আবদারের প্রবেশ)

আবদার। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, একটা হাতী ম'রে গেল—আবার একটা নূতন হাতী সংগ্রহ ক'রে বাদশাকে অনুসন্ধান ক'রছিলুম, বাদশাকে পেয়েছিলুম সেনাপতি! বাদশা হাতীর উপর চ'ড়তে না চ'ড়তে অসংখ্য পাঠান আমাদের পেছু নিলে, হাতী ক্ষেপে গেল—আমাকে ফেলে দিয়ে হাতীটে জাহাপনাকে নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ল—উঁচু পাড় ভেঙ্গে হাতীটে উঠতে পা'র্‌লে না—এই ধারে ভেসে আসছে।

বাইরাম। ঐ যে—ঐ যে আবদার! হাতীর পিঠে ঐ যে বাদশা! ঐ যে মহাত্মা বাবরশার কীর্ত্তিস্মৃতি একটা মুমূর্ষু জাতির জীর্ণ কঙ্কাল! ক'রেছিস কি গঙ্গা! আবার গ্রাস ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিস! না না তাহবে না—বাইরাম বেঁচে থা'কতে তা পা'র্‌বি না—এই তোর উদর বিদীর্ণ ক'রে কেমন ক'রে আজ বাইরাম বাদশাকে রক্ষা করে দেখ।

(ঝম্প প্রদান)

আবদার। রুমিখাঁ! এস সকলে মিলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বাদশাকে রক্ষা করি।

(সোফিয়া, মুবারিজ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সোফিয়া। কোথায় যাবে রুমিখাঁ! আপাততঃ মৃত্যুর মুখে ঝাপিয়ে পড়। (রুমিখাঁকে গুলি করণ ও রুমিখাঁর পতন)

মুবারিজ। আক্রমণ কর—

আবদার। পা'র্‌লুম না সেনাপতি! তোমাকে সাহায্য ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না—খোদার কাছ হ'তে শক্তি চেয়ে নাও। রক্ষা কর—বাদশাকে

রক্ষা কর। যতক্ষণ আবদারের শক্তি থা'কবে, ততক্ষণ সে একটি প্রাণীকেও জলে নামতে দেবে না। (যুদ্ধকরণ)

সোফিয়া। সকলে মিলে আক্রমণ কর—আবদারকে হত্যা কর।

আবদার। উঃ—আর পা'রলুম না সেনাপতি! বাদশাকে রক্ষা কর—প্রভুকে রক্ষা কর। (পতন)

সোফিয়া। বাস এই 'বার সকলে এই গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়—ঐ হুমায়ুন ভেসে যাচ্ছে—ঐ বাইরাম তাকে রক্ষা ক'রতে গঙ্গায় ভেসেছে—ঝাঁপিয়ে পড়—ঝাঁপিয়ে পড়—দুজনকেই টুটি চেপে ধ'রে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মার।

সৈন্যগণ। আল্লাহোঃ—(ঝম্পপ্রদানে উদ্যোগ)

(বেগে শেরশার প্রবেশ)

শের। সাবধান—একটি পা যে জলে দেবে—তাকে আমি হত্যা ক'রব—স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ সব—দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য, দুনিয়ার গৌরব গঙ্গার জলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাণের দায়ে হজরতের নাম নিচ্ছে। সাবধান—একপদ কেউ অগ্রসর হয়োনা—রাজ্য নিয়েছি—প্রাণ নেবো না। স্থির হ'য়ে দেখ—মানব জীবনের এক একটি অঙ্কের সমাপ্তি কেমন ক'রে হয়।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আগ্রা প্রাসাদ।

[শেরখাঁ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট।
পুত্রগণ, ফকির প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান—
ফকিরের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীত।]

গীত।

এস হে মহান্ কীর্ত্তিগরীয়ান্ নবীন সাজে সাজিয়া
এস শিশুর অধরে হাসির মত, পড়োগো বিশ্বে গলিয়া
এস আঁধার জীবনে সোণার উষা খোদার আশীষ বাণী
অশ্রু বেদনা ভাঙ্গিয়া উঠুক বিশ্বে গভীর মঙ্গল ধ্বনি।
এস বিশ্বপ্রেমের গানের মত, আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া॥
এস হে মহান্ কীর্ত্তিগরীয়ান্ নবীন সাজে সাজিয়া॥
এস প্রকৃতির মত দয়া মায়া ফুলে সারাটি অঙ্গ ঢাকিয়া
বস বিচার আসনে বিবেকের মত ন্যায়ের দণ্ড ধরিয়া
কর পুণ্যের সেবা, কীর্ত্তির পূজা, দুষ্টেরে কর বলিদান
দাও তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার আহার পীড়িতেরে কর ত্রাণ।
জনকের মত গম্ভীর হইয়া, জননীর স্নেহে গলিয়া
এস হে মহান্ কীর্ত্তিগরীয়ান্ নবীন সাজে সাজিয়া॥

ফকির। শেরশা! খোদার কৃপায় আজ তুমি জয়ী—একটা গরিমার আভা তোমার মুখে ফুটে উঠেছে—একটা মহিমার সমারোহ

তোমার সাধনার পথে নেচে চ'লেছে। শেরশা! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার সাধনা!

শের। খোদার কৃপায়—আপনার আশীর্ব্বাদে।

ফকির। কিন্তু তুমি রাজা নও শের শা! তোমার মুকুটের জ্যোতিঃ—ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিও রাজা নয়। তোমার সিংহাসন, বাহুর শক্তি, অসির তীক্ষ্ণতাও রাজা নয়। যদি প্রজার সুখে তৃপ্তি পাও—প্রজার দুঃখে কাঁ'দতে পার—তবেই তুমি রাজা। যদি পিতার মত গম্ভীর বেদনা বুকে ক'রে—মাতার মত তরল আশীর্ব্বাদ সঙ্গে নিয়ে, সিংহাসনে ব'স্‌তে পার—তবেই তুমি রাজা। তা না হ'লে রাজ্যের ব্যাধি তুমি—মহামারী তুমি—অভিসম্পাত তুমি।

শের। একটা জাতির উৎসাদন ক'রে—একটা যুগের কীর্ত্তি নষ্ট ক'রে—আমি সিংহাসনে ব'সেছি। আমি রাজা নই—প্রজার গোলাম।

ফকির। না শের! গোলামেরও জীবনে স্বাধীনতা আসে—তোমার জীবনে স্বাধীনতা কখনও আ'স্‌বে না। তুমি গোলাম নও শের! তুমি রাজ্যের জনক-জননী—তুমি বিবেকের দাস—বিবেকের শুশ্রূষা ক'র্‌তে তোমার জন্ম।

শের। তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌ছি—প্রজার দুর্দ্দশা, দেশের অভাব, রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারের কথা আমাকে যে জানাবে—তাকে আমি প্রচুর পুরস্কার দেব—রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌ব—বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন ক'র্‌ব।

ফকির। শের! পূর্ণ হবে কামনা তোমার। প্রস্থান।

সভাসদ। জয় সম্রাটের জয়—

(মুবারিজের প্রবেশ)

মুবারিজ। জ্যেষ্ঠতাত! কামরান পাঞ্জাব ছেড়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে সন্ধি ক'রেছে।

শের। সামান্ত পাঞ্জাবের গোডে তুমি সে শয়তানকে শাস্তি না দিয়ে ফিরে এলে? সে যে মহাপাপ ক'রেছে। ভাই হ'য়ে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ ক'রেছে—কি ক'র্‌লে মুবারিজ! এমন শাস্তি দিয়ে এলে না, যা শেরশার রাজত্বে বিভীষিকার মত, ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'তে ভয় দেখাবে।

মুবারিজ। আমায় ক্ষমা করুন জ্যেষ্ঠতাত! তার স্ত্রী পুত্র কন্যার কাতর ক্রন্দন আমি উপেক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না।

শের। দু কোটা চোখের জলের অনুরোধে মস্ত বড় একটা কর্ত্তব্য ভুলে এসেছ? যা'ক—কিন্তু এ আমার মনের মত হ'লো না মুবারিজ! জালাল! এবার বন্দী বাইরামকে নিয়ে এস।

জালাল। যথা আজ্ঞা। [প্রস্থান।

(বন্দী বাইরামকে লইয়া জালালের প্রবেশ)

শের। বন্ধন খুলে দাও—বন্ধন খুলে দাও।

(সিংহাসন হইতে অবতরণ ও স্বয়ং বন্ধন উন্মোচন)

শের। বাইরাম! বল তুমি কি চাও?

বাইরাম। কিছু চাই না সম্রাট! নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে, বাদশাকে তাঁর স্বাধীন জীবনের নূতন অধ্যায় আবৃত্তি ক'র্‌তে দিতে পেরেছি, আর আমি কিছু চাই না সম্রাট!

শের। কিছু চাও না? ব্যাঘ্রের গহ্বরে এসে দাঁড়িয়েছ, শত্রুর হাতে প'ড়েছ, কিছু চাও না!

বাইরাম। না সম্রাট! আমি মুক্তি চাই—

শের। মুক্তি চাও! আশ্চর্য্য! বেশ, যদি তোমায় মুক্তি দিই, তুমি কি ক'র্‌বে বাইরাম?

বাইরাম। কি ক'র্‌বো? না—না—ব'ল্‌বো—কটু হ'লেও ব'ল্‌বো। আমি বাদশাকে অনুসন্ধান ক'র্‌ব সম্রাট! শক্তি কোথায় খুঁজবো। নূতন

ক'রে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন ক'র্‌বো, এবার এমন ক'রে গ'ড়ব, যা দেখে পাঠান আতঙ্কে মাটীতে ব'সে প'ড়্‌বে।

শের। স্পর্দ্ধার কথা বাইরাম! এত সাহস! কিন্তু মনে পড়ে সেই মোগল সম্রাট বাবরশার রাজত্বের দিন? আমি সামান্য সৈনিকের কার্য্য ক'র্‌তুম। তোমরা যা ক'র্‌তে পা'র্‌তে না, আমি তা সম্পাদন ক'র্‌তুম। কিন্তু তোমরা বাবরশার কাছে, আমার সে বিজয়-গরিমা বিকৃত বর্ণনে নিজেদের ক'রে নিতে, তারপর উৎপীড়নে লাঞ্ছনায় গঞ্জনায় আমায় দূর ক'রে দিতে চেষ্টা ক'র্‌তে।

বাইরাম। মনে পড়ে শেরখাঁ—আজ বাদসা তুমি—সে অত্যাচারের আজ ভাল ক'রে প্রতিশোধ নেবে, তাও জানি। উন্মাদ আমি, তাই তোমার কাছে মুক্তি চেয়েছিলুম। না—কিছু অন্যায় হবে না—আজ বাইরাম যদি শেরশা হ'ত, আর হ'ত সে আজ বড় কঠিন শাস্তি বাইরামকে দিত।

শের। শাস্তি দিতে? সত্য ব'ল্‌ছ?

বাইরাম। সত্য ব'ল্‌ছি—এমন শাস্তি দিতুম, যাতে সে বুঝ্‌তো যে, সে মস্ত বড় একটা মহাপাতকের সৃষ্টি ক'রেছে।

শের। কিন্তু আমি তোমায় শাস্তি দেব না বাইরাম! আমি বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন ক'র্‌লুম। ভাই! তুমি ত আমায় শত্রুর মত লাঞ্ছিত করনি—উৎপীড়নের আবরণে আমার দেহে শক্তি ঢেলে দিতে। বন্ধু! সে লাঞ্ছনা, সে গঞ্জনা, সে উৎপীড়ন, আমার পুরুষকার জাগিয়ে দিত—নূতন সঙ্কল্পে দৃঢ় হ'তে ব'ল্‌ত—নূতন অধ্যবসায়ে সে সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত ক'র্‌তে উৎসাহ দিত। যাও বাইরাম! মুক্ত তুমি।

বাইরাম। একি সম্ভব! না, না, মুক্তি দিও না বাদশা! মুক্তি দিলেও বাইরাম কৃতজ্ঞ হ'তে পা'র্‌বে না। তার প্রাণে বড় আশা, বড় দৃঢ় সঙ্কল্প—সে বেঁচে থা'ক্‌লে পাঠানের মস্ত বড় একটা কণ্টক থেকে যাবে।

শের। কে কবে কোন্ দেশে পাঠানের ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মত উদয় হবে ব'লে শের আগে হ'তে তার উচ্ছেদ ক'র্‌তে চায় না। যাও বাইরাম! যাও বন্ধু! প্রাণে যখন তোমার এই অতুল অধ্যবসায়—এমন আকাঙ্ক্ষা—এমন দৃঢ় সঙ্কল্প,—তখন যাও প্রভুভক্ত বীর! তোমার বাদশার অনুসন্ধান কর'গে। শোক-দুঃখের আগুনে তোমার সোণার বাদশার বিলাসী প্রাণটুকু পুড়িয়ে খাঁটী ক'রে নিয়ে এস—পার যদি তোমার এ জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের রংএ রং ফলিয়ে কণ্ঠহারের মত ভারতের বক্ষে দু'লিয়ে দাও। ভারত আদর ক'রে বক্ষে ধ'রে থা'ক্—পাঠান সসম্ভ্রমে তার সম্মুখে মাথা নোয়াক্। যাও বন্ধু, মুক্ত তুমি।

বাইরাম। আশা করিনি—মৃত্যু স্থির ক'রে শুধু তোমায় পরীক্ষা ক'র্‌তে আমি মুক্তি চেয়েছিলুম—পরীক্ষায় কৃতকার্য্য:বীর! মহান্ উদার বাদশা! পাঠানসাম্রাজ্য চির অক্ষুণ্ণ থা'ক' ব'লে বাইরাম আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে পা'র্‌বে না। তবে বাইরাম পাঠানের হ'য়ে খোদাকে জানা'চ্ছে—যতদিন ভারতে শেরশা থা'ক্‌বে, ভারতবর্ষ যেন শেরশার যশোগান করে—যতদিন ইতিহাস থা'ক্‌বে, শেরশার নাম যেন সে আদর ক'রে বুকে ধ'রে থাকে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যোধপুর।

(মল্লদেব, কুম্ভ, হুমায়ুন।)

হুমায়ুন। একটু আশ্রয় রাজা! মহান্ উদার রাজপুত-রাজ! একটু করুণা—ক্ষুধায় পেট জ্ব'লে গেলেও আহার চাইবনা—অশ্রুজলে চক্ষু ভ'রে গেলেও কেঁদে তোমার গৃহে অশান্তি জাগাবনা—শুধু একটু আশ্রয়—র'র্‌তে পা'র্‌ছি না ব'লে শুধু একটু আচ্ছাদন—

মল্লদেব। ক্ষমা করুন সম্রাট্! আমি নির্ব্বিবাদে থা'ক্‌তে চাই—এ

বয়সে—না—উৎপাত, উপদ্রব আমি সহ্য ক'র্‌তে পা'র্‌ব না—যান—এস্থান ত্যাগ করুন।

কুম্ভ। ব'ল্‌ছেন কি মহারাজ! রাজপুতের জীবন নিয়ে জন্মেছেন, ক্ষুদ্র উপদ্রবের ভয়ে আশ্রয়-প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান ক'রে, রাজপুতের ইতিহাসে একটা উপদ্রব রেখে যে'তে চান—অগ্রগামী রাজপুতকে সমস্ত জাতির পশ্চাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে যে'তে চান!

মল্লদেব। রাজপুতের নাম ইতিহাসে যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, আমি তাই ক'র্‌ছি। তর্ক ক'র না। যান সম্রাট্! বিবেচনা ক'রে দেখেছি—আমি আশ্রয় দিতে পারি না।

হুমায়ূন। দয়ার্দ্রচিত্তে আর একবার বিবেচনা করুন মহারাজ! আজ দীনহীন হুমায়ূন—আপনার দ্বারে একটু আশ্রয়—একটু সহানুভূতি—একটু কৃপার জন্য যুক্তকরে দণ্ডায়মান—রাজা! পথশ্রমে আমি ক্লান্ত—আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত—সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত—শত্রু মিত্রের আশ্রয়দাতা রাজপুত! একটু আশ্রয়—একটু দয়া—

মল্লদেব। দয়া ক'রে আমি নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আ'ন্‌তে পারি না—যা'ন সম্রাট! দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ করুন—আমি পা'র্‌ব না।

কুম্ভ। পা'র্‌তেই হবে মহারাজ! রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়স্বজন সর্ব্বস্ব বিনিময়েও রাজপুতের এ গরিমা উজ্জ্বল রা'খ্‌তে হবে। এমন সুযোগ আর আ'স্‌বেনা রাজা! রাজপুতের ইতিহাস কীর্ত্তির অক্ষরে খচিত ক'র্‌তে—রাজপুতের জীবন সহস্রগুণে গৌরব-বিমণ্ডিত ক'রে দিতে এমন দিন আর পাবেন না। দি'ন মহারাজ—আশ্রয় দি'ন—আজ হিন্দুস্থানের ভাগ্য-বিধাতাকে আপনার কুটীরে আশ্রয় দিয়ে ধন্য হ'ন—রাজপুতের মত লক্ষ বিপদ তুচ্ছ ক'রে—রাজপুতের নামের সার্থকতা জগৎকে দেখান।

মল্লদেব। একজন উন্মাদের উপর তাহ'লে এতদিন সেনাপতিত্বের

ভার দিয়ে এসেছি! তোমায় নিজের শক্তির কথা একবার ভা'ব ছনা—কেবল—না—এ তোমার উদারতা নয় কুম্ভ—এ তোমার উন্মত্ততা।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। উন্মত্ততা! এই সজীবতা উন্মত্ততা বাবা! তাই যদি হয়—তবে বল বাবা, এই উন্মত্ততায় রাজপুতের সমস্ত ইতিহাসখান গড়া কিনা—সিন্ধুরাজ দাহিরের আত্মবিসর্জ্জন হ'তে- রাণা সংগ্রাম সিংহের জীবন-সংগ্রাম পর্য্যন্ত একটি ক'রে পাতা উল্টে দেখ বাবা—এক একটি গুরু গম্ভীর উন্মত্ততায় আত্মহারা হ'য়ে, এক একটি মহাপুরুষ—এক একটি রাজপুত কর্ম্মবীর সর্ব্বস্ব পণ ক'রে, স্থিরলক্ষ্যে ছুটে চ'লে গেছেন—তাঁরা জয় পরাজয় কাকে বলে, জা'ন্‌তেন না বাবা! কুরুক্ষেত্রের সেই মর্ম্মবাণী মাধবকণ্ঠ-নিঃসৃত সেই মহান মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, অন্যায়ের বিপক্ষে বিবেকের খড়্গ উচ্চ ক'রে স্ফীতবক্ষে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন—কত যুগ চ'লে গেছে, কিন্তু রাজপুতের কীর্ত্তি মলিন হয়নি—পৃথিবীর পরমায়ুর সঙ্গে সঙ্গে সেই কীর্ত্তি উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হ'চ্ছে।

মল্লদেব। রাণা সংগ্রামসিংহের শত্রুর বংশধর—না—কিছুতেই না—

কমলা। ভুল ক'রেছ—সে দিন চ'লে গেছে বাবা! গুর্জ্জর সম্রাট সেই দুর্দ্দান্ত বাহাদুর সার অত্যাচারের কথা স্মরণ কর—মহারাণা সংগ্রাম সিংহের বিধবা মহিষী রাণী কর্ণাবতীর কাহিনী ভুল না—সেই পবিত্র রাখীর কথা স্মরণ কর—আজ তোমার দ্বারে কে বাবা! সেই প্রবল পরাক্রান্ত মোগল বাদশা—সেই দয়ার্দ্র-চিত্ত, পরদুঃখ-কাতর, হিতব্রত হুমায়ূন—যিনি রাণী কর্ণাবতীর রাখী ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ ক'রে—সমস্ত রাজপুতের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন—যিনি বাহাদুর-হস্ত হ'তে রাণা সংগ্রামের চিতোর রক্ষা ক'রে আমাদের মুখ উজ্জ্বল ক'রেছিলেন—যা তোমরা পারনি বাবা—যিনি নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে তা সম্পাদন ক'রেছিলেন। শত্রু নয় বাবা! বিধাতার

ভবিতব্যে যে বাবরশা একদিন রাজপুতের বক্ষ তাদের চক্ষের জলে সিক্ত ক'রেছিলেন—তাঁরই পুত্র—এই মহাত্মা হুমায়ুন—দু হাত দিয়ে সেই অশ্রু যে মুছিয়ে দিয়েছেন বাবা!

মল্লদেব। চুপ কর্ কমলা। আমাকে আর শিক্ষা দিতে আসিস্ নে। সরল কথা তোরা কিছুতে বুঝ্‌বি না। শক্তি কোথা? শেরশা মোগলের এত বড় একটা শক্তিকে যখন নিমেষে চুরমার ক'রে দিলে—তখন সে শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়া'তে মল্লদেবের শক্তি কোথা?

কমলা। শক্তি আকাশ থেকে নেমে আ'স্‌বে বাবা! একবার অভয় দাও, একবার ভাই ব'লে ডাক, একবার বুকে জড়িয়ে ধর—দেখ্‌তে পাবে, দেবতার শক্তিতে তোমার হৃদয় ভ'রে উঠেছে—প্রতি শিরা উপশিরায় রাজপুতের রক্ত নৃত্য ক'র্‌ছে—প্রতি লোমকূপ দিয়ে সে শক্তির উত্তেজনা ফুটে বেরুচ্ছে। আশ্রয় দাও বাবা! বাদশা আজ ফকির হ'য়েছে—আশ্রয় দাও। প্রয়োজন হয়, আশ্রিতের জন্য প্রাণ দিয়ে এমন কীর্ত্তি সঞ্চয় ক'রে যাও—যা সহস্র পৃথিবী জয় ক'র্‌লেও উপার্জ্জন ক'র্‌তে পা'র্‌বে না—যা দ্বাপরে অষ্টবজ্র সম্মিলনে পাণ্ডব-গৌরবের মত রাজপুতের ইতিহাসকে পুরাণের মহিমায় মহিমান্বিত ক'রে রা'খ্‌বে।

মল্লদেব। না—না—অসম্ভব—যা'ন সম্রাট—আমার উচিত—আপনাকে বন্দী ক'রে শেরশার হস্তে সমর্পণ করা—কিন্তু আমি রাজপুত—তা ক'র্‌ব না—সময় দিচ্ছি যা'ন সম্রাট! এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ করুন—নতুবা—

কমলা। তা'হলে আমি আশ্রয় দিলুম বাবা—এস সেনাপতি। বিকৃত-মস্তিষ্ক রাজার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ—প্রয়োজন হয়, উন্মত্ত রাজাকে বন্দী কর—রাজপুতবীর! বর্ম্মের মত আশ্রিতের শরীর শত্রুর আক্রমণ হ'তে রক্ষা কর—আসুন বাদশা! আজ আপনি আমাদের অতিথি।

মল্লদেব। হুমায়ুন! হুমায়ুন! জান্‌তুম তুমি সৎ মহৎ উদার—

কিন্তু একি তোমার অত্যাচার! দুর্ভাগা বাদশা! ভাগ্যদোষে নিজের রাজ্য হারিয়েছ—আজ আবার একটি শান্তি-কুটীরে অন্তর্বিপ্লবের আগুন জ্বেলে দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিতে চাও! দেখ্‌ছ ;কি—কন্যা পিতৃদ্রোহী—সেনাপতি রাজদ্রোহী—আর একটু পরে—

হুমায়ুন। ঠিক ব'লেছেন মহারাজ! এই আমি চল্লুম—

কমলা। কোথায় যাবেন বাদশা!

হুমায়ুন। পথ ছাড় মা! প্রাণের ভেতর দারুণ আশঙ্কা জেগেছে! পথ ছাড়—শক্তি পেয়েছি—যেতে পা'র্‌ব—ছেড়ে দাও মা—আমার সঙ্গে সঙ্গে হাহাকার চ'লেছে—পালাও—পালাও—আমাকে যেতে দাও। এখানে আর নয়—না, এখানে কেন—এ দেশে আর নয়—এ ভারতবর্ষে আর নয়। পিতৃভূমি সেই তুর্কস্থান অভিমুখে চ'ল্‌লুম—যতদিন সুযোগ না পাই, তত দিন আর এ ভারতবর্ষে নয়। [বেগে প্রস্থান।

কমলা। ওঃ! আজ রাজপুতের কীর্ত্তিস্তম্ভ একটি আঘাতে তুমি ভেঙ্গে দিলে বাবা! রক্তে গড়া একটা পবিত্র সমৃদ্ধি তস্করের ভয়ে আবর্জ্জনার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে! কিন্তু স্থির জে'ন রাজা! যে শেরশার ভয়ে তোমার কম্পিত বিবেক আজ কর্ত্তব্য ভুলে গেল—সেই শেরশার হস্ত হ'তে তুমি পরিত্রাণ পাবে না। ঐশ্বর্য্য মদমত্ত পাঠান অচিরেই রাজপুতের ধ্বংসে ছুটে আ'স্‌বে। একটা না একটা মূর্ত্তিতে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিচারের দেশ থেকে নেমে আ'স্‌বে।

(মুবারিজের প্রবেশ)

মুবারিজ। সময় বড় কম—তাই অনুমতির অপেক্ষা করিনি,—আমার বেয়াদফি মাপ ক'র্‌বেন!

মল্ল। আপনার পরিচয়?

মুবারিজ। পাঠান-সম্রাট শেরশার ভ্রাতুষ্পুত্র আমি—আমার নাম মুবারিজ।

মল্ল। এঁ্যাঃ—এঁ্যাঃ—কি প্রয়োজনে এসেছেন সাজাদা!

মুবারিজ। বিশেষ কিছু নয়—তবে একটা কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি।

কমলা। দাও বাবা! যুক্তকরে জানু পেতে ব'সে পাঠানকে কৈফিয়ৎ দাও—কমলার আবেদন আকাশে পৌঁছেচে—হুমায়ূনের দীর্ঘশ্বাসে দেবতার প্রাণে ব্যথা জেগেছে। দাও বাবা! কৈফিয়ৎ দাও—

মল্ল। কই, জ্ঞানতঃ কিছু অপরাধ ত করিনি—কৈফিয়ৎ—

মুবারিজ। গুরুতর অপরাধ—হুমায়ূনের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে আপনার রাজ্যাভিমুখে আমরা ছুটে আ'স্‌ছিলুম—আশা ক'রেছিলুম হুমায়ূনকে বন্দী ক'রে আমাদের হস্তে সমর্পণ ক'র্‌বেন; কিন্তু শুন্‌লুম নির্ব্বিঘ্নে হুমায়ূন এ রাজ্যের উপর দিয়ে চ'লে গেছে। শীঘ্র এর কৈফিয়ৎ দিন—

মল্ল। কে ব'ল্লে? না না—কই আমি ত এ সব কিছু—

কমলা। সাবধান বাবা! রাজপুতের জিহ্বায় মিথ্যা ব'লো না। পাপের বোঝা আর বাড়িয়ো না বাবা! যে পাপ ক'রেছ, তা রাজপুতকে সহস্র যোজন নিম্নে নামিয়ে দিয়েছে—এখনও সময় আছে। বৃদ্ধ রাজা! বুকের ভেতর থেকে তোমার জড়ত্ব দূর ক'রে ফেল—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা নিংড়ে বা'র ক'রে দিয়ে রাজপুতের ভঙ্গিমায় সোজা হ'য়ে দাঁড়াও! শুনুন সাজাদা! মোগল সম্রাটকে আশ্রয় দেওয়া উচিত ছিল আমাদের; কিন্তু সামর্থ্য অভাবে তা পারিনি—আমরা তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি—পালিয়ে যেতে সুবিধা ক'রে দিয়েছি। প্রয়োজন হয়—

মুবারিজ। আমাকে রাজার সঙ্গে কথা কইতে দাও মা!

মল্ল। না না—আর প্রয়োজন নাই—আমারও ঐ কথা—তাঁহাকে ছেড়ে দিয়েছি—বেশ ক'রেছি—যান সাজাদা! আর কিছু শুন্‌তে চাই না। শেরশাকে বলুনগে রাজপুত এর কৈফিয়ৎ অস্ত্রের মুখে দেবে। যান—

মুবারিজ। উত্তম—তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। [প্রস্থান।

মল্ল। আমায় ক্ষমা কর কুন্ত!

কুম্ভ। রাজা! রাজা! আজ এক নবীন উৎসাহে আমার বক্ষ ফুলে উঠেছে - আনন্দে আমার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হ'য়ে আ'স্‌ছে---আজ আমরা আপনাকে ফিরে পেয়েছি। চলুন রাজা---রাজপুতকে শত্রু উপেক্ষা ক'রেছে---রাজপুতকে শত্রু ভ্রুকুটী দেখিয়েছে---চলুন রাজা সে ভ্রুকুটী-কুটিল চক্ষু উপ্‌ড়ে ফেলে দিতে হবে।

মল্ল। চল সেনাপতি---চল্‌ মা কমলা---আর একবার জ্বলে উঠবি চল্‌---অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ রাজাকে আজ যেমন ক'রে ক্ষেপিয়ে দিলি, তেমনি ক'রে সমস্ত রাজপুতকে ক্ষেপিয়ে দে। গুরু গম্ভীর উন্মাদনায় রাজপুত আবার একখানা ইতিহাস গ'ড়ে ফেলুক।---বেজে উঠ মা! দ্বাপরের সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খের মত বেজে উঠ---রণোন্মাদে মত্ত ক'রে সমস্ত রাজপুতকে শত্রুর বিরুদ্ধে ছুটিয়ে দে---শত্রু মূর্চ্ছিত হ'য়ে রাজপুতের পদতলে লুণ্ঠিত হ'ক! [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাঠান শিবির।

(শেরশা, জালাল, মুবারিজ)

শের। বল কি মুবারিজ! যোধপুরের রাজা মল্লদেব হুমায়ূনকে তার অধিকারের ভেতর পেয়েও ছেড়ে দিলে---অধীনতা স্বীকার করা দূরের কথা---এত বড় একটা উদ্ধত অপরাধের জন্য একবার মার্জ্জনা চাইলে না! মোগলের প্রচণ্ড শক্তিকে আমি নিমেষে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিলুম, এ দেখেও একটু ভয় খেলে না! আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'র্‌লে।

জালাল। মোগলে আর রাজপুতে একটু তফাৎ আছে বাবা।

শের। তফাৎটুকু আমি এক ক'রে দেবো—আমাদের কত ফৌজ তৈরী হ'য়েছে জালাল?

জালাল। আশি হাজার।

শের। আশি হাজার! মুবারিজ! রাজপুত কত অনুমান কর?

মুবারিজ। প্রায় পঞ্চাশ হাজার—

শের। পঞ্চাশ হাজার! পঞ্চাশ হাজার রাজপুতকে হঠাতে আশি হাজার তরবারি যদি কোষ মুক্ত ক'র্‌তে হয়, তাহ'লে পাঠানের নামে কলঙ্ক প'ড়্‌বে। (সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। ভুল বুঝছেন সম্রাট্! যদি রাজ্যের মঙ্গল চান, তবে এই পঞ্চাশ হাজার রাজপুতকে একবারে শেষ ক'র্‌তে হবে। এর জন্য আশি হাজার কেন—রাজ্যের সমস্ত শক্তি যদি ব্যয় ক'র্‌তে হয়, তাও ক'র্‌তে হবে।

শের। কেন?—এমন কথা কেন ব'ল্‌ছ মা?

সোফিয়া। ব'ল্‌ব না! আমি যে রাজপুতকে চিনি। মনে আছে সম্রাট্! একদিন এই রাজপুতই পাঠানকে নির্ম্মূল ক'র্‌বার জন্য বাবরকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিল। তাকে নির্ম্মূল ক'র্‌তে না পা'র্‌লে পাঠান সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাল নয় জেনে রা'খ্‌বেন।

শের। পাঠান কি এতই দুর্ব্বল!

সোফিয়া। পাঠান দুর্ব্বল! না সম্রাট্! কিন্তু রাজপুতের শত্রুতা বড় ভয়ঙ্কর। ভূমিকম্পের মত এ জাত যখন মাথা নাড়া দেয়—তখন সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত ন'ড়ে ওঠে! সহস্র বীরের প্রাণের উন্মাদনা কেঁপে উঠে, মাটীর নীচে নেমে যায়। আগুনের মত এ জাত যখনই জ্ব'লে উঠেছে, তখনই পতঙ্গের মত লক্ষ আততায়ী তাতে পুড়ে ম'রেছে। জনাব! আবার বলি, যদি পাঠানের মঙ্গল চান, তাহ'লে এ জাতকে কিছুতেই বর্দ্ধিত হ'তে দেবেন না।

শের। ভয় দেখিও না মা!

সোফিয়া। ভয় নয় জনাব! এ জাতের রমণীগুলো তূর্য্যধ্বনির মত পুরুষকে জাগিয়ে তোলে—হা'স্‌তে হা'স্‌তে তাদের বীরসাজে সাজিয়ে দেয়। তারা আগুন চিবিয়ে খায়—শত্রুর রুধির গা'য়ে মেখে নিজের দেহ ভস্ম করে।

শের। চুপ কর মা—চুপ কর—

সোফিয়া। জনাব! এ জাত বীরত্বের পরীক্ষা নিতে যেন পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভারতে যে এসেছে, একবার ক'রে এ জাতের সম্মুখে মাথা নামিয়ে গেছে। এবার আপনার পালা এসেছে জনাব! যদি পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরভিনয় দেখ্‌তে না চান, তাহ'লে এ জাতকে ছলে বলে কৌশলে যেমন ক'রে হ'ক, ধ্বংস ক'র্‌তে হবে—তারপর সেই ভস্মের রেণু মাথায় মেখে বীরের পূজা ক'র্‌তে হবে।

শের। এ বীরত্বের পূজা ছলে কেন মা? হজরতের প্রেরণায় আজ পাঠানেরও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে। খোদার প্রত্যাদেশে আজ লক্ষ পাঠানের প্রাণ সমস্বরে বেজে উঠেছে। তারা বীরের পূজা শিখেছে—বিশ্বাসঘাতকতা কেন মা!

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। শেরশা! কাফের, কাফের—বৃথা শক্তি নষ্ট ক'র না। ছলে বলে কৌশলে তা'দের ধ্বংস কর—তারপর তোমার অক্ষয় শক্তি নি'য়ে দুষ্টের দমন কর—শিষ্টের পালন কর—জগতে এমন কীর্ত্তি রেখে যাও যা স্মরণে মানুষ ধন্য হ'বে—বরণে জগতের শ্রী ফুটে উঠ্‌বে।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। জনাব! একটা রাজপুত আচম্বিতে এসে একজন পাঠানকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ছুটেছে—দু'শ পাঠান তার পেছু নি'য়েছে।

শের। পাঠানকে যদি উদ্ধার ক'র্‌তে না পারে—সমস্ত পাঠান

আমি হত্যা ক'র্ব। জালাল! মুবারিজ! সমস্ত পাঠান নি'য়ে আমার অনুসরণ কর। [সকলের প্রস্থান।

ফকির। তাইত মা! শেরশার মতিগতি ত ভাল বোধ ক'র্ছি না। কাফের ধ্বংস ক'র্তে এত ইতস্ততঃ ক'র্ছে।

সোফিয়া। দাঁড়াও ফকির—একটু অপেক্ষা কর। ঐ একজন রাজপুত দু দশ জন পাঠানের শির মাটীতে নামা'ক্ তারপর। একটু অপেক্ষা কর, সমস্ত ঠিক ক'রে রেখেছি।

ফকির। কি ঠিক ক'রে রেখেছিস্ মা!

সোফিয়া। যোধপুরের মহারাজ মল্লদেবের প্রধান সেনাপতি কুম্ভ যেন আমাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চেষ্ট থা'ক্বে—এই মর্ম্মে একখানি পত্র যেমন ক'রে হ'ক মল্লদেবের হস্তগত করা'তে হবে। পত্র লিখে ঠিক ক'রে রেখেছি—শুধু একটা দস্তখত চাই।

ফকির। এ পত্রে দস্তখত ত সম্রাট্ ক'র্বে না।

সোফিয়া। কৌশলে করা'তে হবে—না হয় জাল ক'র্তে হবে। একটু ধৈর্য্য ধর ফকির! রাজপুত দি'য়ে রাজপুত ধ্বংস ক'র্ব। পাঠানের রাজ্যে পাঠান থা'ক্বে—রাজপুত কে? [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপুত শিবির।

(সঙ্গীত-সমাপনান্তে চারণ কবিগণ দাঁড়াইয়া আছেন—যোধপুরাধিপতি মল্লদেবের সেনাপতি কুম্ভ ও পশ্চাতে তাঁহার অধীন সৈন্যগণ)

কুম্ভ। শুন্‌লে রাজপুত! তোমার কর্ম্মজীবনের অগ্রভেরীর উচ্চরব—তোমার ধর্ম্ম-মন্দিরের গভীর শঙ্খধ্বনি। দেখ্‌লে রাজপুত! মানস-চক্ষে তোমার মাতৃমূর্ত্তি—ব্যোমস্পর্শী তোমার জয়পতাকা—তোমার দ্বারে শত্রু

এসেছে—কিসের শঙ্কা। ঐ শোন—আবার শোন—ঐ বিজয়-দুন্দুভি, ঐ শোন চারণের গান—নূতন তানে—নূতন ছন্দে আকাশ ভ'রে উঠেছে।

(চারণ কবিগণ গাহিলেন)

গীত।

প্রতাপে যাঁহার অরাতি স্তব্ধ বিরাট বাহিনী ছত্রাকার
হুঙ্কারে যাঁর মোগল কীর্ত্তি করিয়া উঠিল হাহাকার
কোরাণ স্পর্শে কহিল বাবর "কভু না মদিরা করিব পান"
চূর্ণ করিয়া সুরার পাত্র ভিক্ষুকে দিল করিয়া দান।
শৌর্য্য আধার সেই রাজপুত রাখিব তাঁহার মান,
ধন্য হইল যাঁহারে পাইয়া জননী রাজস্থান॥

(মল্লদেবের প্রবেশ)

মল্লদেব। থামি'য়ে দাও, থামি'য়ে দাও—এ গান রাজপুতনায় কেন? এ শিলাদিত্যের জন্মভূমি—এখানে যে এ গান গাইবে, তার জিহ্বা কেটে দেবো—যে রাজপুত এ গান শুন্‌বে তাঁকে হত্যা ক'র্‌ব।

কুম্ভ। এ সংগ্রামের জন্মভূমি—এখানে যে এ গান না গাইবে, সে মূক—যে রাজপুত এ গান না শুন্‌বে সে বধির।

মল্লদেব। কুম্ভ! তাই এত আড়ম্বর! বিশ্বাসঘাতক রাজপুত! মল্লদেব যে তোমাদের সন্তানের মত পালন ক'রে এসেছে—

কুম্ভ। রাজা! রাজা! একি কথা!

মল্লদেব। রাজাকে হত্যা ক'রে নিজে রাজা হ'লে না কেন কুম্ভ?

কুম্ভ। উন্মাদ—উন্মাদ আপনি।

মল্লদেব। উন্মাদ আমি! কুম্ভ! রাজপুতবীর! রাজপুতের সিংহাসন যবনকে ডেকে দিচ্ছ! এই দেখ—তোমার ষড়যন্ত্রের মানচিত্র—ভয় নাই, শেরশা অনুকম্পা ক'রে দস্তখত ক'রে দিয়েছে—নাও ধর।

(কুম্ভের পত্রগ্রহণ, পাঠ ও ছিন্ন করিতে করিতে)

কুম্ভ। মিথ্যা—মিথ্যা—আমি রাজপুত।

মল্লদেব। কুম্ভ! (অসি নিষ্কোষিত করিতে যাইলেন)

কুম্ভ। রাজা! রাজা! হত্যা করুন আমাকে। (জানু পাতিয়া বসিলেন) কিন্তু বিশ্বাস করুন,—এ শত্রুর ষড়যন্ত্র।

মল্লদেব। শত্রুর ষড়যন্ত্র! না—তোকে হত্যা ক'র্‌ব না।—রাজপুত তোকে ভাল ক'রে চিনুক। সৈন্যগণ! আমি তোমাদের রাজা, তোমাদের সেনাপতি কুম্ভ, শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে দেশের সর্ব্বনাশে উদ্যত—দেশটাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার জন্যই তার এই সমরায়োজন। তোমাদের আর নিজের সর্ব্বনাশের জন্য এ যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। আমার আজ্ঞা,—তোমরা ফিরে চল।

কুম্ভ। না, না—তা হ'তে পারে না। (উঠিয়া) সৈন্যগণ! আমি তোমাদের সেনাপতি—তোমাদের শিক্ষাদাতা আমি—শত্রুর বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়া'তে—অসির আঘাতে দেশের কলঙ্ক অপসারিত ক'র্‌তে আমি তোমাদের শিখিয়েছি। আমার আজ্ঞা—

মল্লদেব। কুম্ভ! কুম্ভ! (অস্ত্রাঘাতের উদ্যোগ)

কুম্ভ। না রাজা! এখন নয় (অস্ত্র নিবারণ) কুম্ভের অনেক কাজ বাকী রয়েছে—সে বৃথা প্রাণ দিতে পারে না। তার কর্ত্তব্যের শেষ হ'ক, রাজার পদতলে ব'সে সে নিজের বুকে ছুরি মা'র্‌বে।

মল্লদেব। না। ধিক্ আমায়—তোর মত কুলাঙ্গারকে—না—সৈন্যগণ! তোমরা রাজাকে চাও—না সেনাপতিকে চাও?

সৈন্যগণ। আমরা রাজার দাস—আমরা রাজাকে চাই।

মল্লদেব। বেশ, তবে রাজার আজ্ঞা পালন কর।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। আর তোমাদের সেনাপতিকে? যে তোমাদের হাসি মুখ দেখে হেসেছে—দুঃখ দেখে কেঁদেছে—সেই সেনাপতিকে চাও না!

তার মাথায় জোর ক'রে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে—বিশ্বের বুকে বিদ্রূপের মত তাকে ফেলে রেখে যাচ্ছে—এই দুর্দ্দিনে তাকে ফেলে রেখে যেতে চাও? পঞ্চাশ হাজার রাজপুতের মধ্যে পঞ্চাশ জন তার সহগামী হ'তে পার না! একজন তার জন্য প্রাণ দিতে পার না! না পার— যাও—রাজকন্যা তার নিজের রক্তে বীরের কলঙ্ক ধৌত ক'রে দেবে।

সৈন্যগণ। আমরা ফি'র্‌ব না। আমরা সেনাপতিকে চাই।

কমলা। তবে এস—একজন হও, একজন এস—কিন্তু সাবধান! ম'র্‌তে হবে, রক্তদিয়ে সেনাপতিকে মুক্ত ক'র্‌তে হবে। রাজার গৌরব—রাজপুতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রা'খ্‌তে হবে।

[কমলার সহিত সৈন্যগণের প্রস্থান।

মল্লদেব। ক্ষেপিয়ে দিলে—ক্ষেপিয়ে দিলে—এই মেয়ে হ'তে আমি পাগল হলুম। [প্রস্থান।

কুন্ত। একি শক্তি দিয়ে পাঠালে ঈশ্বর—একি জ্যোতিঃ—একি এ আহ্বান! অগ্রসর হও কুন্ত! এই বিশ্ববিজয়িনী শক্তিতে হৃদয় পূর্ণ ক'রে নাও—এই তীব্র জ্যোতিঃতে পথ দেখে নাও—ঐ ভেরীর ডাকে ছুটে চল—জয় তোমার— [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

(দুইজন সৈনিক)

১ম সৈ। লড়াই কই হে চাচা?

২য় সৈ। আরে শুননি চাচা! আমাদের মূর্ত্তি না দেখে, আটত্রিশ হাজার হিঁদু রাজার সঙ্গে আর বার হাজার সেনাপতির সঙ্গে দে দৌড়।

খিড়্কি খুলে দিতে তর সইল না—ভেঙ্গে অন্দরে ঢুকে প'ড়েছে। আরে চাচা! হিঁদু কি আর ল'ড়্তে জানে।

(বেগে ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। বার হাজার রাজপুত আশি হাজার পাঠানকে গ্রাস ক'র্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আ'স্ছে—সাবধান পাঠান! সাবধান। [প্রস্থান।

২য় সৈ। চাচা! বেঁকে যা'চ্ছ কেন? বেগতিক—তলোয়ার ধ'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়াও। [প্রস্থান।

(কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। সৈন্যগণ! রাজপুত বীরগণ! এ কলঙ্ক শুধু আমার মাথায় পড়ে নাই—আমার আত্মাকে কলুষিত ক'রে তোমাদেরও সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়েছে—সমগ্র জাতির অস্তিত্বে এ কালিমা লিপ্ত হয়েছে। শুধু আমার রক্তে হবে না—বার হাজার রাজপুতের হৃদয়ের রক্তে এ কলঙ্ক ধৌত ক'রে যশের দীপ্তি ফুটিয়ে তুল্তে হবে। সম্মুখে অগণ্য শত্রু—ভয় পেয়োনা রাজপুত! পশ্চাতে নরকের কলরব—পেছিয়োনা রাজপুত! মুক্ত অসি সসম্মানে কোষ-নিবদ্ধ ক'রে যদি ফির্'তে পার—গর্ব্বদৃপ্ত শেরশার মুণ্ড রাজপদে যদি উপহার দিতে পার—তাহ'লে নূতন গরিমায় সমগ্র রাজস্থান উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্বে—নূতন শক্তিতে রাজপুত সোজা হ'য়ে দাঁড়া'বে। না পার—ক্ষতি কি—অক্ষয় অমর কীর্ত্তি। [প্রস্থান।

(শেরশার প্রবেশ)

শের। পাঠান! পাঠান! মুষ্টিমেয় রাজপুতকে যদি পদদলিত না ক'র্তে পার—তোমার নাম কেউ ক'র্বে না। ইতিহাস আবর্জ্জনার মত তোমাকে দূরে ফে'ল্বে—দুনিয়া কুটিলনেত্রে, তোমাকে বিদ্রূপ ক'র্বে। (সম্মুখ দেখিয়া) জালাল! জালাল! পালিয়ো না—পিতার স্নেহ, মার ভালবাসা সন্তানকে মৃত্যুর গ্রাস হ'তে রক্ষা ক'র্তে পা'র্বে না—ম'র্তেই হবে জালাল! মৃত্যুমুখরিত এই রণাঙ্গনে, বীরের

এই তীর্থক্ষেত্রে যদি সমাধি গ'ড়্তে পার, হজরতের করুণায় তোমার নামে দুন্দুভি বেজে উঠবে—তোমার নামে ফুল ফুটে উঠবে [প্রস্থান।

(বল্লমের উপর ভর দিয়া আহত কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ! খাসা রক্ত দিয়েছো রাজপুত! খাসা রক্ত নিয়েছো।

(অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় উপবেশন)

সব শেষ ক'রেছিলুম—আবার কোথা হ'তে কাতারে কাতারে পাঠান এল—যা'ক—কার্য্য শেষ হ'য়েছে—আশা মিটেছে—একটি একটি ক'রে বার হাজার রাজপুত বুকেররক্ত ঢেলে দিয়েছে। ওঃ—

(বেগে নিষ্কোষিত অসি হস্তে কমলার প্রবেশ)

কমলা। কুম্ভ! কুম্ভ! কোথায় যাবে তুমি—আমায় ফেলে নিষ্ঠুর।

(তরবারি রাখিয়া মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

কুম্ভ। এ আবার তুমি কি ব'ল্‌ছ রাজনন্দিনী! কুম্ভের আজ এ বিদায়ের দিনে নূতন জীবনের প্রলোভন কেন সুমুখে ধ'রেছ কমলা!

কমলা। কি ব'ল্‌ছি—হা পাষাণ! কমলার নীরব সাধনা আজ আকাশ কুসুমে পরিণত ক'রে কোথায় তুমি চ'লেছ প্রাণেশ্বর!

কুম্ভ। প্রাণেশ্বর! কমলা! কমলা! এতদিন তবে একবার ভাল ক'রে কেন বলনি—কুম্ভও যে তার ব্যাকুল সাধনার কণ্ঠ চেপে ধ'রে এতদিন চ'লে এসেছে!

কমলা। স্থির হও—ক্ষত মুখ হ'তে প্রবল বেগে রক্ত ছুট্‌ছে।

কুম্ভ। ছুটুক কমলা! এ সুখের স্বপ্ন টুট্‌তে না টুট্‌তে সমস্ত অস্তিত্ব আমার ছুটে বেরিয়ে যা'ক্। একি স্পর্শ রাজনন্দিনী—একি উত্তেজনা—এ কি আনন্দ! যাও কমলা! ভাল যদি বেসে থাক—একটি কাজ কর—তোমার পিতার কাছে যাও—গিয়ে বলগে—কুম্ভ বিশ্বাসঘাতক নয়—রাজভক্ত—সে রাজার নামে প্রাণ দিয়েছে—যাও—আমার আর বেশী দেরী নাই।

কমলা। কোথায় যাব—না না—যাব—প্রতি রাজপুতের দ্বারে দাঁড়িয়ে এ কথা ব'লে যাব—যাবার আগে একবার দেখে যাবো কোন্ বলে পাঠান বলীয়ান্।

(দশ বার জন সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। হাঃ—হাঃ—হাঃ এই পেয়েছি—কাফেরের সেনাপতি এই যে প'ড়ে আছে—বাঁধ—বাঁধ—বেঁধে নিয়ে চল—

কুম্ভ। পালাও কমলা! পালাও—এ রাক্ষসদের সঙ্গে তুমি পা'র্‌বে না।

কমলা। চুপ ক'রে দাঁড়া রাক্ষসের দল। এ রাজপুতের দেহ, রক্তে গড়া এ একটা স্বর্গের সম্ভার—এ কীর্ত্তির রক্ষী একজন রাজপুতবালা—চক্ষের জলে গড়া নয়—হিন্দুস্থানের কোমল মাটীতে বর্দ্ধিত নয়—পাথর গলিয়ে এ দেহ তৈরী—মরুভূমিতে এ দেহ বর্দ্ধিত—লক্ষ রাষ্ট্রবিপ্লবের শক্তিতে এ দেহ ভরপুর। পা'র্‌বিনা শয়তানের দল—পৃথিবীর শক্তি নিয়ে এসে দাঁড়া'লেও এ রাজপুতবালাকে হঠাতে পা'র্‌বি না। চুপ ক'রে দাঁড়া।

সৈন্য। বাঁধ্—বাঁধ্—ভয় করিস্ না—

কমলা। চুপ ক'রে দাঁড়া শয়তানের দল—প্রাণের চেয়ে কিছু প্রিয় নেই মনে ক'রে এ ভুজঙ্গীর শিরে আঘাত ক'র। (অসিনিষ্কাষণ)

সৈন্য। না না—কেউ পালিয়োনা। একে ছেড়ে গেলে আবার বেঁচে উঠ্‌বে—বাঁধ—বাঁধ—বেঁধে নিয়ে যেতে পা'র্‌লে এনাম পাব—

কমলা। আয় শয়তানের দল! রাজপুতের শক্তির পরিচয় পেয়েছিস্—রাজপুতবালার শক্তির পরিচয় নে। (উভয় পক্ষের যুদ্ধ)

কুম্ভ। একি তুমি ক'র্‌লে কমলা! একটা গতপ্রায় জীবনের জন্য তোমার ঐ অমূল্য প্রাণ নষ্ট ক'র্‌তে চ'ল্‌লে! (উঠিবার চেষ্টা) ওঃ—

সৈন্য। কেউ পিছু ফিরোনা—কেউ পিছু ফিরোনা।

কুম্ভ। না—না—ও রকমে ত হবে না—কজনকে তুমি হত্যা ক'র্‌বে কমলা! কতক্ষণ তুমি যুদ্ধ ক'র্‌বে—ওঠ কুম্ভ! তোমার জন্য

নারী হত্যা হয়—ওঠ—যাবার সময় জীবনের শেষ স্পন্দন পাঠানকে দেখিয়ে যাও। (উত্থান ও দুজনকে হত্যা করণ)

পাঠান সৈন্য। বাপ্‌রে, বাপ্‌রে—বেঁচে উঠেছে— [পলায়ন।

কুম্ভ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) কমলা! যাই— (মৃত্যু)

কমলা। কোথায় যাবে?—কমলাকে ফেলে কোথায় যাবে নাথ! (বক্ষের উপর পতন) কুম্ভ! কুম্ভ! ওহোহো নিবে গেল—নিবিয়ে দিলে—শান্তিতে ম'র্‌তে দিলে না—ম'র্‌বার আগে একটু বিশ্রাম নেবে ব'লে শুয়েছিলে—বিশৃঙ্খলার মত চীৎকার ক'রে জাগিয়ে দিলে—বিশ্বাস ঘাতক পাঠান সুস্থ হ'য়ে ম'র্‌তে দিলে না! নিবিয়ে দিলে—কমলার সমস্ত জীবনটা আজ অন্ধকার ক'রে দিলে। শাস্তি দেব—প্রতিশোধ নেব—প্রতি রাজপুতের দ্বারে দ্বারে ঘু'র্‌ব—যেখানে একটি কণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাব, ফুৎকারে তাকে বৃহৎ ক'রে পাঠানের সর্ব্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দেবো—জ্বালা উদ্গিরণ ক'র্‌ব—আগ্নেয়-গিরির মত মুহুর্মুহুঃ অগ্ন্যুদ্গারে পাঠানের রাজ্যে ছড়িয়ে প'ড়্‌ব। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গের মত আছ্‌ড়ে প'ড়ে পাঠানের বুক ভেঙ্গে দেব—বজ্রাঘাতের মত পাঠানের জাগ্রত কীর্ত্তির শিরে প'ড়ে হাহাকার তু'ল্‌ব।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দরবার।

(শেরশা বিচারাসনে উপবিষ্ট—বিচারপ্রার্থী ব্যক্তিগণ দণ্ডায়মান)

কৃষক। জনাব! চাষা আমরা। চ'ষে খুঁড়ে, দেশের আহার যোগাড় ক'রে দিয়ে,—অন্নকষ্টে ম'র্‌তে আমরা—জলে ভিজে, কাদা ঘেঁটে, পচা পুকুরে দিনভোর ডুবে থেকে, রোগে ভুগে,—ম'র্‌তে আমরা—ফসল হ'ক না হ'ক, রাজার খাজনা দিতেই হবে।

শের। আজ হ'তে খাজনা রহিত হ'ল। ফসল হয়, চাষা খাজনা দেবে—না হয়, কোন চিন্তা নাই। ফসল যা উৎপন্ন হবে, তার চা'র ভাগের এক ভাগ রাজার ঘরে তু'লে দিতে হবে।

কৃষক। মোটে চা'র ভাগের এক ভাগ! আমরা মাথায় ক'রে দিয়ে যাব! ফিরে যাবার সময় বাদশার জয়গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লে যাব।

একব্যক্তি। জনাব! সুবর্ণ গ্রাম হ'তে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ ক'রে দিয়ে দেশের দুর্দ্দশা মোচন ক'রে দিয়েছেন। ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করে খবরাখবরের সুবিধা ক'রে দিয়েছেন—পথের উভয় পার্শ্বে কূপ খনন ক'রে দিয়ে জলকষ্ট নিবারণ ক'রেছেন—পান্থনিবাস

নির্ম্মাণ ক'রে পথিকের কষ্ট দূর ক'রেছেন। কিন্তু সম্রাট্! রাজপথের বৃক্ষের ফলে পথিকের অধিকার থা'ক্‌বে না কেন?

শের। কেন থা'ক্‌বে না—আজ হ'তে সকলের তাতে সমান অধিকার।

১ম ব্যক্তি। জয় বাদশার জয়— [প্রস্থান।

শের। আর কারও কিছু বক্তব্য আছে?

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। আমার বক্তব্য আছে সম্রাট! না—বক্তব্য নয়—অভিযোগ—দীন দুনিয়ার মালিকের কাছে আমার নিবেদন।

শের। প্রভু!

ফকির। কে প্রভু? বাদশা আর ফকির—কে প্রভু? আমি মর্ম্মাহত বিচারপ্রার্থী।

শের। প্রভু! আজ্ঞা করুন।

ফকির। বড় তৃষ্ণা পেয়েছিলো—পুষ্করিণীর জল স্পর্শ ক'র্‌তে গেলুম—দুট কাফের হিন্দু স্নান ক'র্‌ছিল—তারা আমায় জলে নাম্‌তে দিলে না। মুসলমান জলে নাম্‌লে জল অপবিত্র হবে!

শের। নিষ্ঠুর পশু তারা—তৃষ্ণার্ত্তকে জল পানে বাধা দেয়।

ফকির। তৃষ্ণা ছুটে গেল—প্রতিহিংসায় শিরা উপশিরা ফুলে উঠ্‌ল। বিচার কর সম্রাট!

শের। আজ্ঞা করুন প্রভু! হতভাগাদের সপ্তাহকাল তৃষ্ণার জল হ'তে বঞ্চিত করি।

ফকির। আমি তাদের চিরকালের জন্য জল হ'তে বঞ্চিত ক'র্‌তে পা'র্‌তুম। দেহে এখনও সে শক্তি আছে—এ বিচারের জন্য বাদশার কাছে ছুটে আ'স্‌তে হ'ত না।

শের। তবে আপনিই বিচার করুন।

ফকির। মুসলমান-রাজ্যে মুসলমান জল স্পর্শ ক'র্‌লে জল অপবিত্র

হবে, এ কথা যে জাতি বলে, মুসলমান-রাজ্যে তার স্থান থাকা উচিত নয়।

শের। ব্যক্তিগত পাপে আমি জাতির উৎসাদন ক'র্‌তে পারি না। প্রভু! শুধু জাতির উৎসাদন নয়, তাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ! উঃ—অসম্ভব—

ফকির। শেরশা! কাফেরের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করায় পাপ নাই—বরং পুণ্য আছে।

শের। মহাপাপ—মহাপাপ—

ফকির। (অতীব ক্রুদ্ধস্বরে) শেরশা!

শের। ভ্রূকুটী কেন প্রভু—সমস্ত পৃথিবী যদি উৎসাহিত করে—কোন জাতির ধর্ম্মে শেরশা হাত দেবে না। দুনিয়া যদি শেরশার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে, তথাপি শেরশা ভীত হবে না।

ফকির। শেরসা। শুন্‌লে না—আচ্ছা থা'ক্। [প্রস্থান।

হিন্দুসভাসদ। সম্রাট শুধু হিন্দুর বাদশা নন—হিন্দুর দেবতা—হিন্দুর দেবতা—জয় বাদশার জয়—জয় বাদশার জয়— [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালেঞ্জর প্রান্ত।

(কমলা।)

কমলা। ঘুমন্ত যে, তাকে ডেকে তুল্‌লুম—জাগ্রত যে, তাকে সঙ্গে আ'স্‌তে ব'ল্‌লুম—রাজপুতের দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়ালুম—কেউ শু'ন্‌লে না! কেমন ক'রে রাজপুত আজ এমন হ'য়ে গেল! শেরশার ভয়ে! না—উৎপীড়িত রাজপুত চিরদিন ত তার শির উচ্চ রেখে চ'লে এসেছে। তবে—এ আকস্মিক পরিবর্ত্তন তবে কি কমলার অদৃষ্টের ফল! আর একজন অবশিষ্ট—কালেঞ্জর-অধিপতি কীর্ত্তিসিংহ। কালেঞ্জরের প্রান্তে

এসে দাঁড়িয়েছি—যাই কি না যাই—না না—এতদূর যখন এসেছি—তখন একবার যাব—না গিয়ে ফির্‌ব না—কিন্তু রাজপুতের এ জাতিগত অধঃপতনের দিনে—কালেঞ্জর কি সেই পূর্ব্বের কালেঞ্জর আছে!

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। বড় দুঃখিত হচ্চি রাজকুমারী! কালেঞ্জরের অবস্থা দেখবার আর অবসর হবে না। অন্য পথে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে।

কমলা। একি! কে তুমি?

সোফিয়া। এখনি অস্ত্র মুখেই সে পরিচয় পাবে রাজপুতবালা!

কমলা। পরিচ্ছদ দেখে বুঝ্‌ছি তুমি পাঠান-রমণী।

সোফিয়া। আর তুমি পাঠানের শত্রু—এখন বুঝ্‌তে পা'চ্ছ, তোমায় আমায় সম্বন্ধ কি? সেই সম্বন্ধটা ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুল্‌তে আজ এখানে এসেছি। অনেক কষ্টে তোমার সন্ধান পেয়েছি। রাজপুতবালা! পাঠানকে দংশন ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছো—তার পূর্ব্বে পাঠানের দন্তে কত ধার, তার একটু পরিচয় নাও।

কমলা। সে পরিচয় নেবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি—এস পাঠানবালা! (উভয়ের যুদ্ধ ও সোফিয়ার হস্ত হইতে তরবারি পতন) বুঝ্‌তে পা'র্‌ছ নারী! তোমার জীবন এখন আমার হাতে, কিন্তু তোমায় হত্যা ক'র্‌ব না—যাও পাঠান-নন্দিনী! তোমাদের সম্রাটকে গিয়ে সংবাদ দাও—যে রাজপুত এখনও মরেনি—তার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেবার জন্য শীঘ্রই তার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ ক'র্‌বে।

সোফিয়া। বটে—এতদূর স্পর্দ্ধা!

(বংশীতে ফুৎকার ও কতিপয় পাঠান সৈন্যের প্রবেশ)

সোফিয়া। বন্দী কর—সর্ব্বাগ্রে যে বন্দী ক'র্‌তে পা'র্‌বে—এই সুন্দরীকে তার অঙ্কশায়িনী ক'রে দেবো।

কমলা। আয় শয়তানের দল—রাজপুতের মেয়েকে অঙ্কশায়িনী ক'র্‌তে হ'লে কত অস্ত্রের ক্ষত বক্ষে ধারণ ক'র্‌তে হয়—তা দেখ্‌।

(সকলে কমলাকে আক্রমণ করিল)

সোফিয়া। সকলের আগে যে বন্দী ক'র্‌তে পা'রবে—সে এই অমূল্য নারীরত্ন উপহার পাবে। (কমলার হস্ত হইতে তরবারি পতন)

কমলা। দাঁড়াও—একটু অপেক্ষা কর—অস্ত্র নিতে দাও—পুরুষ তোমরা—বীর তোমরা—অস্ত্রহীনাকে মেরোনা।

সোফিয়া। সাবধান—যে যুদ্ধে ক্ষান্ত হ'বে—আমি তাকে হত্যা ক'র্‌ব। বন্দী কর—

কমলা। কিছুতেই না—এমনভাবে ম'র্‌তে পারি না। কে আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর—

নেপথ্যে। ভয় নাই—ভয় নাই। (কীর্ত্তিসিংহের প্রবেশ)

সোফিয়া। খবরদার—পালা'তে দিও না।

কীর্ত্তিসিংহ। পুরুষে নারীর উপর অত্যাচার ক'র্‌ছে—আর সেই পুরুষের পরিচালক নারী! খবরদার শয়তানের দল (তরবারি খুলিয়া দাঁড়াইলেন—পাঠানগণ সরিয়া গেল)।

সোফিয়া। একজন পুরুষের ভয়ে তোমরা পেছিয়ে যা'চ্ছ পাঠান। এগোও দুটোকেই হত্যা কর।

কীর্ত্তিসিংহ। সাবধান! এক পা এগিয়েছো কি ম'রেছ।

(উভয়পক্ষে যুদ্ধ ও পাঠান সৈন্যগণের পলায়ন)

সোফিয়া। পালা'লে—আবার পালা'লে কাপুরুষের দল। কে তুমি? এখনও এ রমণীকে ত্যাগ কর—এ দুষ্টাকে শাসন ক'র্‌তে আমি পাঠান সম্রাট্ শেরশার প্রেরিত হ'য়ে এসেছি।

কীর্ত্তিসিংহ। শেরশা শঠ খল বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে—কিন্তু রমণীর উপর অত্যাচার ক'র্‌তে সে কখনও তোমাকে পাঠাবে না—আর তাই

যদি হয়—ঈশ্বর-প্রেরিত হ'য়েও তুমি যদি আজ এসে থাক—তাহ'লেও যে অত্যাচার আমি চক্ষে দেখ্‌ছি—মানুষ আমি—নিরস্ত হ'তে পারি না।

সোফিয়া। নিরস্ত হবে না!—আচ্ছা থাক কাফের—ভাল ক'রে আমাকে দে'খে রাখ—আজ পরিত্রাণ পেলে—কিন্তু কা'ল পাবে না। [প্রস্থান।

কীর্ত্তিসিংহ। আজ্‌কের দিন ত কাটুক—কা'ল্‌কের ব্যবস্থা তখন কা'ল্‌কে! তোমার পরিচয় পেতে পারি মা!

কমলা। পরিচয় দেবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু তুমি আমার প্রাণ-দাতা—শুধু প্রাণদাতা নয়—দেখ্‌ছি তুমি রাজপুত। তোমায় পরিচয় না দিয়ে থা'কৃতে পা'র্‌ব না।

কীর্ত্তিসিংহ। বল মা! তুমি কে?

কমলা। রাজা মল্লদেবের কন্যা আমি—রাজপুতবীর কুম্ভের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী আমি—

কীর্ত্তিসিংহ। মল্লদেবের কন্যা! এ কি দৃশ্য দেখালি মা!

কমলা। কেন, শুননি রাজপুত!

কীর্ত্তিসিংহ। শুনেছি মা—পাঠানের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে—

কমলা। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নয় রাজপুত! বিশ্বাসঘাতকতা—

কীর্ত্তিসিংহ। সব শুনেছি—সেনাপতির অমানুষিক বীরত্বের কথাও শুনেছি। তাহ'লেও যে শক্তির সংঘর্ষে এত বড় একটা মোগল-শক্তি চূর্ণ হ'য়ে গেল—সে শক্তির বিরুদ্ধে রাজপুত কতক্ষণ দাঁড়া'ত মা!

কমলা। সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল যে—

কীর্ত্তি। তাহ'লেও সে বড় ভীষণ শক্তি—

কমলা। হাঃ ঈশ্বর—দুর্ব্বলতার বন্যায় রাজপুতের দেশ ভাসিয়ে দিয়েছ—সংক্রামক ব্যাধির মত এ দুর্ব্বলতা রাজপুতের জীবাণু নষ্ট ক'রে দিয়েছে—তবে এ জাতিগত অধঃপতনের দিনে কমলা কি ক'র্‌বে—

কীর্ত্তি। এত দুঃখ কেন মা!

কমলা। হায় রাজপুত! জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার আগে এ দুঃখের দুঃখী হ'য়ে একবার কাঁ'দ্‌লে না! তারা শান্তিতে ম'র্‌তে দেয় নি—রাজভক্তকে রাজদ্রোহী সাজিয়ে দিয়ে শুধু মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়ে নিবৃত্ত হ'তে পারেনি—মুমূর্ষুর বক্ষে তারা পদাঘাত ক'রেছে। একটু সুস্থ হবে ব'লে চেষ্টা ক'র্‌ছিল—একটু বিশ্রাম নিতে শুয়েছিল—তা পাঠানের প্রাণে সহ্য হয়নি।—

কীর্ত্তি। আহা!

কমলা। প্রাণহীন বীর্য্যহীন রাজপুত! শুধু এতটুকু একটু আহা ব'লে চুপ ক'র্‌লে! শিরা উপশিরাগুলো তোমার ফেটে প'ড়ল না! তবে—ঈশ্বর—তবে আর কোথায় যাব—না না—যাবো—না গিয়ে ফির্‌বো না।

কীর্ত্তি। কোথায় যাবে মা?

কমলা। কালেঞ্জর-অধিপতি কীর্ত্তিসিংহের কাছে যাব।

কীর্ত্তি। কীর্ত্তিসিংহের কাছে! কেন মা! আমি তাঁর একজন সামান্য কর্ম্মচারী—উদ্দেশ্য ব'ল্‌তে বোধ হয় বাধা নাই।

কমলা। আবার কেন তুমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ রাজপুত! আমি একবার শেষ চেষ্টা ক'র্‌ব—তাঁর পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌ব—রাজপুতের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়ে দেব—যে অত্যাচার আজ তুমি স্বচক্ষে দেখ্‌লে রাজপুত! সে অত্যাচারের কাহিনী তাঁকে শুনাব—এ মূর্ত্তি তাঁকে দেখাব।

কীর্ত্তি। বড় ভুল ক'রেছ মা! এতটা পরিশ্রম সব পণ্ড হয়েছে—শেরশা তাঁকে বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌তে পত্র লিখেছিলো—তিনি আজ প্রত্যূষে পাঠানের দরবারে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে চ'লে গেছেন। প্রাণের ভয় ত আছে মা!

কমলা। ঈশ্বর! ঈশ্বর! সাগর তরঙ্গশূন্য হয়েছে—সূর্য্য দীপ্তি ভুলে গিয়েছে—মরুভূমি উত্তাপ ছেড়ে দিয়েছে—যাদের বাপ্পারাও ছিল, হামির ছিল-ভীমসিংহ ছিল, সংগ্রামসিংহ ছিল—আজ তাদের এই দশা! যে

জাতের রমণীগুলো হাস্‌তে হাস্‌তে আগুনে পুড়ে ম'রেছে—সে জাতের পুরুষগুলোর প্রাণে আজ মৃত্যুর আশঙ্কা জেগে উঠেছে—না, না—তবু যাব—কাঁদ্‌ব—চীৎকার ক'রে রোষরক্তিমনয়নে ভ্রূকুটী ক'রে দাঁড়াব—আমি জাগাব,—আবার রাজপুতকে জাগাব—কিছুতেই তাঁকে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে দেব না।

কীর্ত্তি। না মা—আর কীর্ত্তিসিংহ আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে যাবেনা—বল মা, কি ক'র্‌তে হবে।

কমলা। তবে কি আপনিই কালেঞ্জরঅধিপতি কীর্ত্তিসিংহ!

কীর্ত্তি। হাঁ মা! আমিই কীর্ত্তিসিংহ—প্রাণে বড় আশঙ্কা জেগেছিল মা—সত্যই :কীর্ত্তিসিংহ পাঠানের দরবারে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে চ'লেছিল—আর যাবে না—সে শক্তি পেয়েছে—যাচ্‌ঞা ক'রে একটা প্রচণ্ড শক্তি আজ ঈশ্বর কীর্ত্তিসিংহের হাতে তুলে দিয়েছেন।

কমলা। ভগবান্! একি কমলার অদৃষ্ট!

কীর্ত্তি। আয় মা! শক্তিস্বরূপিণী নারী! ভীমা ভৈরবী মূর্ত্তিতে দুর্গের উপর দাঁড়িয়ে—কীর্ত্তিসিংহের অদৃষ্ট পরিচালনা ক'র্‌বি আয়—কোন শঙ্কা নাই মা! কীর্ত্তিসিংহের কীর্ত্তিজ্যোতিঃ হয় আজ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক—না হয় জ্বলে উঠে নিবে যাক।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুটীর।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। আহার নাই, নিদ্রা নাই, তাদের বুঝাতে গেলুম—তারা একটু বুঝ্‌লে না! এ কাফেরের দেশে থেকে দেখ্‌ছি মুসলমানের প্রাণ নিস্তেজ হ'য়ে গেছে। নতুবা মুসলমান সম্রাটের কাফেরের উপর এই

পক্ষপাতিত্ব তারা সহ্য ক’র্‌বে কেন? এই যে একটা জোয়ান আস্‌ছে—দেখি একে একবার বুঝিয়ে—

(একজন কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে সেই কুটীর হইতে বাহির হইল)

কৃষক। কি চাও মিঞা!

ফকির। আমি তোমাকে চাই।

কৃষক। আমাকে! কেন মিঞা?

ফকির। বিস্তর ধন দৌলত এক জায়গায় দেখে এসেছি—রাশি রাশি—পা’র্‌বি?

কৃষক। চেয়ে দেখ মিঞা! (কুটীরের ছাউনি দেখাইল)

ফকির। এ কি! মানুষের মাথার খুলী দিয়ে ঘরের ছাউনী ক’রেছিস্! মানুষের হাত পা দিয়ে—এঁ্যা—এত মানুষ মেরেছিস্! হাঁ ঠিক পা’র্‌বি তুই।

কৃষক। বাদশার হুকুমে—না—বাদশা আদর ক’রে দাঁড়িয়ে থেকে গ’ড়ে দিয়ে গেছে। আমার কাঁধে কি দেখছিস মিঞা।

ফকির। এ ত লাঙ্গল—তা বেশ হবে। গায়েও বেশ শক্তি আছে!

কৃষক। শক্তি ছিল। তলয়ারের মত বাঁকা, লাঠির মত হোঁৎকা, গুলির মত গোঁয়ার শক্তি ছিল। বাদ্‌শা জোর ক’রে কেড়ে নিয়েছে—না না, আদর ক’রে ভুলিয়ে সেটাকে গলিয়ে পিটিয়ে এই লাঙ্গলের ফালের মত মোলাম ক’রে রেখে গেছে।

ফকির। তা বেশ হবে—লাঙ্গলখানা মাথার উপর তুলে ঘোরাতে পা’র্‌লে—হাজার লোক পেছু হ’ট্‌বে।

কৃষক। জোর ক’রে লাঙ্গলখানা বিশ হাত মাটীর নীচে নামিয়ে দিতে পারি—মাথার উপর তুলে ঘুরিয়ে মানুষের মাথায় মা’র্‌বার শক্তি আর নাই। (সেই সময়ে এক বৃদ্ধ চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহাদের নিকটে আসিল) কি বুড়ো। ঘুম ভেঙ্গে গেল?

বুড়ো। খুব ঘুমিয়েছি—এক ঘুমে রাত কাবার।

কৃষক। বড় অসময়ে কা'ল এসেছিলি বুড়ো! খাওয়া দাওয়া কিছুই হয় নি—পেটে ক্ষিদে ছিল, তাই এত ঘুমিয়েছিলি।

বুড়ো। রাজার বাড়ীও খেয়েছি—এত আদর, এত যত্ন কোথাও দেখিনি। সেলাম এখন বিদায় হই।

কৃষক। তা কি হয়! আমি চ'ষে আসি—এসে তোকে ভাল ক'রে খাওয়াব। আমার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ততক্ষণ খেলা কর।

বুড়ো। আমার বড় দরকার—আগ্রায় যেতে হবে—আমি বিদায় হই—সেলাম—(প্রস্থানোদ্যোগ)

কৃষক। বুড়ো বুড়ো! তোর বাক্স নিয়ে গেলিনে! (বুড়ো ফিরিল)

বুড়ো। ওতে কিছু নেই—ব'য়ে নিয়ে যাব না।

কৃষক। না, তা হবে না—থাক না থাক—তোর বাক্স তোকে নিয়ে যেতেই হবে। দাঁড়া ব'ল্‌ছি—পালা'স যদি, মাথা ভেঙ্গে দেবো।

(কৃষক লাঙ্গল রাখিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল)

ফকির। তুমি আগ্রায় যাবে? বাদশাকে বোলো একটা ফকিরের সঙ্গে দেখা হ'লো—সে ক্ষেপেছে।

বুড়ো। ব'ল্‌ব—যদি দেখা ক'র্‌তে পারি।

(কৃষকের বাক্স লইয়া প্রবেশ—বুড়ো বাক্স খুলিলে দেখা গেল মতির মালা, বুড়ো একগাছি মালা উঠাইল)

কৃষক। এ্যাঁঃ—ব'ল্‌ছিলি কিছু নেই!

বুড়ো। এ পুতুলের গলায় পরিয়ে খেলা ক'র্‌তে হয়—তোমার মেয়েকে দিও—

কৃষক। খবরদার, চ'লে যা ব'ল্‌ছি—আমারও ঘরে অমন হাজার হাজার ছিল—সব বিলিয়ে দিয়েছি। সেগুলো—ঐ যে মানুষগুলোর

ধূলি দেখ্‌তে পাচ্ছিস—ঐ গুলোর রক্তে ভিজে গিয়েছিলো—তাই—যা—চ'লে যা—

ফকির। চাষা! চাষা! চিন্‌তে পা'র্‌লি না? এক এক গাছার দাম লাখ টাকা—কেড়ে নে কেড়ে নে।

বুড়ো। কেড়ে নিতে হ'বে কেন—আমি নিজেই দিচ্ছি।

কৃষক। (ফকিরের প্রতি) কি ব'ল্‌লি! কেড়ে নেব—তোর ফকিরি ঘুচি'য়ে দেব—তোর দাড়ী উপ্‌ড়ে ফেলে দেবো।

ফকির। কি বল্লি! ফকির আমি—মুসলমান হ'য়ে তুই আমার দাড়ী উপ্‌ড়ে ফেলে দিবি বল্লি!

বুড়ো। কি আর ব'লেছে ফকির সাহেব! গা'য়েও হাত দেয়নি—মা'র্‌তেও যায় নি।

ফকির। কি ব'ল্‌ছো! তুমি না মুসলমান—আমার মাথায় লাথি মেরেছে—মুসলমানের বুকে ছুরি মেরেছে—উঃ, উঃ—আমার কি শক্তি নেই! ধর্ম্মে হাত দিয়েছে—ধর্ম্মে হাত দিয়েছে—খুন ক'র্‌বো।

বুড়ো। (মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া) ফকির! ফকির! ত'বে হিন্দুর ধর্ম্ম—তাদের পুতুল খেলা নয় ফকির! তা'দের ধর্ম্মে হাত দিলে তা'দেরও প্রাণে লাগে।

ফকির। এ্যাঃ—কে তুমি! তুমি কি শেরসার চর!

বুড়ো। প্রভু! দীন আমি—আশ্রয়হীন আমি—শেরসাকে ক্ষমা কর—হিন্দুকে ক্ষমা কর। (ছদ্মবেশ খুলিয়া পদপ্রান্তে পড়িলেন)

ফকির। এ্যাঁঃ এ্যাঁঃ—একি! শেরসা! শেরসা! হিন্দুর প্রাণে কি এমনি লাগে শেরসা!

শের। এমনি বাজে—বুঝি ভেঙ্গে চুর্‌মার হ'য়ে যায়।

ফকির। শেরসা! শেরসা! আমি তোমার গুরু নই—তুমি আমার গুরু—তুমি আমায় শিক্ষা দিলে।

শের। আমার শিক্ষাদাতা! আমার আরাধ্য দেবতা!

ফকির। তবে এস শেরসা! তুমি আমার গুরু—আমি তোমার গুরু। (আলিঙ্গন) এস শিষ্য—এস গুরু—এস বাদশা!

কৃষক। এ্যাঁঃ—বাদশা! তাইত—তাইত! বাদশা! ওরে কে আছিস ছুটে আয়—ফকিরের দ্বারে বাদশা এসেছে—দীনের ঘরে মাণিক জ্ব'লেছে—ছুটে আয় ছুটে আয়।

(বালক বালিকা স্ত্রী কন্যা সকলে ছুটিয়া বাহির হইল ও বাদশার চারিদিক ঘেরিয়া নৃত্য গীত)

(গীত)

বাদশা! বাদশা! আমাদের বাদশা!
আমাদের আশা, আমাদের ভরসা॥
কণ্ঠে আমাদের উৎসব গীতি, চক্ষে তুমি গো বিশ্বের প্রীতি।
তুমি যে মোদের নবজীবন উষা।
বাদশা! বাদশা! আমাদের বাদশা!
মাথায় ঢেলে দেছ আশীষ বাণী, মরমে তুলেছ আকুল ধ্বনি
আঁধার পথে তুমি দেখায়েছ আলো, দীনের বাপ মা, তুমি বড় ভালো।
রসনায় ফুটায়েছ কোরাণের ভাষা।
বাদশা! বাদশা! আমাদের বাদশা!
আত্মায় আত্মায় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা, প্রাণে প্রাণে দিয়েছ জাগায়ে নিষ্ঠা
ঝরায়েছ অশ্রু ঘাতকের চক্ষে, ফল ফুল ফুটায়েছ মরুর বক্ষে
ফুটায়েছ দীপ্তি ছুটায়ে কুয়াসা।
বাদশা! বাদশা! আমাদের বাদশা!

শের। এস মা সব—এস ভাই সব—তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি—
(সকলকে এক এক গাছি মাল্যদান)

ফকির। শেরসা! শেরসা! চল অন্ধ আমি—আমার হাত ধর—পথ দেখিয়ে দাও।

চতুর্থ দৃশ্য।

পল্লী পথ।

(একজন দরবেশ গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল)

(গীত)

পেয়েছিলে যাহা, রেখেছিলে তাহা, দিয়েছিলে ভালবাসা
গিয়াছে যখন, যা'কনা তখন, মিছে কেন কর আশা।
আসে যা আসুক ক্ষতি কি তোমার
যেতে চাহে যাহা ইতি কর তার
করুণার সার, বিধির বিচার, একই কথা কাঁদা হাসা।
সেদিন প্রভাতে কিবা ছিল সাথে
এসেছ জগতে শূন্য দুহাতে
তবে কেন বল, ফেল অশ্রুজল—বিষাদের কেন ভাষা।
লহ আশীর্ব্বাদ, দাও ধন্যবাদ
ছুটুক প্রমাদ, মিটে যা'ক্ সাধ
কৃপায় যাঁহার, যা নহে তোমার, মিটেছে তাহার আশা।

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

(বারবিলাসিনীবেশে সোফিয়া।)

সোফিয়া। পরাজয় এসে আজ আবার বুকে ধাক্কা দিয়েছে—আর আমি বাঁচ্‌তে পারি না। চমৎকার প্রতিশোধ নিয়েছি—যে পথটা ধ'রেছি, তারই বুকের উপর একটা বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের চিহ্ন রেখে শেষ ক'রেছি—যখন যে কাজটা আরম্ভ ক'রেছি, বিস্মিত আতঙ্কে মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছে; কিন্তু সমাপ্তি যখন ক'রেছি—কেউ ঘৃণায় চক্ষু সরিয়েছে, কেউ রাক্ষসী ব'লে দূরে স'রে গেছে। জয়ী হয়েও বিজিত আমি আজ—শত্রুকে আহত ক'রে, আমিও আহত আজ। না—আর আমি বাঁচ্‌তে পারি না—কিন্তু শেষ দিনে এমন একটুও কিছু

রেখে যেতে কি.পা'র্‌ব না—যা দেখে অন্ততঃ একজনও বড় দুঃখিনী আমি ব'লে এক ফোঁটা চ'খের জল ফে'ল্‌বে। আদিল! আদিল! তোমাকে পাবার লোভে আমি বারবিলাসিনীর ছদ্মবেশ প'রেছি—তোমাকে পেয়েছি, কিন্তু এ বেশ আমার মর্ম্মে মর্ম্মে শেল বিঁধ্‌ছে। ওহো আদিল! তুমি সোফিয়াকে চাওনা—বারবিলাসিনীকে চাও—এ জ্বালা যে মৃত্যুতেও যাবে না। (প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। তোমার সাজাদা আ'স্‌ছে বিবিসাহেব!

সোফিয়া আ'স্‌ছে! বড় সুখবর—এই নে, বক্‌সিস নে।

প্রহরী। আল্লা আপনার মঙ্গল করুন। [লইয়া প্রস্থান।

সোফিয়া তাই করুন—যা কিছু ছিল, সব দিয়ে দিলুম—আর কি হবে—বেচারী আমার জন্য অনেক কষ্ট ক'রেছে—ও বক্‌সিসের উপযুক্ত পাত্র। (আদিলের প্রবেশ)

আদিল কাকে বক্‌সিস দিচ্ছ বিবি!

সোফিয়া। আমার অদৃষ্টকে—

আদিল। বেশ ক'র্‌ছ—আজ আমাকে কিছু বক্‌সিস দাও—

সোফিয়া। পুরুষ মানুষ নেশার ঝোঁকে অমন ব'লেই থাকে।

আদিল। বিশ্বাস [illegible] না

সোফিয়া। বিশ্বাস—বিশ্বাস—না—না—নেশা ছুটে যাবে—স্ত্রী পুত্রের কথা মনে প'ড়্‌বে—পদাঘাত ক'রে চ'লে যাবে।

আদিল। তবে নেশা ছুট্‌বেনা জান্‌—জান্‌ যাবে তবু নেশা ছুট্‌বে না—নেশায় আমি মস্‌গুল হ'য়ে থা'ক্‌ব। বিশ্বাস কর বিবি!

সোফিয়া। স্ত্রী পুত্র—না ভুলে যাবে—পা'র্‌বে না—

আদিল। তোমার মূর্ত্তি আমার স্মৃতির দ্বারে আঘাত ক'রেছে বিবি! বুঝি সে এই—এই বুঝি সেই ছবি! রূপের তটে গানের তুফান—গানের তটে রূপের উজান! না বিবি! সে কোমল ছিল—কঠোর হ'ত।

তাতে ভয় ছিল—অভয়ও দিত। তাতে হাসি ছিল,—কান্না ছিল। সে উদাসী হ'য়ে উড়ে যেত—গম্ভীর হ'য়ে ভয় দেখা'ত—তরল প্রেমে গ'লে প'ড়্‌ত। আর এ বুঝি শুধুই শুভ্র হাসির লহর—বুঝি শুধুই পাগল বাঁশীর গান—বুঝি শুধুই পুণ্য প্রেমের তুফান!

সোফিয়া। আহা সে বুঝি তোমায় ভালবা'স্‌ত?

আদিল। বুঝি বা'স্‌ত—বুঝি—যা'ক্‌ ছেড়ে দাও—আমি চাই যা, পেয়েছি তা।

সোফিয়া। আহা সেই প্রেমের প্রতিমাকে ছে'ড়ে ঘৃণ্য বার-বিলাসিনীর প্রেমে—

আদিল। বারবিলাসিনী! তুমি যদি তাই হও—তাহ'লে বুঝি বারবিলাসিনীই ভাল।

সোফিয়া। ছিঃ ছিঃ—আদিল!

আদিল। এঁ্যাঃ সে কি—আমার নাম আদিল! না না আমার—

সোফিয়া। বঞ্চনা কেন ক'র্‌ছ সাজাদা!

আদিল। এঁ্যাঃ সে কি!—কে তুমি! কি ক'রে জা'ন্‌লে!

সোফিয়া। আশ্চর্য্য কেন সাজাদা! বারবিলাসিনী যদি বাদশা-পুত্রের অনুসন্ধান না ক'র্‌বে, তবে কে ক'র্‌বে সাজাদা!

আদিল। তাইত। তা বেশ ক'রেছ।

সোফিয়া। কি ক'রে বিশ্বাস ক'র্‌বে সাজাদা? আমরা যে ছুরী ধ'র্‌তে জানি।

আদিল। অসম্ভব। মিথ্যা ব'ল্‌ছ—ভয় দেখা'চ্ছ—

সোফিয়া। না সাজাদা! এই দেখ—(একখানি ছুরি বাহির করিল) এ আমাদের হাতের খেলানা।

আদিল। বেশ থা'ক্‌—মা'র্‌বে, মার—

সোফিয়া। আদিল! এত ভালবাস! কই ছুরী দেখে ত ভয়

পেলে না! তবে সেই অভাগিনী চক্ষের জলে পা ধুইয়ে দিতে যখন চেয়েছিলো—কেন তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলে? কেন তার বুক ভেঙ্গে দিয়েছিলে? আদিল! কেন তাকে আজ এই হেয় আবরণে দেহ ঢা'কৃতে বাধ্য ক'র্‌লে?

আদিল। এ্যাঃ! তবে কি তুমি, সম্রাট-নন্দিনী! তাইত! তাইত! সাহাজাদী! হৃদয়েশ্বরী! এস, আদিল পরাজিত আজ।

(আলিঙ্গন করিলেন)

সোফিয়া। ছিঃ ছিঃ—কামুক পুরুষ—এমন জঘন্য তুমি—আজ বারবিলাসিনীর প্রেমে ভু'ল্‌লে—তা'হ'লে ত তুমি, সব ক'র্‌তে পার—না—না—ছেড়ে দাও—আমি জ্ব'ল্‌তে চাই, আমি তোমায় খুন ক'র্‌ব।

আদিল। তাই কর—এই নাও, বুক পেতে দিই—

সোফিয়া। (ছুরি তুলিলেন ও পরে নামাইয়া) না না—তা কি পারি! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! তা কি পারি—নিজের বুকে নিজে ছুরি বসা'তে পারি, কিন্তু—(নিজের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করণ)

আদিল। একি! একি! লীলাময়ী নারী—একি ক'র্‌লে।

(পতনের পূর্ব্বে বক্ষে ধারণ)

সোফিয়া। কিছু না নাথ! আশঙ্কায়—পাছে তুমি ছেড়ে যাও। তোমাকে বুঝিয়ে দিতে আদিল!—নারী আশ্রয় না পেলে আশ্রয়ের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিজের দেহ খণ্ড খণ্ড করে—পুরুষের মত নূতন আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ে জাগেনা।

আদিল। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! হৃদয়েশ্বরি! প্রতিহিংসা নিলে!

সোফিয়া। বড় সুখস্পর্শ আদিল! বড় সুখশয্যা—বড় সুখের মৃত্যু! আশা মিটেছে—বিশ্ব খুঁজে এক ক্ষীণ রশ্মি এনে তাকে সারা আকাশে জ্বালিয়ে দিয়েছি—সমুদ্র মন্থন ক'রে এক রত্ন তুলে কীর্ত্তির

শিরে বসিয়ে দিয়েছি। সাধ মিটেছে—পাঠানের মেয়ে আমি—পাঠানের রাজ্যে ম'র্‌তে পা'র্‌ছি। আঃ—

আদিল। জীবনে কখনও ভাল ক'রে দেখিনি—আমার জীবন-নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত—আমার সংসার-চক্রের ঘন আবর্ত্তন! চল সাহাজাদি! মৃত্যুর শয্যায় আজ তোমাকে ভাল ক'রে দেখিগে চল—মৃত্যুর ফুলে তোমায় সাজিয়ে স্মৃতির পূজা করিগে চল।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কালেঞ্জর দুর্গ-সম্মুখ।

(কতিপয় সৈন্যসহ মুবারিজের প্রবেশ)

মুবা। সাবা'স্ রাজপুত! বড় যুদ্ধ ক'রেছ, কিন্তু আর অধিকক্ষণ নয় (সৈন্যগণের প্রতি) ভাই সব, এইবার দুর্গের দক্ষিণ দিক আক্রমণ কর্—তোপখানা দখল ক'র্‌তে চেষ্টা কর—সিংহ-বিক্রমে রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়—দেখিয়ে দাও,—পাঠানেরাও যুদ্ধ ক'র্‌তে জানে।

(শেরশার প্রবেশ)

শের। যুদ্ধ স্থগিত হ'ক। সন্ধিপ্রার্থী আমি—নরহত্যায় আর প্রবৃত্তি নাই। দুর্গাধিপতি কীর্ত্তিসিংহ যদি এখনি আত্মসমর্পণ করেন—বীরের যোগ্য সম্মানে আমি তাঁকে ভূষিত ক'র্‌ব—

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। বীরের মত রাজপুত তোমাকে যখন যুদ্ধ দিতে এসেছিল, বীরের সম্মান তুমি কি তাকে দিয়েছিলে সম্রাট? না—না নিষ্কলঙ্ক রাজপুতের চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা ঢে'লে দিয়ে, রাজপুতকে ছত্রাকার ক'রে দিয়েছিলে। কিন্তু স্থির জে'ন পাঠান—অচিরেই তোমাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হবে।

শের। বজ্রের মত সাহস নিয়ে কে তুমি বালিকা! আজ নির্ম্মম শেরশার বুকের ভেতর আশঙ্কা জাগিয়ে দিলে!

কমলা। কে আমি! না—এখন না—পরিচয় দেব—পাঠানের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে অট্টহাস্যে যখন হেসে উঠ্‌ব—তখন আমার পরিচয় পাবে।

শের। বুঝেছি মা! ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস তুমি—একটা ভুল—চিন্‌তে পারিনি—আশীর্ব্বাদের আবরণে সঙ্গ নিয়ে অভিশাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছে—পাঠানের অভ্যুত্থান শিরে ভুজঙ্গের মত দংশন ক'রে চ'লে গেছে—আমার জীবনের সমস্ত অধ্যবসায়টুকুকে পায়ের তলায় ফেলে দ'লে রেখে গেছে—কিন্তু সে অধ্যায় শেষ হয়েছে—তুমি আর সে ভুলের অপরাধে সমস্ত জীবনটা পদতলে নিষ্পেষিত ক'রে দিওনা। যাও মা! এই আমি অস্ত্র ত্যাগ ক'র্‌লুম—আমি সন্ধিপ্রার্থী।

কমলা। সন্ধি অসম্ভব—যুদ্ধ অনিবার্য্য। রাজপুতের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দুটুকু তোমার কামানের আগুন নিবিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। দুর্গের শেষ প্রস্তরখানি পর্য্যন্ত তোমার বীরত্বকে প্রতিহত ক'র্‌বে।

শের। যুদ্ধ অনিবার্য্য! বেশ তবে যাও মা! তোমার ঐ ক্ষুদ্র প্রাণে যদি এ পাঠানের অত্যাচার এত বেজে থাকে—তবে সে অত্যাচারের নির্ব্বাণ ক'রে দাও—যাও মা—যুদ্ধ অনিবার্য্য—পাঠান! আক্রমণ কর—আক্রমণ কর। [শেরশা, মুবারিজ ও পাঠানগণের প্রস্থান।

কমলা। রাজপুত! গম্ভীরস্বরে উত্তর দাও— [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কালেঞ্জর দুর্গাভ্যন্তর।

(পাঠান সৈন্যগণ ও মুবারিজের প্রবেশ)

মুবারিজ। শুধু এই তোপখানাটুকু আমরা দখল ক'রেছি—এখনও সমস্ত বাকি—এই দুর্গের ভেতর অসংখ্য রাজপুত এক একজন এক একটা জ্বলন্ত তোপখানার মত ব'সে আছে। এবার তা'দের সম্মুখে তোমাদের অগ্রসর হ'তে হবে। ভীত হ'য়োনা সৈন্যগণ! খোদার প্রত্যাদেশে এ জাত মাথা তুলেছে—এ উচ্চ শির নত ক'রে দেয়—এমন জাত এখনও সৃষ্ট হয়নি। অগ্রসর হও—আল্লার নাম স্মরণ ক'রে রাজপুতের শক্তিকে প্রতিহত কর।

(আল্লাধ্বনি করিয়া সকলের দুর্গমধ্যে প্রবেশ)

(জালাল ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

জালাল। দেখ্‌লে সৈন্যগণ! প্রাণের মমতা তুচ্ছ ক'রে মুবারিজের সৈন্যগণ আজ এ অকূল বিপদসাগরে ঝাঁপ দিয়েছে—তোমরাও এদের অনুসরণ কর—এ কীর্ত্তি একজনকে অর্জ্জন ক'র্‌তে দিও না—পাঠান তোমরা—যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ কর। মৃত্যুর ভয় ক'র না—ম'র্‌তেই হ'বে একদিন—এ কীর্ত্তি সঞ্চয় ক'রে রেখে, যদি ম'র্‌তে পার—দুনিয়া তোমাদের ভু'ল্‌বে না।

(সকলের দুর্গমধ্যে প্রবেশ)

(রাজপুত-সৈন্য ও কমলার প্রবেশ)

সৈন্য। আর উপায় কৈ মা?

কমলা। উপায় খুঁজ্‌ছ! রাজপুত তোমরা—বুকের ভেতর এখনও রক্তের ঢেউ খেল্‌ছে—এর মধ্যেই তোমরা উপায় খুঁজ্‌ছ! লক্ষ উপায়

তোমাদের সম্মুখে র'য়েছে—কিছু দেখতে পা'চ্ছ না—না—না—এক জনকে পার—একজনকে মেরে এস—একটা অঙ্গ ভেঙ্গে দিতে পার, তাই কর—উপায় নেই ব'লে হতাশ হ'য়ো না।

(শেরশা ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

শের। বৃথা চেষ্টা—কোথায় যা'বে রাজপুত তোমরা অবরুদ্ধ।

কমলা। তাইত তাইত—তাহ'লে সত্যই ত উপায় নেই।

শের। তোমাদের সৈন্যগণকে আত্মসমর্পণ ক'রতে বল মা—আমি সসম্মানে তা'দের মুক্তি দেব।

কমলা। তাইত—তাইত—রাজপুতকে আত্মসমর্পণ ক'রতে হবে—নিজের হৃৎপিণ্ড নিজে উপড়ে শক্রর হাতে তুলে দিতে হবে! তাই কর—তাই কর—কিন্তু একটা নূতন রকমে আত্মসমর্পণ কর—হাতে গড়া তোমাদের এ কীর্ত্তি-মন্দির—গোটা শক্রর হাতে তুলে দিওনা—এমনি ক'রে পুড়িয়ে ছাই ক'রে শক্রর মুখে চোখে ছড়িয়ে দাও—

(ছুটিয়া একটি মশাল লইয়া বারুদখানার দিকে অগ্রসর হইল)

শের। বারুদখানা দখল কর—বারুদখানা কর—

কমলা। কর—কর—দখল কর— (অগ্নি প্রদান)

(সঙ্গে সঙ্গে বিকট ধ্বনি হইয়া সমস্ত জ্বলিয়া গেল ও পরে অন্ধকার হইয়া গেল—পরিষ্কার হইলে দেখা গেল, শেরশা ও কমলা আগুনের উপর গড়াইতেছে)

শের। খোদা! খোদা! এ কি ক'রলে!

কমলা। হাঃ হাঃ হাঃ—এ সেই রাজভক্ত কুম্ভের শুভ্র ললাটে কলঙ্ক লেপনের প্রায়শ্চিত্ত—এ সেই শঠতার প্রতিশোধ—হাঃ হাঃ হাঃ—আমি কে জান সম্রাট—আমি সেই বৃদ্ধ রাণা মল্লদেবের কন্যা—সেই রাজভক্ত বীর কুম্ভের বাগ্দত্তা স্ত্রী—ক্ষমা—ক'রো সম্রাট—ব্যক্তিগত

বিদ্বেষে এ প্রতিশোধ নিলুম না—প্রজার অপরাধের জন্য রাজা দায়ী, তাই প্রজার ভুলে রাজার উপর প্রতিশোধ নিলুম—কিন্তু এ প্রতিশোধ তোমার উপর নয়—পাঠান জাতির উপর—বীর তুমি, ক্ষমা ক'রো। সম্রাট তুমি—আমার প্রথম ও শেষ রাজকর গ্রহণ কর (অভিবাদন)। কার্য্য শেষ হ'য়েছে—আমি চ'ল্লুম—তুমিও এস সম্রাট! (মৃত্যু)

শের। একটু দয়া হ'ল না—বিষ খেয়ে বিষ উদ্গার ক'রে দিলি—অগুন মেখে পাঠানের সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ধ'র্‌লি—বেশ ক'র্‌লি মা! সে ভুলের দায়ী আমি—খাসা শাস্তি দিলি—জীবনের ভার বড় গুরু হ'য়ে যাচ্ছিল—তুই লঘু ক'রে দিলি—মহাপাপী আমি—তুই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দিলি—শুভাকাঙ্ক্ষিণী মা আমার! তোর সন্তানের অভিবাদন গ্রহণ ক'রে যা। (পতন)

(মুবারিজের প্রবেশ)

মুবারিজ। একি—একি—তাই সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়্‌ছে—খোদা! খোদা! এ কি ক'রেছ!

শের। কে? মুবারিজ! সৈন্য সব ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়্‌ছে! চুপ্ চুপ্—চেঁচিও না—আমার নাম ক'রে কেউ কেঁদোনা—তা'হ'লে পণ্ড হ'য়ে যাবে সব—সাবধান—আমাকে ধর—দাঁড় করিয়ে দাও—ভয় পেয়োনা কেউ—দাঁড় করিয়ে দাও—দেখ্‌ছ কি? পুড়ুক—পুড়ে যা'ক্—সর্ব্বাঙ্গ ছাই হ'য়ে যা'ক্—কিছু ভয় নেই—ছেড়ে দাও—যাও—আক্রমণ কর—ধ্বংস কর—প্রতিশোধ নাও—জল—জল—কে আছ, জল দাও—(পতন)

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। শের! জল পান কর।

শের। না না—ভুলে ব'লেছি—দুর্গ জয় না হ'লে আমি জলপান ক'র্‌তে পা'র্‌ব না—জালাল! মুবারিজ! দুর্গ জয় কর—

(জালালের প্রবেশ)

জালাল। বাবা! বাবা! দুর্গ জয় হ'য়েছে।

শের। দুর্গ জয় হয়েছে? ওহোহো—খোদা! খোদা! (মৃত্যু)

ফকির। একটি জীবন্ত আদর্শ দুনিয়ার বুক থেকে স'রে গেল—বুঝি দুনিয়ার শিক্ষার শেষ হ'য়েছে—বুঝি যত্ন ক'রে সে এঁকে নিয়েছে।

[যবনিকা]
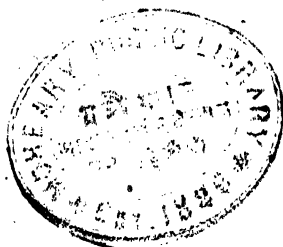
কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ।

মোগল পাঠান-প্রণেতার নূতন বৈচিত্রময় পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক।

ইতিহাসের শুষ্ক পরিচ্ছেদ গুলি নিংড়াইয়া যিনি অমৃতের উৎস ছুটাইয়া দিয়াছেন,—বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে যিনি যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহাও তাঁহারই লেখনী-প্রসূত। পুরাণের অতি পুরাতন ঘটনাগুলি বিংশ-শতাব্দীর রুচির সম্মুখে নূতন করিয়া কিরূপে ধরিতে হয়, তাহা নাট্যকার দেখাইয়াছেন। মহর্ষি ব্যাসদেবের যে পরিশ্রম আজগুবী গল্পের মত এতদিন ভারতবাসীর তন্দ্রার সাহায্য করিয়া আসিয়াছে—গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন—সেই সজীব পরিশ্রম কত উদীয়মান জাতিকে পৃথিবীর আধিপত্যে উত্তেজিত করিয়া আসিয়াছে। ইহাতে আছে কি জানেন? ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন—কুরুক্ষেত্রের সমস্ত মহামহারথী—আর সর্ব্বোপরি ত্রিজগতের সেই মুকুটমণি, যশোদার সেই নন্দদুলাল, সেই ননীচোর—সেই বংশীবাদক রাখাল বালক;—আর সে মা যশোদা নাই—সে ননীর ভাণ্ড নাই—সে বাঁশীও নাই—গরুর পালও নাই—আপনার রূপের প্রভায় জগতের সমস্ত দুষ্কৃতিকে মুগ্ধ করিয়া কখনও বা বিপন্নার লজ্জা নিবারণ করিতেছেন,—বিশ্বরূপে আলোকিত করিয়া আপনার মহিমায় আপনি গলিয়া যাইতেছেন,—আবার কখনও বা সেই রূপে জগৎকে ত্রস্ত করিয়া ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেছেন। শান্তিস্থাপনের জন্য রাজনীতি-বিশারদের মত বুঝাইতে যাইয়া কখনও বা লাঞ্ছিত হইতেছেন—আবার ভক্তের করুণ আহ্বানে আহার নিদ্রা ভুলিয়া অশ্বের রশ্মি ধরিয়া রথ চালাইতেছেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ-নিনাদে অলস কর্ম্মীর প্রাণ জাগাইয়া তুলিয়া, গীতাম[illegible] দৃঢ় করিয়া, অধর্ম্মের

বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন—আবার কখনও বা পুত্রহারা জননীকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া, জগতের ব্যথা বুকে তুলিয়া লইতেছেন। সহজ সরল পন্থায় কখনও দুষ্কৃতির দমন করিতেছেন—আবার কখনও কূট কৌশলে পাপের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া, পুণ্যের জ্যোতিঃ ফুটাইয়া তুলিতেছেন। এইরূপ প্রতিছত্র নূতনত্বে পরিপূর্ণ—প্রতিচরিত্র নূতন ভঙ্গিতে লিখিত। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত শকুনির চরিত্রে প্রাণ সমবেদনায় কাঁদিয়া উঠিবে।

কাগজের এই দুর্ভিক্ষের দিনে আমরা অতি সুলভে এই পুস্তক দিতেছি; এ পুস্তক সকলের অবশ্যপাঠ্য মূল্য—

প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।